ধ্রুবা

মডার্ণ কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ '৭০/এপ্রিল '৬৩

প্রকাশিকা :

লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মুদ্রাকর :

বৈদ্যনাথ শীল
ইম্প্রেসন কনসালট্যান্ট
৩২ই, জয়মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৫

ভূমিকা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা ছাড়া প্রাচীন তাম্রপট্ট ও শিলালেখের নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার, প্রাচীন সংস্কৃত ও ফার্সি পুঁথিপত্র ঘেঁটে ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কাশন, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, শিল্পকলার কথা—এসব তাঁর নখদর্পণে ছিল। ইতিহাসের উপাদানকে নিয়ে তিনি যেন ছিনিমিনি খেলতে পারতেন। এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন একপত্রী পণ্ডিত। আর এসব বিষয়ে তাঁর গুণপনা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই বুঝবেন। কিন্তু তিনি এর চাইতে আরও বড় ছিলেন। তিনি যে কেবল তথ্যের মধ্যেই ডুবে ছিলেন তা নয়, তথ্যের অন্তরালে যে রস ছিল মানবিকতাকে অবলম্বন করে, তার তত্ত্বও তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাঁর প্রতিভা যে কেবল factual অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ আর বস্তুআশ্রয়ী ছিল তা নয়, উপরন্তু তিনি ছিলেন রসের ক্ষেত্রে দ্রষ্টা আর স্রষ্টা। রসসৃষ্টি কার্য্যে তিনি নিজের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রাখালদাসের হাতে ভারতবর্ষে এক নূতন মর্য্যাদা পেয়েছে।

ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকের আর তার পটভূমিকার এত পূর্ণজ্ঞান নিয়ে তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কেউ উপন্যাস লিখতে বসেন নি।

পাল, সেন ও গুপ্ত বংশের অনেক নূতন তথ্য তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেই ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করে ইতিহাসের সহজ সরল রূপ যেমন তিনি ভারতবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, সেই রকম তিনি যে কত বড় কল্পনাপ্রবণ উপন্যাসিক ছিলেন, সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর সেই প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়ও তিনি দিয়ে গিয়েছেন 'ময়ূখ', 'ধর্মপাল', 'অসীম', 'শশাঙ্ক' 'করুণা', 'লুৎফউন্নিসা' প্রভৃতি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

ইতিহাস সাধারণতঃ নীরস। সেই নীরস ইতিহাসকে তিনি অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে ভূষিত করে, অপরূপ অলঙ্কারে নূতন সাজে সাজিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনার মাধুর্য্যে, উপাদান বিন্যাসের কৃতিত্বে, পরিবেশনের সুষ্ঠুতায় তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, তাতে তিনি বাংলা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ভেতর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন, একজন কল্পনাপ্রবণ ঔপন্যাসিকও বটে।

রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস যে বাংলার শ্রেষ্ঠ রসরচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গৌণ, মুখ্যবস্তু হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ ও চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁর "বেনের মেয়ে" উপন্যাসে যে ভাবে প্রাচীন সামাজিক বাতাবরণকে জিয়িয়ে তুলেছেন, তা অদ্ভুত। তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ এ বিষয়ে এতটা সার্থকতা দেখাতে পারেন নি। রাখালদাস আরও পরবর্ত্তীকালের পূর্ণতর তথ্যসম্ভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে দাঁড়িয়ে যে ক'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তা একাধারে উপন্যাস আর অনবদ্য ঐতিহাসিক চিত্র। তিনি এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী তথা ভারত—বাসীর Sense of History অর্থাৎ ইতিহাসবোধকেও মার্জ্জিত করে তুলতে সাহায্য করেছেন।

'ধ্রুবা' সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একখানি অমূল্য উপন্যাস। রাখালদাসের অন্যান্য উপন্যাসের মত এতে গুপ্তযুগের রাজনৈতিক বাতাবরণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। 'ধ্রুবা' বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। রাখালদাসের প্রতিভার অন্যতম পূর্ণ পরিচয় বাঙালী পাঠক এতে পাবে।

রাখালদাস আজ নেই, কিন্তু তাঁর জ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডার থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উৎস থেকে যে তথ্য রস তিনি তাঁর অপূর্ব্ব
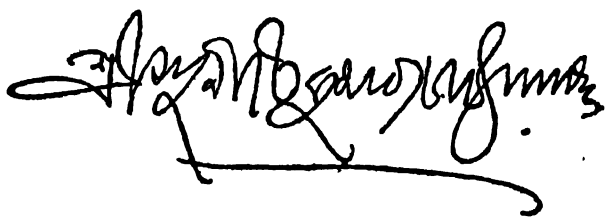
উপন্যাসগুলিতে দিয়ে গিয়াছেন, তা চিরকাল—যতদিন বিদগ্ধ জনসমাজে কারয়িত্রী আর ভাবয়িত্রী প্রতিভায় আদর থাকবে ততদিন তা লুপ্ত হবার নয়।

রাখালদাসের মৃত্যুর প্রায় ৩০ বৎসর পরে তাঁর বিস্মৃতপ্রায় অথচ মহামূল্য অপ্রকাশিত দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ধ্রুবা ও 'লুৎফউল্লা উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন রাখালদাসের গুণমুগ্ধ ভক্ত শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তার জন্য তিনি আমাদের সকলেরই সাধুবাদের যোগ্য।

'ধ্রুবা' ও 'লুৎফউল্লা' রাখালদাসের কৃতি হিসাবে পাঠকসমাজে যে সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রাখালদাসের একখানি জীবনীও রচনা করেছেন।

রাখালদাসের জীবনচরিত শীঘ্র প্রকাশিত হলে রাখালদাসের অনুরাগী পাঠকবর্গ ও বাঙালী জনসাধারণ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই ধুরন্ধর ধারক ও প্রকাশকের জীবনকথা সম্বন্ধে পূর্ণ পরিচয় পাবেন।

"সুধর্মা"
১১ হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নটী-পল্লী

সুন্দর পাটলিপুত্র নগরের নটী-পল্লী অধিকতর সুন্দর। নটীরা সাধারণ দেহপণ্যজীবিনী ছিলেন না। নৃত্যগীতাদি কলায় কুশলতার জন্য যাহারা বিখ্যাত হইত, স্বাধীন প্রাচীন ভারতে তাহারা "গণিকা" আখ্যা লাভ করিত। অপেক্ষাকৃত কদর্থে এই শব্দের আধুনিক ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় উহার পরিবর্ত্তে 'নটী শব্দ প্রযুক্ত হইল। ইহারা স্বতন্ত্র পল্লীতে বাস করিত। নগরাধ্যক্ষ এবং রাজধানীর মহাপ্রতিহার তাহাদিগের মধ্য হইতে তাহাদিগের সম্মতিক্রমে একজনকে মুখ্যা নির্ব্বাচন করিতেন।

এখন হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের শেষ দিকে নটী-পল্লীর সহিত রাজপথের সংযোগস্থলে নটীমুখ্যা মাধবসেনা অনেকগুলি নারীবেষ্টিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতেছিল। সকলেই তাহাদের মুখ্যা মাধবসেনাকে রাজদ্বারে রামগুপ্ত নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বলিতেছিল। উত্তরে মাধবসেনা বার বার বলিতেছিল, "ওরে, মহারাজ বৃদ্ধ, মহারাজ অসুস্থ।"

সকলেই রামগুপ্তের ভয়ে আকুল। কেহই মুখ্যার কথা শুনিতে চাহিতেছিল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাজপথে নাগরিকগণের হস্তী ও রথ অধিক সংখ্যায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মাধবসেনাদের পল্লী তখনও অন্ধকারময়। মাধবসেনা একজন নারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আমাদের কারও ঘরে আলো জ্বলবে না?"

সে উত্তর দিল, "তোমার কি মনে নেই মাসী, আজ যে আবার কুমার রামগুপ্তের উদ্যানবিহার?"

"আবার আজ?"

"সেই জন্য গলির মোড় থেকে সকল নাগরিককে আজ ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মাধবসেনা বলিল, "সত্যই যদি আজ কুমার রামগুপ্তের উদ্যানবিহার আরম্ভ হয়, তা হলে আমাদের সকলের কি দশা হবে?"

তরুণী রমণীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমায় ত বলেছি মাসী, মহারাজের কাছে যাও।"

মাধবসেনা কি যেন উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত এক খর্ব্বাকার যুবা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার!"

মাধবসেনা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কে রামগুপ্ত?"

যুবক তখন মাতাল হইয়াছে। সে জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "চিনতে পাচ্ছ না? চাবুকের দাগ কি পিঠ থেকে মুছে গেছে?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মাধবসেনার সঙ্গিনীরা সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। মাধবসেনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না কিছুই মোছে নি। কুমার আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।"

অন্ধকার হইতে রামগুপ্তের একজন সঙ্গী বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "যতক্ষণ ভাল কথায় বলেছি, ততক্ষণ ত রাজী হও নি? এখন মজাটা টের পাচ্ছ?"

মাধবসেনা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামগুপ্তকে দূরে ঠেলিয়া দিল। সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

মাধবসেনা নবাগতকে বলিল, "আমি এখনও বলছি 'ব্রাহ্মণ, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না। তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করো না রুচিপতি। ব্রাহ্মণ হলেও তুমি আমার কাছে 'চণ্ডালের অধম।"

রুচিপতি কিন্তু তাহার কথা শুনিল না। সে মাধবসেনার হাত ধরিয়া বলিল, "কেন বচন দিচ্ছ অপ্সরে? নগদ রূপচাঁদ পাচ্ছ, তাইত যাচ্ছ? রুচিপতির ধারে কারবার নেই। রাজপুত যদি দুই এক ঘা দেয়, তা হ'লে সেটা রাজসম্মান বলে মেনে নেওয়া উচিত।"

মাধবসেনা বলিল, "তেমন ব্যবসা আমি করি না, ব্রাহ্মণ। আমি সমাজের মুখ্যা। রাজদ্বারে সম্মানিত। যদি তোমার রাজপুত্রের পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করবার জন্য সামান্যা বারনারীর দরকার হয়, তাদের মুখ্যাকে ডেকে বল। দেখ কুমার, তুমি রাজপুত্র হলেও নটী-পল্লীর অযোগ্য। চেয়ে দেখ, তোমার

ভয়ে সদা সঙ্গীতরবমুখরিত সহস্র দীপমালা সুসজ্জিত রাজধানীর নটী-পল্লী আজ অন্ধকারময়, নীরব। রামগুপ্ত, তুমি সুরাপানে উন্মত্ত হলে পশুতে পরিণত হও। সেইজন্য আমাদের মধ্যে কেউ তোমার সংস্পর্শে আসতে চায় না। গত পূর্ণিমায় তোমার উদ্যানে গিয়েছিলেম, কিন্তু তোমার প্রসাদলব্ধ কষাঘাতের চিহ্ন এখনও আমার অঙ্গে রয়েছে। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে যাব না।"

সুরাজড়িত কণ্ঠে রামগুপ্ত বলিল, "নিশ্চই যাবি। ও সব আমি বুঝি না। আমি আর কাউকে চাই না, কেবল তোকে চাই। তোকে যেতেই হবে।"

রুচিপতি—"নিশ্চয় হবে। কুমার রামগুপ্ত যখন বলছেন, তখন বাবা মাধব, তোমায় যেতেই হবে। তুমি মুখ্যাই হও, আর যাই হও, ব্রহ্মবাক্য বেদ বাক্য। কেন মিছামিছি গোলমাল করছ, রথে চড়ে ব'স। মাত্র এক দণ্ডের পথ, সেখানে গেলেই মেজাজ বদলে যাবে।"

মাধবসেনা—"না ব্রাহ্মণ, আমি যাব না। আমার রাজ-প্রসাদের প্রয়োজন নেই। রামগুপ্ত রাজপুত্র হতে পারেন, কিন্তু প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার তাঁর অধিকার নেই। রাজমুদ্রাঙ্কিত আদেশ নিয়ে এস, যেখানে বলবে সেখানে যাব।"

রুচিপতি—"বাপ রামচন্দ্র, মাধবসেনা যে বড় লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছে।"

রামগুপ্ত—"বলুক, চল রুচি, ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যাই।"

দুইজনে যখন বল প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন উপায় না দেখিয়া মাধবসেনা চাৎকার করিতে আরম্ভ করিল, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস্, আমাকে রক্ষা কর। কোথায় আছিস, ছুটে আয়।" কিন্তু নটী-পল্লী তখন জনশূন্য। দুরন্ত রামগুপ্তের রথ দেখিয়া রাজপথের লোকেরাও সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং মাধবসেনার চীৎকারে কেহই আসিল না। মাধবসেনা একাকিনী দুইজন পুরুষেব সহিত যুদ্ধ করিতে পারিল না। তাহারা যখন মাধবসেনাকে রথের নিকট লইয়া গিয়াছে, তখন দুরে মশালের আলো দেখা গেল। ভয়ে রুচিপতি স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

নগরের চারিজন সশস্ত্র প্রতিহারের সহিত মহাপ্রতিহার রুদ্রভূতি নটী-পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। রুদ্রভূতি বৃদ্ধ। তিনি মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের আবাল্য সহচর। বিস্তৃত উত্তরাপথের সর্বত্র রুদ্রভূতি সম্মানিত রাজপুরুষ। বৃদ্ধ বয়সে জন্মভূমিতে ফিরিয়া তিনি মহানগর পাটলিপুত্রের নগররক্ষক বা মহাপ্রতিহার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

একজন প্রতিহার নটী-পল্লীর মুখে আসিয়া বলিল, "প্রভু, এইখান থেকেই শব্দ আসছে।"

দ্বিতীয় প্রতিহার রুচিপতির মুখের সম্মুখে মশাল তুলিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল "প্রভু, এই যে রুচিপতি। এই ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার যখন এখানে উপস্থিত, তখন যে গোলমাল হবে তা আর আশ্চর্য্য কি?

রুচিপতি বলিল, "সঙ্গে চন্দ্রের কলঙ্কের মত তোমাদের কুমার রামগুপ্তও যে উপস্থিত।"

সহসা রামগুপ্তের হাত ছাড়াইয়া মাধবসেনা রুদ্রভূতির পা জড়াইয়া ধরিল। সে বলিল, "মহাপ্রতিহার, আমায় রক্ষা করুন। কুমার রামগুপ্ত আমাদের উদ্যানে নিয়ে গিয়ে, আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। সেইজন্য কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চায় না। গত পূর্ণিমায় তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলাম, এই দেখুন সেই রাত্রির কষাঘাতের চিহ্ন। তিনি আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই যাব না। মহাপ্রতিহার, আমাকে রক্ষা করুন। রামগুপ্ত রাজপুত্র বটে, কিন্তু আমরা কি ক্রীতদাসী? প্রজার কি স্বাধীনতা নেই?"

রামগুপ্ত—"না, নেই।"

রুদ্রভূতি—"কুমার, আমি বৃদ্ধ, আপনার পিতৃবন্ধু। আমার সম্মুখে এরূপ আচরণ করা আপনার পক্ষে অশোভন। মাধবসেনা যখন স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে চায় না, তখন বলপ্রয়োগ রাজপুত্রের পক্ষে অনুচিত। বলপ্রকাশ করলে পৌরজন উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এমন কি, ক্রমে মহারাজের কানেও এ কথা পৌঁছতে পারে।"

রুচিপতি—"যা যা, ফোক্‌লা বুড়ো, তোর আর ন্যাকাপনা করতে হবে না। তোর এখন গঙ্গাযাত্রার সময় হয়ে এসেছে, তুই এ সবের কি বুঝবি?"

রুদ্রভূতি—"সাবধান রুচিপতি, মনে রেখো আমি

মহাপ্রতিহার। তুমি ব্রাহ্মণ হলেও এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কুমার রামগুপ্ত, আপনি সুরাপানে বিকল, প্রাসাদে ফিরে যান।”

রামগুপ্ত তখন উন্মাদ। সে কুৎসিৎ ভাষায় বৃদ্ধ প্রতিহারকে গালাগালি দিল। রুচিপতির তখনও একটু জ্ঞান ছিল। সে বলিল, “রামচন্দ্র বাপধন, বড় বেগতিক। মাধবটাকে না হয় ছেড়ে দাও।”

রামগুপ্ত—“যাই হোক, মাধবসেনাকে ছাড়া হবে না।”

মাধবসেনা—“মহাপ্রতিহার, আমাকে রক্ষা করুন। আজ রাত্রির মত রক্ষা করুন। আমি প্রভাতেই পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করে চলে যাব।’

রামগুপ্ত বলিল, “প্রভাত হতে যে এখনও সাড়ে তিন প্রহর বাকী আছে অপ্সরি। এই সাড়ে তিন প্রহর আমার উদ্যানে থেকে তারপর কাল নগর পরিত্যাগ করে যেও।”

রুদ্রভূতি—“কুমার রামগুপ্ত, আপনি প্রাতঃস্মরণীয় পরম বৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। আমার সম্মুখে, এই প্রতিহারগণের সম্মুখে প্রকাশ্য রাজপথে আপনার এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ অত্যন্ত অন্যায়। আপনি মাধবসেনার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবেন না। এখনই তার চীৎকারে সমস্ত নাগরিক উত্তেজিত হয়ে উঠবে। আমি আপনার পিতার ভৃত্য। সুতরাং আপনাকে শাসন করবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমি বলে রাখছি

কুমার, এই অত্যাচারের কথা আপনার পিতার কানে উঠলে তিনি আপনাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।"

রামগুপ্ত—"বুড়ো বেটার সঙ্গে বকে বকে গলাটা শুকিয়ে গেল। বাবা মাধব, এখন চল।"

রামগুপ্ত মাধবসেনার হস্তাকর্ষণ করিবামাত্র, রুচিপতি তাহার অন্যদিকে গিয়া দাঁড়াইল। প্রতিহারগণ রুদ্রভূতির দিকে চাহিল, কিন্তু মহাপ্রতিহার ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধবসেনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়, রামগুপ্ত আমার যম হয়ে এসেছে। আমাকে রক্ষা কর। মহাপ্রতিহার, আপনি নগরের রক্ষাকর্ত্তা, এ অত্যাচারের কি প্রতিকার নেই?"

অকস্মাৎ রাজপথে দুইজন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে একজন মানুষ নটী-পল্লীর মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আর একজন ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "কি করছ, কুমার? এটা যে নটী-পল্লী। তুমি রাত্রির অন্ধকারে এমন স্থানে এসেছ শুনলে, মহারাজ আত্মহত্যা করবেন। কোথায় কোন মাতাল আর্ত্তনাদ করছে, আর তুমি সেই শব্দ শুনে লাঞ্ছিতা নারীর উদ্ধারকল্পে ছুটে চলেছ।"

প্রথম যুবক বলিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও, জগদ্ধর, ছেলে-মানুষী করো না। পুরুষ আর নারীর গলার প্রভেদ কি আমি বুঝি না? এরা কুলনারী না হলেও নারী ত?"

সেই সময় মাধবসেনা আবার কাঁদিয়া উঠিল। যুবক জগদ্ধরের হাত ছাড়াইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "রামচন্দ্র, ক্রমে লোক জুটে পড়ল, সরে পড় বাবা। মাধবী, সটান চলে আয় না বাবা, কেন গোলমাল কচ্ছিস ?"

যুবককে দেখিয়া মাধবসেনা সবলে রামগুপ্তের হাত ছাড়াইয়া নবাগতের পদপ্রান্তে পতিত হইল। সে বলিল, "কে তুমি জানি না, কিন্তু তুমি আমার পিতা। আমি অভাগিনী, সকলের ঘৃণিতা। জগতে আমার কেউ নেই। তুমি আজ রাত্রিতে এই নরপিশাচ রাজপুত্রের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর। আমি প্রভাতে এই পাপরাজ্য ত্যাগ করে চলে যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত—"কে তুমি নারী, সমুদ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে তাঁর সাম্রাজ্যকে পাপরাজ্য বলছ ? আমি সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত।"

রুদ্রভূতি—"শতায়ুঃ হও, বৎস। বৃদ্ধ রুদ্রভূতি অসহায় নারীর মত দাঁড়িয়ে তোমার জ্যেষ্ঠের অমানুষিক অত্যাচার দেখছে।"

রামগুপ্ত—"এ আপদটা আবার কোথেকে জুটল ?"

রুচিপতি—"সরে পড় রামচন্দ্র, তোমার ছোট ভাইটি বড় বেয়াড়া।"

কুমার চন্দ্রগুপ্ত রুদ্রভূতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা, একি কথা ? পিতা এখনও জীবিত অথচ আপনি বলছেন যে, বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী

মহানগরী পাটলিপুত্রের মহাপ্রতিহার আপনি, অসহায়া নারীর মত দূরে দাঁড়িয়ে আপনি অপর নারীর প্রতি অত্যাচার দেখছেন ?"

এই সময় রামগুপ্ত আসিয়া আবার মাধবসেনাকে ধরিল। মাধবসেনা ভয়ে চন্দ্রগুপ্তের পা জড়াইয়া ধরিতেই রুচিপতি অতি ইতর ভাষায় নানাপ্রকার রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রগুপ্ত তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "চুপ কর্, নরাধম। দাদা, তুমি কি জান না যে পিতা অসুস্থ ? শীঘ্র প্রাসাদে ফিরে যাও। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে এ কি করছ ? তুমি কে নারী ?"

মাধবসেনা—"যুবরাজ, মহাপ্রতিহার সবই দেখেছেন।"

রুদ্রভূতি—"যুবরাজ, এই নারী পাটলিপুত্রের নটীদের মুখ্যা মাধবসেনা। স্বয়ং মহারাজ এবং তোমার মাতা একে চেনেন। তোমার জ্যেষ্ঠ একে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে কষাঘাতে জর্জ্জরিত করেছেন বলে এ তাঁর সঙ্গে আর যেতে চায় না। সেইজন্য রামগুপ্ত এবং তাঁর সঙ্গী বলপূর্ব্বক একে নিয়ে যাচ্ছিল।"

চন্দ্রগুপ্ত—"ভয় নেই, মাধবসেনা। সমুদ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে তাঁর রাজ্যে নারীর প্রতি কেউ বলপ্রয়োগ করতে পারবে না। কাকা, আপনি মহাপ্রতিহার হয়ে দাদার অত্যাচার নিবারণ করছেন না কেন ?"

রামগুপ্ত—"তোরা আর মহাভারত আওড়াসনি বাবা। চন্দ্র, সরে যা বলছি। আমরা যা খুশী করব, তাতে তোর বাবার কি ?"

চন্দ্রগুপ্ত—"আমার বাবার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলেই এই নারীকে রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছি, দাদা। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমার বাবা আর তোমার বাবার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।"

রুদ্রভূতি—"যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত, রাজভৃত্য হয়ে রাজপুত্রের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার আছে কি না জানি না। দীর্ঘকাল রাজসেবা করেছি। দীর্ঘকাল পাটলিপুত্র শাসন করেছি। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুত্রের অত্যাচার কখনও নিবারণ করতে হয় নি।"

জগদ্ধর—"ভাগ্যে মহানায়ক মহাপ্রতিহার এখানে উপস্থিত ছিলেন, তা না হলে আজ হয়ত ভ্রাতৃরক্তপাত হয়ে যেত।"

চন্দ্রগুপ্ত—"জগৎ, আজ রাত্রে এই নারীকে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় দিতে হবে।"

রামগুপ্ত—"তোমাদের বক্তৃতার চোটে আমার এমন বহুমূল্য নেশাটা ছুটে গেল।"

চন্দ্রগুপ্ত—"মাধবসেনা, তুমি নির্ভয়ে আমাদের সঙ্গে এস। দাদা জেনো, এ আমার আশ্রিতা। তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও।"

রামগুপ্ত—"আমি মাধবসেনাকে নিয়ে যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত জগদ্ধরকে বলিলেন, "তুই মাধবসেনাকে প্রাসাদে নিয়ে যা। আমি পরে আসছি।"

জগদ্ধর মাধবসেনাকে লইয়া অগ্রসর হইল। রামগুপ্ত যেমন তাহাকে ধরিতে গেল, অমনি চন্দ্রগুপ্ত তাহার গতিরোধ

করিয়া দাঁড়াইলেন। সুরামত্ত রামগুপ্ত মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহাকে সাহায্য করিতে রুচিপতি অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু রামগুপ্তের পতন দেখিয়া সে মাধবসেনার গৃহের অলিন্দের অন্ধকারে লুকাইল।

চন্দ্রগুপ্ত অদৃশ্য হইলে, রামগুপ্ত ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন রুচিপতি আসিয়া তাহার অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। রুদ্রভূতি নিজের অনুচরদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "চল বাবা রামচন্দ্র, এ পাড়ায় আজ আর সুবিধা হবে না। বুড়া বেটাকে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে। পাটলিপুত্র নগরে ফুর্ত্তির অভাব কি?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-গৃহ

উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সভামণ্ডপের ন্যায় সমুদ্র-গৃহ। সমুদ্রগুপ্ত নির্ম্মিত সভাকুট্টিমের এক পার্শ্বে শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ বেদী। তাহার উপরে সুবর্ণ নির্ম্মিত মণিমুক্তাখচিত বৃহৎ সিংহাসন। বেদীর নিম্নে অসংখ্য চন্দন এবং বহুমূল্য কাষ্ঠনির্ম্মিত, হস্তিদন্তখচিত সুখাসন। বিশাল সভামণ্ডপ প্রায় জনশূন্য। চারিদিকে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। প্রতি দ্বারের বাহিরে সশস্ত্র প্রতিহার ও ভিতরে মূক বধির অন্তঃপাল।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত আজ গোপন পরামর্শের জন্য সাম্রাজ্যের মহানায়কদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতবিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত এখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তিনি সিংহাসনে অর্দ্ধশয়ান। বেদীর নিম্নে সুখাসনে বৃদ্ধ মহানায়কগণ উপবিষ্ট। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী বা মহামাত্য রবিগুপ্ত, প্রধান সেনাপতি বা বলাধিকৃত দেবগুপ্ত, প্রধান বিচারপতি বা মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর, রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বা মহাসচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা, রাষ্ট্রীয় বিভাগের মন্ত্রী বা মহাসন্ধিবিগ্রাহিক হরিষেন, মহাপ্রতিহার রুদ্রভূতি সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া আছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মহানায়কগণ ইহাদের পশ্চাতে উপবিষ্ট।

সমুদ্রগুপ্ত হরিষেণকে বলিতেছিলেন, "হরিষেন, ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। আমারও সন্ধ্যা হয়ে এল। প্রতিদিন বলহীন হচ্ছি। এক হাতে গরুড়ধ্বজ তুলতে পারি না। ঘোড়ায় চড়তে গেলে ভয় হয়। এখনও মথুরায় শক প্রবল। সেইজন্য তোমাদের আহ্বান করেছি।"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "বহু যুদ্ধ করেছেন সম্রাট, এখন মহাযুদ্ধের সময় আসছে। আমিও দীর্ঘকাল রাজসেবা করেছি। এখন ক্রমশ অচল হয়ে পড়ছি।"

দেবগুপ্ত—"মহারাজ, আমিও বুঝতে পারছি যে, রাজকার্য্য আমাদের দিয়ে আর চলবে না। সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাগারে কৃষ্ণকেশ যুবার প্রয়োজন।"

রবিগুপ্ত—"সে প্রয়োজনটা আমি ক'দিন ধরেই বিলক্ষণ অনুভব করছি।"

সমুদ্রগুপ্ত—“কেন, রবিগুপ্ত ?”

রবিগুপ্ত—“মহারাজ, এই শুভ্রকেশ দিনের বেলায় শৌণ্ডিক বীথিতে শোভা পায় না। এই দন্তহীন মুখ প্রমোদ ভবনের অলিন্দে দেখাতে লজ্জা বোধ হয় বলে—”

সমুদ্রগুপ্ত—“কার কথা বলছ, রবিগুপ্ত ?”

রবিগুপ্ত—“যে মস্তক কেবল আর্য্যপট্টের সম্মুখে নত হয়, তা সহজে—”

রবিগুপ্তের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে পট্টমহাদেবী দত্তদেবী ছত্রধারিণী, দুইজন চামরধারিণী ও তাম্বুলধারিণী দাসীর সহিত সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দত্তদেবী বেদী বা আর্য্যপট্টের নিম্নে সম্রাটকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন। রবিগুপ্ত পুনরায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন—

“সে মস্তক দাসীপুত্রের চরণতলে নত হয় না বলে, কেমন রবিগুপ্ত ?”

বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ সম্রাট বলিয়া উঠিলেন, “পট্টমহাদেবীর মুখে এ কি কথা ?”

তখন হরিষেন বলিলেন, “কিন্তু সত্য কথা মহারাজাধিরাজ। মহাকুমার রামগুপ্তের অত্যাচারে পাটলিপুত্রবাসী জর্জ্জরিত।”

এই সময় টলিতে টলিতে প্রতিহার দণ্ডধরদের বাধা না মানিয়া রামগুপ্ত সমুদ্রগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া,

বেগে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও? এখানে কেন?"

জড়িতকণ্ঠে রামগুপ্ত বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবা, খুড়ি মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত বল প্রকাশ করে মাধবসেনাকে নিয়ে যায় কেন? আমি বিচার চাই।"

দত্তদেবী—"কুমার রামগুপ্ত, প্রাসাদের সমুদ্র-গৃহ সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণ, পাটলিপুত্রের শৌণ্ডিকবীথি নয়। শীঘ্র নিজের মায়ের কাছে ফিরে যাও।"

রামগুপ্ত—"তা আর নয়! আমি বেটা ভ্যাবাগঙ্গারামের মত তোমার কোথায় ফিরে যাই, আর তোমার নিজের ছেলেটি নিশ্চিন্তমনে যা খুশী তাই করুক। তা হচ্ছে না দেবী, রামগুপ্তও রাজপুত্র।"

রোষে দত্তদেবীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার ইঙ্গিতে দুইজন মূক দণ্ডধর রামগুপ্তকে ধরিল ও একজন বাহিরে চলিয়া গেল। অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সমুদ্রগুপ্ত রুদ্রভূতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপ্রতিহার, জয়স্বামিনীর পুত্র এ কি বলে? তুমি কিছু জান কি?"

রুদ্রভূতি—"জানি বই কি ভট্টারক। মহাকুমার রামগুপ্ত যদি মহারাজাধিরাজের পুত্র না হতেন, তাহলে কাল রাত্রিতে এই বৃদ্ধ নটী-পল্লীতে কষাঘাতে তার পৃষ্ঠ দীর্ণ করে দিত।"

সমুদ্রগুপ্ত—"রুদ্র, তুমি না আমার বাল্যের সহচর যৌবনের সঙ্গী, জীবনমরণের বন্ধু? আজ সমুদ্র-গৃহে বসে তুমিই আমাকে এই কথা শোনালে? যে রাজপুত্র

রাত্রিকালে কুক্রিয়াসক্ত হয়েছিল, তুমি তার দণ্ডবিধান কর নি কেন ?”

বিশ্বরূপ—“মহারাজাধিরাজ, সাম্রাজ্যের সাধারণ দণ্ডবিধি রাজপুত্রের প্রতি প্রযোজ্য নয়।”

সমুদ্রগুপ্ত—সত্য, মহাদণ্ডনায়ক! এ বানর আমারই কুলকলঙ্ক। এটাকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ?”

দেবগুপ্ত—“ভট্টারক, কুমার রামগুপ্ত সাম্রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে যে অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, তার বিচার আবশ্যক।”

সমুদ্রগুপ্ত—“বিচার আমার মুণ্ড। মহানায়কবর্গ আমার প্রতি দয়া কর।”

রুদ্রভূতি—“দেব, পট্টমহাদেবীর আদেশে দণ্ডধর কুমার চন্দ্রগুপ্তকে ডাকতে গিয়েছে। এখনই তার মুখে সব কথা শুনতে পাবেন।”

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মূক দণ্ডধর কুমার চন্দ্রগুপ্তের সহিত ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অসি কোষমুক্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ কপালে স্পর্শ করিলেন। তিনি বলিলেন, “মহারাজাধিরাজের জয়! পিতা, স্মরণ করেছেন ?”

সমুদ্রগুপ্ত বলিলেন, “বস, চন্দ্র। তোমার জ্যেষ্ঠ তোমার বিরুদ্ধে এক কুৎসিৎ অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, শুনেছ ?”

চন্দ্রগুপ্ত—“ভট্টারক, কাল রাত্রিতে আমি যখন মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধরের গৃহ থেকে প্রাসাদে ফিরে আসছি, তখন

পথে এক রমণীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে দেখলাম, যে কুমার রামগুপ্ত এক নটীমুখ্যাকে বলপূর্ব্বক উদ্যানে নিয়ে যাচ্ছেন। মহাপ্রতিহার রুদ্রভূতি আর কুলপুত্র জগদ্ধর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পিতা, আমি সেই অসহায়া নারীকে উদ্ধার করে প্রাসাদে নিয়ে এসেছি।"

সমুদ্রগুপ্ত—"উপযুক্ত কার্য্য করেছ, পুত্র।"

চন্দ্রগুপ্ত—"পিতা, মাধবসেনা আর কুলপুত্র জগদ্ধর সমুদ্র-গৃহের দুয়ারে উপস্থিত আছে।"

সমুদ্রগুপ্ত—"সাক্ষীর প্রয়োজন নেই, পুত্র। প্রজাপালনই রাজধর্ম্ম। বিশ্বরূপ, মাধবসেনাকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সহস্র সুবর্ণ দিয়ে রাজকীয় রথে গৃহে পাঠিয়ে দাও। আর বলে দাও সে যেন ভুলে না যায়, বৃদ্ধ হলেও সমুদ্রগুপ্ত এখনও জীবিত।"

চন্দ্রগুপ্ত সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া সমুদ্র-গৃহ ত্যাগ করিলেন। সম্রাটের ইঙ্গিতে দুইজন দণ্ডধর রামগুপ্তকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তখন দেবগুপ্ত বলিলেন, "ভট্টারক, দেবী জয়স্বামিনী মাঝে মাঝে বলেন, যে তাঁর পুত্রই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, একথা আমিও শুনেছি, মহারাজ।"

সমুদ্রগুপ্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। চামরধারিণীরা বেগে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ সম্রাট মাঝে মাঝে থামিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অসম্ভব। পাগলের কথা,

মাতালের কথা। বিশ্বরূপ, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আর্য্যপট্টে যুবকের আবশ্যক।"

বিশ্বরূপ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ভট্টারক, আমি অনেক দিন থেকেই নিবেদন করছি, যে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে অবিলম্বে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা প্রয়োজন।"

সমুদ্রগুপ্ত কম্পিতপদে আর্য্যপট্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহানায়কবর্গ, সেইজন্যই আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। আপনাদের মতামত আমাদের অবিদিত ছিল না। তবু সাম্রাজ্যের রীতি অনুসারে যুবরাজের অভিষেকের পূর্ব্বে মহানায়কবর্গের অনুমতি প্রয়োজন।"

বিশ্বরূপ বলিলেন, "ভট্টারক, বিলম্বের প্রয়োজন নেই। শুভদিন নিরূপণের জন্যে মহাপুরোহিতকে আহ্বান করুন।"

রুদ্রভূতি ইঙ্গিত করিয়া মূক দণ্ডধরকে ডাকিলেন। সে তাঁহার আদেশে সম্রাটের নিকটে গেল। সম্রাট ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময় প্রধান বিচারপতি রুদ্রধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়! আমার কন্যা ধ্রুবা দেবীর সঙ্গে সাম্রাজ্যের যুবরাজ ভট্টারকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে। এখন মহারাজের অনুমতি পেলেই বাগদত্তা কন্যা সম্প্রদান করি।"

সমুদ্রগুপ্ত—"পুত্রবধূর মুখদর্শনের ইচ্ছা আমার অপেক্ষা পট্টমহাদেবীর প্রবল। শুভ কার্য্যে বিলম্ব অনাবশ্যক।

শুনেছি ধ্রুব পবম গুণবনী এবং আর্য্যপট্টে উপবেশন করবার যোগ্যা ”

রুদ্রধর—“মহাশয়বর্গ, তোমরা সাক্ষী, যুবরাজ ভট্টারকের সঙ্গে আমার কন্যা ধ্রুবা দেবীর বিবাহ দিতে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত আজ অঙ্গীকার করলেন।”

সকলে সাধুবাদ করিয়া সাক্ষী হইলেন। এই সময় সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরোহিত সমুদ্র-গৃহে প্রবেশ করিলে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা সম্রাটের আদেশ অনুসারে বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় যুবরাজের অভিষেক এবং পূর্ণিমায় তাঁহার বিবাহের দিন স্থির করিলেন

এমন সময় সমুদ্র-গৃহের তোরণে দাঁড়াইয়া একজন নারী বলিয়া উঠিল, “আমায় আটকাবি তুই? তোর রাজা পারে না তো তুই কোন্ ছার?”

সমুদ্রগুপ্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “জয়স্বামিনী!”

দত্তদেবী বলিলেন, “মাতাল অবস্থায়।” কি বলিতে বলিতে কম্পিত চরণে বিস্রস্তবসনা মহাদেবী জয়স্বামিনী সমুদ্র-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রগুপ্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও।”

জয়স্বামিনী—“অন্তঃপুরে ত অনেকদিন আছি মহারাজ, আর ভাল লাগে না।”

সমুদ্রগুপ্ত—“হরিষেন, শীঘ্র অন্তঃপুর থেকে চার জন প্রতিহারীকে ডেকে নিয়ে এস।”

জয়স্বামিনী উভয় হস্তে হরিষেণের পথরোধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাবে, একটু দাঁড়াও। মহানায়কবর্গ আমি সমুদ্র-গৃহে মাত্‌লামি করতে আসি নি। দ্বাদশ প্রধান যুবরাজ নির্ব্বাচন করবেন শুনে বিচার প্রার্থনা করতে এসেছি। প্রতিহারী কি হবে মহারাজ? আমি মদ খাই বটে, কিন্তু এখন আমি মাতাল নই।"

বিশ্বরূপ উঠিয়া বলিলেন, "মহাদেবী, বিধি অনুসারে দণ্ডধর বিচারে অশক্ত না হলে, দ্বাদশ প্রধান বিচার করতে পারেন না।"

জয়স্বামিনী—"আমাদের দণ্ডধর সমুদ্রগুপ্ত বিচারে অশক্ত বলেই আপনাদের কাছে এসেছি।"

দত্তদেবী—"মিথ্যা কথা, মহাদেবী।"

জয়স্বামিনী—"ওরে দত্তা, একদিন তোর মত আমারও গণ্ডে সহস্রদল পদ্মেরআভা ফুটত। জয়াকে দেখবার জন্যে পাটলিপুত্রের পথে লোক ছুটে আসত। তখন এই রাজা—এখন তোর রাজা—এই চরণের নূপুর হবার জন্যে পথে গড়াগড়ি যেত।"

দেবগুপ্ত—"কি বিচার চাও, মা? মহারাজ যে বিচারে অশক্ত, তার প্রমাণ কি?"

বস্ত্রমধ্য হইতে জীর্ণ শতখণ্ড ভূর্জ্জপত্র বাহির করিয়া জয়স্বামিনী বলিলেন, "মহারাজ, পঁচিশ বৎসর আগে আমি কুলকন্যা ছিলাম, সে কথা মনে আছে কি? আজ থেকে পঁচিশ বৎসর আগে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে, পাটলিপুত্রের জীর্ণ

বাসুদেবের মন্দিরে, দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে সম্রাট ? সে কথা মনে আছে কি ?"

সমুদ্রগুপ্ত—"না।"

জয়স্বামিনী—"তা থাকবে কেন ? তার পরেই যে আমার গণ্ডের সহস্রদল শুকিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দত্তার গণ্ডে শত স্থলপদ্ম ফুটে উঠল। মহানায়কবর্গ, চেয়ে দেখ মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত মিথ্যাবাদী—এই দেখ, তাঁর নিজের হাতের লেখা, প্রতিশ্রুতি। জয়স্বামিনীকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ করবার আগে সমুদ্রগুপ্ত আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি হয়েছিলেন—"

দত্তদেবী—"মিথ্যা কথা।"

জয়স্বামিনী—মহানায়কবর্গ, বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত দণ্ডধারণে অশক্ত। তিনি এখন আমার সপত্নী দত্তার হাতের পুত্তলিকা মাত্র। মহামাত্য, মহাসচিব, মহাবলাধিকৃত, এই দেখ সমুদ্র গুপ্তের স্বাক্ষর।"

দত্তদেবী—"সত্য, দেব। প্রভু, এ যে তোমারই স্বাক্ষর ? স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'স্বহস্তোয়ং মম মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য'।"

সমুদ্রগুপ্ত—"দে'ব, একি স্বপ্ন ?"

জয়স্বামিনী—"মহারাজের প্রতিশ্রুত বর আজ তাই চাইতে এসেছি। আমার পুত্র রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। আজ চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে যৌবরাজ্য ও সিংহাসন রামগুপ্তকে দেওয়া হোক্।"

সমুদ্রগুপ্ত—"অসম্ভব।"

দেবগুপ্ত—"এ যে রামায়ণের কৈকেয়ী!"

বিশ্বরূপ—"মহারাজাধিরাজের জয়। ভূর্জ্জপত্রে স্পষ্ট আপনার স্বাক্ষর রয়েছে। মহারাজ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন কি না তা আপনিই বিচার করুন।"

রবিগুপ্ত—"সর্ব্বনাশ হবে, মহারাজ। রামগুপ্ত যুবরাজ হ'লে রাজ্য রসাতলে যাবে।"

বিশ্বরূপ—"আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে, অচিরে শক পাটলিপুত্রে নৃত্য করবে।"

হরিষেন—"শকরাজ যদি বিশ্বনাথের কাশী রাখেন, তাহ'লে আমাদের পক্ষে কাশীবাস।"

দত্তদেবী—"সমুদ্রগুপ্ত কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না, আজও করবেন না। মহাপ্রতিহার, সাম্রাজ্যের নগরে নগরে ভেরী ও তূরী নিনাদ করে প্রচার করে দাও যে, বৈশাখীর শুক্লা তৃতীয়ায় কুমার রামগুপ্ত রাজধানীতে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন।"

সমুদ্রগুপ্ত—"দেবী!"

দত্তদেবী—"মহারাজাধিরাজ, আজীবন সত্যপালন করে এসে বৃদ্ধবয়সে কিসের জন্য সত্যভঙ্গ করবেন? পুত্র, সে ত অঙ্গের ক্লেদ। পত্নী, পুরুষের ছায়া। রাজ্য, সমুদ্র-তরঙ্গের মুখে বালির প্রাকার। একমাত্র সত্যই নিত্য। সত্যানুরোধে রামচন্দ্র নিরপরাধা জানকীকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন।"

সমুদ্রগুপ্ত—"দত্তা, দীর্ঘজীবনের সঙ্গিনী তুমি—তুমি সমস্তই জান। মাতৃসত্য মনে আছে? যেদিন পাটলিপুত্রে

হতে শক দূরীভূত হয়েছিল, সেইদিন গঙ্গাতীরে মহাশ্মশানে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, মগধে সন্তানের মাতা আর বিনা অপরাধে অশ্রু বিসর্জ্জন করবে না। সেই প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ হবে, মহাদেবি।"

দত্তদেবী—"না, না, হবে না মহারাজ, কিন্তু জয়ার পুত্রকে যদি সিংহাসন না দাও মহারাজ, তাহ'লে অরক্ষিত প্রতিশ্রুতির শোকে আর তার অশ্রুজলে তোমার সাম্রাজ্য ভেসে যাবে। আমার দিকে চেয়ে দেখ মহারাজ, এ চক্ষু শুষ্ক মরুভূমি—অনায়াসে মনের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করে রাখবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আদেশ কর, প্রভু।"

রবিগুপ্ত—"মহাদেবী, মা, কি বলছ বুঝতে পারছ কি? এ অপমান অভিমানের কথা নয় মা,—শতসহস্রের সর্ব্বনাশের কথা। যদি এই সুরামত্তা দাসীর পুত্র, মদ্যপ, লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল রামগুপ্ত এই আর্য্যপট্টে কোন দিন উপবেশন করে, তাহলে নবস্থাপিত মগধসাম্রাজ্য নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

জয়স্বামিনী—"এই কি দ্বাদশ প্রধানের বিচার?"

দত্তদেবী—"না মহাদেবী, রাজমাতা হবে তুমি। প্রভু, বিলম্ব করছ কেন?"

বিশ্বরূপ—"সমুদ্রগুপ্ত, মুহূর্ত্তের জন্য আর্য্যপট্ট ভুলে যাও। গঙ্গাতীরে মহাশ্মশানে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কচের অনুরোধ স্মরণ কর। তুমি কে? কে আমি? নারায়ণের অনন্তচক্রের অগ্রভাগের

ধূলিকণামাত্র। কার সিংহাসন? কে কাকে দেয়, কে জানে? তুমি নিমিত্তমাত্র, পট্টমহাদেবীর কথা সত্য, মগধসাম্রাজ্য যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ধর্ম্মই তাকে রক্ষা করবেন।”

দেবগুপ্ত—“এ বাতুলের কথা ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রনীতির কথা নয়। এখনও মথুরায় শক প্রবল, এখনও পাটলিপুত্রের পৌরজন শকের নামে কম্পিত হয়। রামগুপ্ত কখনও এ রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না।”

জয়স্বামিনী—“এই কি দ্বাদশ প্রধানের বিচার?”

দত্তদেবী—“না দেবি, সমুদ্রগুপ্ত চিরদিন সত্যরক্ষা করে এসেছেন, আজও করবেন।”

সহসা বৃদ্ধ রুগ্ন সমুদ্রগুপ্ত আর্য্যপট্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “মহানায়কবর্গ, আমার আদেশ, কুমার রামগুপ্ত বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে। জয়া যে আর্য্যপট্টে তোর গর্ভজাত পুত্র উপবেশন করবে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আর তা স্পর্শ করবে না।”

বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত এই কথা বলিতে বলিতে হতচেতন হইয়া আর্য্যপট্টে পড়িয়া গেলেন। দত্তদেবী তাঁহাকে না ধরিলে, সেইখানেই তাঁহার জীবনান্ত হইত। মহানায়কবর্গ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কেহ বৈদ্য আনিতে ছুটিল, কেহ শিবিকা আনিতে গেল, কেহ জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের চেতনা ফিরিল না। শিবিকা আসিলে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহাদেবী

সমুদ্রগুপ্তকে অজ্ঞান অবস্থায় অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই বামগুপ্ত মুক্তি পাইল। রুচিপতি তাহার সন্ধানে চাবিদিকে ফিবিতেছিল। তাহাব মুক্তির সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চর্ম্ম নির্ম্মিত আধাবে মদ্য লইযা সে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রামগুপ্ত তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "কাবাগারে নিযে গিয়ে বেটাবা আমার মাথায় বিশ কলসী জল ঢেলেছে। আমাব সকল অঙ্গ হিম হয়ে গেছে।"

রুচিপতি বলিযা উঠিল, "এই যে মহারাজ, যুবরাজ বলে আর মিছে বিলম্ব কবি কেন? বুড়ো বেটা আর কতক্ষণই বা?"

বামগুপ্ত—'রুচি, সঙ্গে কিছু আছে?"

রুচিপতি—"এই যে নূতন গুড়ের টাট্‌কা সোমরস।"

রামগুপ্ত –"জিতা রহ, মহামাত্য।"

রুচিপতি—"তুমি ত রাজা হলে রামচন্দ্র, এখন আমার কি কবছ বল দেখি?"

বামগুপ্ত—"রুচি, তুমি আমার একাধারে সব, মহামাত্য থেকে মহাবলাধিকৃত"।

দূরে প্রাসাদের অঙ্গনের আর এক কোণে দাঁড়াইয়া পট্ট মহাদেবী দত্তদেবী তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারেন

নাই। সহসা রুচিপতির কর্কশ কণ্ঠস্বরে তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধা পাইল। তিনি শুনিলেন রুচিপতি বলিতেছে, "ও বাবা রামচন্দ্র, বুড়ি বেটির কথা ত ভুলে গেছলুম। ও বেটী রায়বাঘিনী, ও বেঁচে থাকতে যাকে খুশী উদ্যানবিহারে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ও বেটীকে দূর কর। আমি এখন সরে পড়ি।"

দত্তদেবীর ভয়ে রুচিপতি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রামগুপ্ত তাহাকে ধরিতে পারিল না।

তাহাদের কথা শুনিয়া দত্তদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ হইতে বিদায় হইবার সময় নিকটবর্ত্তী। এই সময় কুমার চন্দ্রগুপ্ত আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। মাতা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার পর কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, পিতা না কি পীড়িত?"

উত্তর হইল, "জীবনের আশা নাই।"

"রামগুপ্ত না কি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবে?"

"হ্যাঁ বৎস, কাল জয়স্বামিনীর পুত্রের অভিষেক।"

"কি বলচ মা, পিতা যে আমাকে নিজে বলেছেন। তাঁর কথা আমি কেমন করে অস্বীকার করব?"

'কেবল তোমায় বলেন নি। আমায় বলেছেন, সাম্রাজ্যের দ্বাদশ মহানায়ককে বলেছেন, রুদ্রধরকে বলেছেন, পাটলিপুত্রের মুখ্য রাজপুরুষদের বলেছেন। আজ সকালেও বলেছেন··· কিন্তু আবার সন্ধ্যাকালে তিনি মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।"

"কিন্তু মা, রামগুপ্ত যে জয়স্বামিনীর পুত্র, তিনি ত রাজপুত্রী নন ?"

"এখন সকল কথা ভুলে যাও, চন্দ্র। মৃত্যুর করাল ছায়া তোমার পিতার শয্যার চারিদিকে ঘন হয়ে আসছে। এখন আর কোন কথা বলে তাঁর মনে ব্যথা দিও না। ত্নদিনের জন্য রাজ্যসম্পদের লোভ ভুলে যাও পুত্র। শুধু পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কর।"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কিন্তু মা, পাটলিপুত্রের জনে জনে যে রামগুপ্তকে চেনে। পিতার আদেশ শুনলে পৌরজন হয়ত বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হবে। পশ্চিমে শকগণ যে এখনও প্রবল ?"

পট্টমহাদেবী বলিলেন, "আমি তোর মা হয়ে বলছি চন্দ্র, এখন সকল কথা ভুলে যা। তোর পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত। এখন অপমান, অভিমান, শোক, দুঃখ, ব্যথা ভুলে গিয়ে পুত্রের কর্ত্তব্য পালন কর।"

"তুমি যখন আদেশ করছ মা, তখন তাই হবে। এ তবে রহস্য নয় ?"

"না, চন্দ্র। যৌবনে ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়ে মহারাজ জয়স্বামিনীর কাছে সত্যবদ্ধ হয়ে যে অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর একেবারে মনে ছিল না। কাল মন্ত্রণাগারে মহা-নায়কেরা যখন তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করবার প্রস্তাব করছিলেন, তখন জয়স্বামিনী সেই অঙ্গীকার-পত্র

দেখিয়ে মহারাজকে সত্যানুরোধে বাধ্য করে রামগুপ্তকে যুবরাজ নির্ব্বাচন করতে স্বীকার করিয়েছেন। শোন্ চন্দ্র, স্বামীর মনের অবস্থা বুঝে, তাঁর মনের ভাব অনুভব করে, মনের বলে অশ্রুর উৎস শুষ্ক করে আমি হাসিমুখে সম্রাটের আদেশ শিবোধার্য্য করে নিয়েছি। তুই আমার পুত্র, আমি জানি তোর মনের বল অসীম। তুই হাসিমুখে তোর পিতার কাছে যা। অবনত মস্তকে তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ নিয়ে আয়। রাজ্যসম্পদ, ধন মান, সমস্তই তুচ্ছ। কেবল ধর্ম্মই সত্য। পুত্র, পিতার কাছে যাও।”

“তোমাব আদেশ চিরদিন মাথা পেতে নিয়েছি মা, আজও নিলাম। আমি যাচ্ছি। পিতা আমার মুখে বিষাদের চিহ্নও দেখতে পাবেন না।

চন্দ্রগুপ্ত প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত শুনিয়া রামগুপ্ত স্তম্ভিত হইয়া ধীরপদে চোরের ন্যায় পলায়ন করিল। দত্তদেবা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাব জীবনে কি ঘোরতর বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি সেই কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ভাবিয়া বৃদ্ধ সম্রাজ্ঞী স্থির করিলেন যে, প্রথমে স্বামী, তাহার পব সমস্ত জগৎ—এই তাঁহার কর্ত্তব্য। দত্তদেবী বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথই অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। পুত্রের ক্ষতি হইল, সিংহাসন তাহার হস্তচ্যুত হইল। হয়ত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইল, তাহা হউক। তাঁহার মন তাঁহাকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিল। ভবিষ্যতের উপায় ভগবান।

একজন দণ্ডধর আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "পরমেশ্বরী, পরম—"

দত্তদেবী বিরক্ত হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন, "উপাধিতে প্রয়োজন নেই, কি চাও? মহারাজ পীড়িত।"

দণ্ডধর অবনত মস্তকে বলিল, "মহাদেবি! রবিগুপ্ত প্রভৃতি মহানায়কগণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন।"

দত্তদেবী বলিলেন, "নিয়ে এস।" বলিয়াই দত্তদেবী আবার চিন্তাসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত জগৎ একত্র হইয়া, মুমূর্ষু বৃদ্ধের মৃত্যুকাল ঘন তমসায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে চায় কেন? রাজা অপরাধ করিয়াছেন, প্রথম জীবনের অপরাধের জন্য সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিদিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। আর কেন? অপরাধীর শাস্তি কি অনন্ত? প্রধানেরা আসিতেছেন পদত্যাগ করিতে, মুমূর্ষুর মৃত্যুযাতনা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে। তাঁহারা রামগুপ্তের অধীনে রাজসেবা করিবেন না? দত্ত দেবী কি করিবেন? তিনি আর কতক্ষণ? যে সিংহাসনে স্বামীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন, হয়ত কালই সেই সিংহাসনের পাদপীঠে তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লুণ্ঠিত হইবে। সপত্নীপুত্র যদি অধিক দয়া করে তাহা হইলে তিনি তীর্থবাসে যাইতে পারিবেন।

এই সময় দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত, বিশ্বরূপ শর্ম্মা, রুদ্রভূতি ও হরিষেন ধীরে ধীরে আসিয়া দত্তদেবীর পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। মহাদেবী তখনও ভাবিতেছিলেন, প্রধানদিগকে গিয়া বলিবেন যে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। তাঁহার স্থান এখন বৃদ্ধ

স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে। সহসা একটা নূতন স্রোত আসিয়া দত্ত দেবীর চিন্তা সমুদ্রে নূতন তুফান উঠাইয়া দিল। তাঁহার মন বলিল, "না না তোমার আর একটা মহাকর্ত্তব্য আছে। তোমার বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যু-শয্যায় জগতের ক্ষুদ্র কোলাহল তাঁহার কর্ণে যাইতে দিও না। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পট্টমহাদেবীর কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও।"

এই সময় রবিগুপ্ত ডাকিলেন, "পরমেশ্বরী পরম—"

চমকিত হইয়া তীব্রবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দত্তদেবী বলিলেন, "আর না, ক্ষমা কর মহানায়ক। মহারাজের যে অন্তিমকাল উপস্থিত। যে কর্ণ পট্টমহাদেবীর উপাধিচ্ছটা শোনবার জন্য অধীর হয়ে থাকত, সে কর্ণ যে বধির হয়ে আসছে, রবিগুপ্ত।"

বিশ্বরূপ—"তবে সংবাদ সত্য ?"

দত্তদেবী—"ধ্রুবসত্য, হে ব্রাহ্মণ, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আর কখনও আর্য্যপট্টে উপবেশন করবেন না।"

রবিগুপ্ত—"সেই সংবাদ শুনেই এসেছি, মহাদেবী। আমি গুপ্তবংশজাত। চন্দ্রগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত, সমুদ্রগুপ্তের দাস। আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।"

দেবগুপ্ত—"মহাদেবী, সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আমাদের উপর যে ভার অর্পণ করেছিলেন—"

দত্তদেবী—"সেই ভার আর বহন করতে পারছ না, দেবগুপ্ত ? যা সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে স্বেচ্ছায় অবহেলায় স্বচ্ছন্দে বহন করে এসেছ, তা হঠাৎ এই তিন প্রহরের মধ্যে

অসহ্য হয়ে উঠেছে? আমি নারী, কিন্তু আমিও যে পঞ্চাশ বৎসর আর্য্যপট্টে উপবেশন করে এসেছি। এখন কোথায় যাচ্ছি জান? মশানে!"

হরিষেন—"মগধের ইতিহাস যে এক মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল।"

দত্তদেবী—"তা কি আমি বুঝি না মহানায়ক? কে এসেছে, কিসের জন্য এসেছে, যে মুহূর্ত্তে দণ্ডধর এসে বলে গেল যে তোমরা এসেছ সেই মুহূর্ত্তেই বুঝেছি। কি বলতে চাও বল, বৃদ্ধ রুদ্রভূতি। রামগুপ্তের কবল থেকে চন্দ্রগুপ্ত বিশিষ্ট নটীকে উদ্ধার করে এনেছে, আর তুমি চিত্র-পুত্তলির মত দণ্ডায়মান ছিলে। তাই বুঝতে পেরেছ যে ভাবে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এতদিন চলেছে, আর সে ভাবে চলবে না। তাই অভিমান করে পদত্যাগ করতে এসেছ, মহাপ্রতিহার?"

রবিগুপ্ত—"কেবল মহাপ্রতিহার নয়, মহাদেবী, আমরা সকলেই রাজকীয় মুদ্রা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

দত্তদেবী—"বলতে লজ্জা হ'ল না বৃদ্ধ? সমুদ্রগুপ্ত যে এখনও জীবিত। এরই মধ্যে তাঁর সমস্ত ঋণ বিস্মৃত হয়ে গেল? রাজা, প্রভু, অন্নদাতা, দীর্ঘজীবনের সহচর এখন মহাপ্রস্থানের পথিক। প্রচণ্ড দণ্ডধরকে এখন দোর্দ্দণ্ড যমদূত বেষ্টন করে ধারছে। সহস্র আলোক সত্ত্বেও মৃত্যুর ঘনঘোর কৃষ্টছায়া বৃদ্ধের নয়নপথ থেকে দূর হচ্ছে না। আর সেই সময়ে তাঁর চিরদিনের সখা, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনুচর, সাম্রাজ্যের প্রধান পুরুষগণ মরণকাতর বৃদ্ধের মৃত্যু-

যন্ত্রণা বাড়াতে এসেছে? এই কি বন্ধুপ্রেম, রবিগুপ্ত? এই কি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান, বিশ্বরূপ?”

বিশ্বরূপ—”আর ব'লো না মা। আর লজ্জা দিও না।”

হরিষেন—“কিন্তু আমরা কি করব, মা?”

দত্তদেবী “কি করবে? হরিষেন, মানুষ হও। সমুদ্রগুপ্ত ভুল করেছিলেন। কিন্তু ভেবে দেখ সংসার-পথে কার চরণ স্খলিত হয় নি? সারাটা জীবন সমুদ্রগুপ্ত ক্ষণিক উত্তেজনার প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। জীবনের শেষ দিনেও বৃদ্ধ সত্যরক্ষা করেছেন। যে বল সংগ্রহ করে সমস্ত জীবনের আশা, আকাঙ্খা, ভরসা বিসর্জ্জন দিয়ে সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসন রামগুপ্তকে দিতে হয়েছে তার ফলে নির্ব্বাণপ্রায় দীপের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। আর কেন? ক্ষমা কর। মরণকাতর বৃদ্ধের মুখ চেয়ে সারাজীবনের স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্মরণ করে, শান্তিতে বৃদ্ধ সম্রাটকে পরপারে যেতে দাও।”

সহসা বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী নতজানু হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহানায়কবর্গ, স্বামী মরণকাতর, শক্তিহীন, আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, পট্টমহিষী। সেই অধিকারে আমি নতজানু হয়ে তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।”

দত্তদেবীকে নতজানু হইতে দেখিয়া সকল মহানায়ককে বাধ্য হইয়া নতজানু হইতে হইল। তাঁহারা সমস্বরে কহিলেন, “ক্ষমা কর মহাদেবী। আমরা এখনই এ স্থান পরিত্যাগ করছি।”

দত্তদেবী উঠিয়া বলিলেন, "চিরজীবনের সঙ্গীকে যেভাবে এতদিন অভিবাদন করে এসেছ, আজ শেষদিনে, সেইভাবে তাঁকে সম্ভাষণ করে যাও। বৃদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।"

রবিগুপ্ত—"চন্দ্রগুপ্তের মাতা হয়ে তুমি এই আদেশ করছ, মহাদেবী ?"

দত্তদেবী—"এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উদ্বেলিত অশ্রুর উৎস শুষ্ক করে চন্দ্রগুপ্তকেও এই আদেশ করেছি।"

প্রধানগণ সকলে নতজানু হইযা বলিয়া উঠিলেন, "ধন্য তুমি, মহাদেবী ? আর্য্যপট্টে যদি আর কখনও মহাদেবী উপবেশন করে, তবে সে যেন তোমার মত হতে পারে।"

দত্তদেবী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "সকলে একে একে সম্রাটের শয্যাপ্রান্তে যাও, দেখতে পাবে যে দত্তার রাজ্যহীন পুত্র শুষ্কনেত্রে পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে গেছে। চল, আমিও যাই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাগদত্তা

পাটলিপুত্র নগরপ্রান্তে বিস্তীর্ণ উদ্যানমধ্যে ধর-বংশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ গঙ্গার উত্তর তীর হইতে দেখা যাইত। ধর-বংশ গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত। যে দিন সন্ধ্যাকালে মহানায়কবর্গ সমুদ্রগুপ্তের নিকট শেষ

বিদায় লইতে গিয়াছিলেন, তাহার পরদিন গুপ্তসাম্রাজ্যের যুবরাজ ভট্টারকের বাগদত্তা পত্নী ও মহানায়ক রুদ্রধরের কন্যা কুমারী ধ্রুবাদেবী উদ্যানে বসিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র সরোবরে অসংখ্য মৃণাল ফুটিয়াছিল। সেই সরোবরের শুভ্র মর্ম্মর নির্ম্মিত সোপানাবলীর উপরে একটি বহুদূর বিস্তৃত যুথিকালতা ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। উদ্যান-পালের বহু যত্নে যুথিকালতাটি বিতানে পরিণত হইয়াছিল। সেই যুথিকা বিতানের নিম্নে, সর্ব্বোচ্চ সোপানের উপরে, উভয় দিকে এক একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মর্ম্মরের বেদী ছিল। বামদিকের বেদীর উপর বসিয়া ধ্রুবাদেবীর সখী নাগশ্রী ফুল সাজাইতে ছিলেন। ধ্রুবাদেবীও নিজে উদ্যানের নানাস্থান হইতে নানা জাতীয় ফুল সঞ্চয় করিতেছিলেন। ফুল সাজাইতে সাজাইতে নাগশ্রী অবিরাম আপন মনে কথা বলিয়া যাইতেছিল। ধ্রুবাদেবী তাহা কখনও শুনিতেছিলেন, কখনও বা অন্যমনস্ক হইতেছিলেন। নাগশ্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কতরকম গুজবই যে ওঠে ধ্রুবা! আমায় আজ একজন বলে গেল রামগুপ্ত নাকি যুবরাজ হবে। সেটা একটা মাতাল লম্পট—"

ধ্রুবা—"তা হলে চন্দ্রগুপ্ত বোধ হয় বনে গিয়েছেন।"

নাগশ্রী—"রামগুপ্তের মত রত্ন যে স্বামীরূপে কার ললাটে উদয় হবেন, তা ভগবানই জানেন। সে নারী না জানি কত তপস্যাই করেছে!"

ধ্রুবা—"রহস্য নয়, নাগিনী, রত্ন হয়ত তোর ললাটেই উঠবে।"

এই সময় বৃদ্ধা মহল্লিকা আসিয়া ধ্রুবাদেবীকে বলিল, "ধ্রুবা, তোর আর্য্যপুত্র এসেছে।"

এই মহল্লিকা শৈশবে ধ্রুবাকে লালনপালন করিয়াছিল। সুতরাং সে ধ্রুবার মাতৃস্থানীয়াই হইয়া উঠিয়াছিল। ধ্রুবাদেবী ব্যস্ত হইয়া অঞ্চলের ফুলগুলি নাগশ্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তুই তাঁকে নিয়ে এলি না কেন? তিনি আবার কবে থেকে অনুমতি নিতে আরম্ভ করলেন? আমি যে বড় উৎকণ্ঠায় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। সম্রাট কেমন আছেন শুনেছিস?"

মহল্লিকা বলিল, "ধ্রুবা, যুবরাজ আজ সত্যসত্যই তোমাব অনুমতির প্রতীক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন বললাম যে এ গৃহ আপনার। কারণ আপনি ধ্রুবার স্বামী, আমার ভবিষ্যৎ প্রভু, তখন তিনি বললেন যে, কালের পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছে।"

ধ্রুবা—"মহল্লিকা, তোর কথা শুনে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে। তুই যা, শীঘ্র আর্য্যপুত্রকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়। নাগিনী, তুইও যা, আমার প্রাণ বড় উতলা হয়েছে।"

মহল্লিকা ও নাগশ্রী চলিয়া গেল। ধ্রুবাদেবী ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যপুত্র কেন এলেন না,—কি হ'ল? একদিনে এমন কি পরিবর্ত্তন হতে পারে? তবে কি আর্য্যপুত্রের মনোভাবই পরিবর্ত্তিত হয়েছে? না, চন্দ্রগুপ্ত তেমন মানুষ

নয়। রামগুপ্তের মত পশুর পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দত্তদেবীর পুত্রের পক্ষে তা অসম্ভব।

এমন সময় মহল্লিকা ও নাগশ্রী চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। বেদী হইতে বহু দূরে দাঁড়াইয়া শুষ্কমুখে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "দেবী, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

ধ্রুবাদেবী তাহার দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মুখের ভাব দেখিয়া তিনি সাহস করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদায়? একি অশুভ কথা, আর্য্যপুত্র? আপনার এ বেশ কেন? আপনি আজ নিতান্ত অপরিচিতের মত আমার অনুমতির অপেক্ষায় দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? সম্রাট কি তবে নাই?"

চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবাদেবীর মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "এখনও আছেন, তবে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় পিতার জীবন-প্রদীপ নিবে যাবে। বিদায় নিতে এসেছি দেবী!"

ধ্রুবা—"আবার ওকথা কেন? আমি কি অপরাধ করেছি? কি হয়েছে বলুন? আমি আর সংশয় চেপে রাখতে পারছি না। আর্য্যপুত্র আপনাকে বিদায়—"

চন্দ্রগুপ্ত—"দেবী! কাল প্রভাতে যার ছিন্নমুণ্ড পাটলিপুত্রের শ্মশানে লুণ্ঠিত হতে পারে, সে কোন সাহসে পরম ভট্টারকপদীয় মহানায়ক মহাসামন্ত রুদ্রধরের জামাতা হতে চাইবে? সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের শেষ আদেশ; কুমার রামগুপ্ত

যুবরাজ, অর্থাৎ কাল সকালে সম্রাট আর আমি পথের ভিখারী, হয়ত নূতন সম্রাটের শরীর-রক্ষী সেনা, বন্য পশুর মত আমাকে পাটলিপুত্রের রাজপথে হত্যা করবে। তা যদি না করে—"

ধ্রুবা—"যেখানে তুমি সেখানে আমি; যুবরাজ—না না কুমার, আমি যে তোমার বাগদত্তা পত্নী।"

চন্দ্রগুপ্ত—"স্বপ্ন! ভুলে যাও দেবী! মনে কর চন্দ্রগুপ্ত মৃত। অতীতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে দাও।"

ধ্রুবা—"তা হয় না, আর্য্যপুত্র। অন্যপূর্ব্বা কন্যা, তা হতে পারে না। শাস্ত্রমতে আমি তোমার স্ত্রী। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে কোথায় যাবে? সুখের দিনে আমাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লে গ্রহণ করেছিলে, আর আজ তোমার দুঃখের দিনে আমি সে কথা ভুলে যাব? আর্য্যপুত্র, রুদ্রধরের কন্যা কি গণিকা?"

চন্দ্রগুপ্ত—"তুমি কুলকন্যা ধ্রুবা এখনও অবিবাহিতা। তোমার পায়ে ধ'রি, মিনতি করি আমায় ভুলে যাও। কাল সন্ধ্যা থেকে লক্ষ লক্ষ নাগপাশ আমাকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ধরেছে, তার উপর আবার তুমি এস না। তোমাদের ভুলতে আমার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে, কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে, তাও আমাকে করতে হবে।"

ধ্রুবা—"না, আর্য্যপুত্র, আমার মুখের দিকে ত তুমি চাইছ না। একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা কও, তা হলে ও কথা তোমার মুখে আসবে না। তুমি চেয়ে দেখচ

না কেন? একবার চাও। চেয়ে দেখ ধ্রুবা দ্বিচারিণী হতে পারবে কি না। ধর বংশের কন্যা যেমন ভাবে হীরামুক্তা খচিত পথে চলতে পারে, আবার তেমন ভাবেই স্বামীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে হাসিমুখে জীবন ধারণ করতে পারে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"চেয়ে দেখলাম, কিন্তু তা যে বলতে পারছি না, ধ্রুবা। মিনতি করি, ভুলে যাও। চন্দ্রগুপ্ত মৃত।"

ধ্রুবা—"তবে রুদ্রধরের কন্যা চন্দ্রগুপ্তের বিধবা।"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা।"

রুদ্রধর যুথিকা বিতানের নিকট আসিয়া অত্যন্ত অভদ্রভাবে, কর্কশস্বরে বলিলেন, "রুদ্রধরের কন্যা গুপ্তকুলের বাগদত্তা পত্নী। কুমার চন্দ্রগুপ্ত, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে, আমার কন্যার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছ কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি দেবীর অনুমতি নিয়ে এসেছি মহানায়ক। নিত্য যে ভাবে আসি আজও সেই ভাবে এসেছি।"

রুদ্রধর—"কাল তুমি যা ছিলে, আজ আর তুমি তা নও, চন্দ্রগুপ্ত। তুমি কাল গুপ্তসাম্রাজ্যের যুবরাজ ছিলে। আজ তুমি অন্নহীন, বিত্তহীন, একজন সামান্য রাজপুত্র।"

ধ্রুবা—"পিতা, কুমার চন্দ্রগুপ্ত যে আমার স্বামী। আমি যে তাঁর বাগদত্তা পত্নী।"

রুদ্রধর—"আবার বলছ? মিথ্যা কথা। আমার কন্যা, গুপ্তসাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা পত্নী, কুমার চন্দ্রগুপ্তের

নয়। ধরবংশের কন্যা কখনও সম্রাটকুলে দাসীবৃত্তি করেনি। আজ রামগুপ্ত যুবরাজ। ধ্রুবা, তুমি যুবরাজ ভট্টারক রামগুপ্ত দেবের বাগদত্তা পত্নী। আমার অথবা তোমার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।”

ধ্রুবা—“না, হয় নি। শোন পিতা, তুমি পিতা, গুরু। আমি তোমার কন্যা কিন্তু আমি গণিকা নই। পাটলিপুত্রের কুলকন্যা আজ কুক্কুরীর মত উচ্চমূল্যে বিক্রয় হবে? কখনও নয়। রামগুপ্ত আমার স্বামী? কেমন করে? তিনি আমার ভাসুর।”

রুদ্রধর—“কুমার চন্দ্রগুপ্ত, এই দণ্ডে তুমি আমার গৃহের সীমা পরিত্যাগ কর, নতুবা—”

চন্দ্রগুপ্ত—“নতুবা কুক্কুরের মত আমাকে পদাঘাতে বিদায় করবে, মহানায়ক? তার প্রয়োজন হবে না, আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝে তোমার কন্যার কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছিলাম। বিদায়, ধ্রুবাদেবী!”

ধ্রুবা—“আর্য্যপুত্র, চন্দ্রগুপ্ত, স্বামী, আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে রক্ষা কর।”

“বিদায়, ধ্রুবা” বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ধ্রুবাদেবী তাঁহার পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতেছিলেন। স্বয়ং রুদ্রধর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। বহুদূর পর্য্যন্ত অনাথা কুমারীর আর্ত্তনাদ চন্দ্রগুপ্তের কর্ণে পৌঁছিল। রুদ্রধর প্রতিহারী ডাকাইয়া তাহাকে বাঁধিয়া নাট্যশালার নেপথ্য-

গৃহে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—"জেনে রাখ, আর্য্যাবর্ত্তে কন্যা পিতার সম্পত্তি।"

উন্নতশির কন্যা কহিল, "পিতা জেনে রাখ, আর্য্যাবর্ত্তে নারী স্বামীর সম্পত্তি। ধ্রুবা চন্দ্রগুপ্তের ধর্ম্মপত্নী। সুতরাং এখন আর আমার ওপর তোমার কোন অধিকার নেই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর্য্যপট্ট

পরদিন উষাকালে হতচেতন বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত বিনশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অবশ্য রামগুপ্ত যখন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তখন পাটলিপুত্রে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখা যাইবে একথা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করিতে না করিতেই রাজপ্রাসাদে যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহাতে পাটলিপুত্রবাসীর চক্ষু ফুটিয়া গেল।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর চারিদিক হইতে আত্মীয়স্বজনের সমাগম হইল। মৃত সম্রাটের সৎকারের আয়োজন চলিতে লাগিল। সম্রাটের দেহ সুবর্ণের খট্টায় রাখিয়া' নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ও পুষ্পসজ্জায় সাজান হইল। একদল লোক গিয়া গঙ্গাতীরে শ্বেত রক্ত চন্দনের বিশাল চিতা যোজনা করিল। যখন গঙ্গাযাত্রা করিবার উদ্যোগ হইল, তখন দেখা

গেল যে রামগুপ্ত অনুপস্থিত। দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্ত নূতন সম্রাটের সন্ধানে শৌণ্ডিকবীথি ও বারবণিতা পল্লীতে অশ্বারোহী পাঠাইলেন। দত্তদেবী ও চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের মৃতদেহের পাশে বসিয়া রহিলেন। বিশ্বরূপ বিশাল প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নূতন সম্রাটকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন যে সমুদ্রগৃহের দ্বার রুদ্ধ, অথচ একজন প্রতিহার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, নূতন সম্রাট এবং তাঁহার নূতন অমাত্য ভিতরে আছেন। বিশ্বরূপ একাকী রত্নদ্বয়ের সম্মুখে না গিয়া মহানায়কবর্গেকে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা আসিয়া নিবেদন করিলেন যে স্বর্গগত সম্রাটের গঙ্গাযাত্রা প্রস্তুত, নূতন সম্রাটকে উঠিতে হইবে। হঠাৎ রুচিপতি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আর্য্যপট্ট তাহলে শূন্য থাকবে?"

বিশ্বরূপ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "যুবরাজ, আপনি এখন অশুচি। অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হবেন। তারপর আপনার অভিষেক হবে। অশুচি অবস্থায় আর্য্যপট্ট স্পর্শ করলে, বেদী ভেঙ্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

রামগুপ্ত—"এ কদিন তাহলে আর্য্যপট্টে বসবে কে?"

বিশ্বরূপ—"রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান।"

রুচিপতি—"মরে যাই আর কি, আর আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি। রামচন্দ্র, ও বুড়োগুলোর কথা শুনো না, বাপ। তুমি আর্য্যপট্টে চেপে বসে থাক। তুমি রাজা থাক বা না থাক, আমি ত এখন থেকেই মন্ত্রী হচ্ছি।"

রবিগুপ্ত—"হে ব্রাহ্মণ, আর্য্যপট্ট অশুচি করবার প্রয়োজন নেই। নূতন সম্রাট যদি আপনাকে অমাত্যপদে বরণ করেন তাহলে যথাসময়ে রাজমুদ্রা আপনাকে অর্পিত হবে। কিন্তু এ কদিন আমরা আপনার আদেশ মত সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করব।"

রুচিপতি—"বেড়ে গাইছ বটে বুড়ো রসিক। কিন্তু এ যে ধ্রুপদ, আমি এতদিন কেবল খেমটাই শুনে আসছি।"

এই সময় জয়স্বামিনী বেগে প্রবেশ করিয়া একজন দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা গেল সে কুলাঙ্গার?"

নূতন সম্রাট ইতিমধ্যেই আর্য্যপট্টে উঠিয়া বসিয়াছেন—এই সংবাদ প্রাসাদে এবং নগরে বিদ্যুৎবেগে প্রচারিত, হইয়া পড়িয়াছিল। পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ, অমাত্যবর্গ, কুলপুত্রগণ, প্রতিহার, দণ্ডধর ও দৌবারিকে সমুদ্রগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একজন দণ্ডধর নূতন রাজমাতার কথা শুনিয়া জনান্তিকে বলিল, "কুলাঙ্গারই বটে।" জয়স্বামিনী পুত্রকে আর্য্যপট্টে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, "তুই হতভাগা এখানে এসে বসে আছিস, আর ওদিকে যে সম্রাটের গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে না।"

রামগুপ্ত—"ব্যস্ত কেন মা? সম্রাট যখন মরেছেন, তখন গঙ্গাতীরেও যাবেন, দগ্ধও হবেন।"

রুচিপতি—"সিংহাসনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল কিনা মা, তাই সেটা আগে থেকে অধিকার করতে হয়েছে।"

রামগুপ্ত—"আর দত্তঠাকুরাণী যাতে হীরামুক্তাগুলি এই ফাঁকে সরিয়ে ফেলতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করছি।"

জয়স্বামিনী—"তোকে এ বুদ্ধি কে দিল?"

রামগুপ্ত—"কেন, আমার মন্ত্রী রুচিপতি।"

জয়স্বামিনী—"তোর রুচি, যমের অরুচি। ওরে কুলাঙ্গার, তোর পিতার মৃতদেহ প্রাসাদের অঙ্গনে পড়ে আছে, জ্ঞাতিবর্গ তোর প্রতীক্ষায় বসে আছে, আর তুই কিনা অশুচি অবস্থায় সিংহাসনে চড়ে বসে আছিস?"

রামগুপ্ত—"তুমি বুঝছ না মা, আগে সিংহাসনটাতে পাকা হয়ে বসে নি। পরে পিতাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাব।"

রুচিপতি—"মহারাজের ভয় হচ্ছে মা, পাছে আর্য্যপট্ট থেকে পিছলে পড়েন।"

এই সময়ে দত্তদেবী সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করায় সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি রুচিপতির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "কোন ভয় নাই, ব্রাহ্মণ। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু তার আদেশ প্রতিপালন করতে আমি আছি। পুত্র, তুমি নেমে এস। সিংহাসন থেকে তোমার পদ স্খলিত হবে না। মহারাজের দেহ অনেকক্ষণ অঙ্গনে পড়ে আছে। তীব্র রৌদ্রে দেহ বিকল হবে। আমার মনে হচ্ছে তাঁর কষ্ট হবে।"

রুচিপতি—"এর পরে তোমার ছেলে যদি তোমার কথা না শোনে?"

দত্তদেবী—“ব্রাহ্মণ, কে তুমি জানি না। আমার পুত্র সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। সে পিতার আদেশ অবহেলা করবে না।”

রুচিপতি—“বিশ্বাস কি ?”

দত্তদেবী—“কে আছিস, চন্দ্রগুপ্তকে সমুদ্রগৃহে নিয়ে আয়।”

একজন দণ্ডধর চলিয়া গেল। রামগুপ্ত পট্টমহাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রাসাদের হীরে মুক্তোগুলো কোথায় রেখেছেন ঠাকরুণ ?”

লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, “সমস্তই আছে, সমস্তই তোমার। পুত্র, আমি কিছুই নিয়ে যাব না।”

সমুদ্রগৃহের সমস্ত লোক রুষ্ট হইয়া উঠিল। হরিষেন বলিয়া ফেলিল, “ছি ছি, একি অভদ্র ব্যবহার! মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে নারী সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী ছিলেন, স্বামীর শোকে যিনি এখনও বিহ্বল, কোন প্রাণে তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার চাইছ, যুবরাজ ?”

শত শত অসি কোষে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ ও মহানায়কগণ দত্তদেবীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। রামগুপ্ত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “প্রাসাদের সমস্ত মণিমুক্তাই ওঁর কাছে আছে। পরে যদি কিছু না মেলে সেই জন্যে আগে থাকতে বলে রাখছি। অঙ্গের অলঙ্কারের কথা কি আমি বলতে পারি ?”

জয়স্বামিনী উপস্থিত জনসঙ্ঘের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “রাম, এখন ও সব কথা তুলে কাজ নেই।”

ঈষৎ হাসিয়া দত্তদেবী বলিলেন, "লজ্জা কিসের দিদি, প্রাসাদ থেকে আমি কিছুই নিয়ে যাব না। তোমার সম্মুখে অঙ্গের বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে যাচ্ছি।" ক্ষিপ্রহস্তে সর্ব্বাঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার আর্য্যপট্টের প্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া দত্তদেবী আবার বলিলেন, "লজ্জা নিবারণের জন্য কেহ আমাকে একখানা বস্ত্র ভিক্ষা দাও।"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ রবিগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, ভিক্ষা করবে তুমি? তোমার স্বামীর অন্নে আমার মত শত শত কুক্কুরের দেহ পুষ্ট—এত দিন পুত্রের মত লক্ষ লক্ষ প্রজা প্রতিপালন করেছ তুমি, তুমি আজ ভিক্ষা করছ? এও আমাকে শুনতে হ'ল? সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত বস্ত্র নাও মা।"

রবিগুপ্তের উত্তরচ্ছদ ও উষ্ণীষের সহিত রামগুপ্ত ও রুচিপতি ব্যতীত সেই দণ্ডে সমুদ্রগৃহে উপস্থিত সমস্ত নাগরিকগণের উত্তরচ্ছদ ও উষ্ণীষ বৃদ্ধা পট্টমহাদেবীর চরণপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার নয়নকোণে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। দত্তদেবী এক দণ্ডধরকে বলিলেন, "তুমি আমার ভাণ্ডারীকে ডেকে নিয়ে এস। পুত্র, সামান্য একটু বিশ্বাস কর, অন্তরালে গিয়ে অঙ্গের বস্ত্র খুলে দিচ্ছি।"

দত্তদেবী অন্তরালে যাইবামাত্র রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "সঙ্গে একজন লোক দিলে ভাল হ'ত না?"

ক্রুদ্ধ হইয়া একজন নাগরিক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে এ বেটা কে রে? এর জিবটা টেনে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।"

নগরশ্রেষ্ঠী বলিল, "সংযত হও, এ ব্যক্তি পূর্ব্বে যাই থাক, এখন হয়েছে মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতি শর্ম্মা।"

নাগরিক বলিল, "জয়নাগ, ও যাই হোক, মাতা পট্টমহাদেবীর সম্বন্ধে যেন সংযত হয়ে কথা বলে।"

এই সময় দত্তদেবী রবিগুপ্তের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্য্যপট্টের সম্মুখে পূর্ব্ব বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পুত্র, এই নাও বস্ত্র।"

তাহার ভাণ্ডারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকে সমস্ত চাবি জয়স্বামিনীকে দিতে আদেশ করিলেন। ভাণ্ডারী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার নিজস্ব রত্নপ্রকোষ্ঠের চাবি?

আদেশ হইল, "আমার পিতৃদত্ত বসনভূষণও সম্রাটকে দিয়ে গেলাম।"

এই সময় চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দত্তদেবী আদেশ করিলেন, "পুত্র, অঙ্গের সমস্ত বসনভূষণ অলঙ্কার আর্য্যপট্টের সম্মুখে রাখ।"

অলঙ্কারগুলি চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বসন কেমন করে দেব?"

দত্তদেবী বলিলেন, "ভিক্ষা করে বসন নিয়ে আয়।"

যাহারা পূর্ব্বে উষ্ণীষ ও উত্তরচ্ছদ খুলিয়া দিয়াছিল, তাহারা সকলে আবার বস্ত্রগুলি চন্দ্রগুপ্তের পদপ্রান্তে রাখিল। বহুমূল্য বারাণসীর কৌষেয় বস্ত্র অন্তরালে পরিত্যাগ

করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত যখন সমুদ্রগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পশ্চাৎ হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "উঃ কি ভীষণ মনের বল!"

জয়নাগ বলিল, "এমন না হ'লে এতদিন সাম্রাজ্য শাসন করে এসেছে?" শুভ্রবসন পরিহিত মাতাপুত্র যখন ভূষণহীন হইয়া আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন সমুদ্রগৃহের অনেকেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

পুত্রের হস্তধারণ করিয়া দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্র, আমাকে স্পর্শ করে বল, সিংহাসন সম্বন্ধে তোমার পিতার আদেশ কি?"

চন্দ্রগুপ্ত—"সকলের সম্মুখে পিতা আর্য্য রামগুপ্তকে সিংহাসন দিয়ে গিয়েছেন।"

দত্তদেবী—"পুত্র, তোমার জ্যেষ্ঠের মনে এখনও সন্দেহ আছে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"তোমাকে স্পর্শ করে শপথ করছি মা, মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত জীবিত থাকতে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যপট্ট স্পর্শ করবে না।"

জয়নাগ—"আর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, শপথ করবেন না, শপথ করবেন না। পাটলিপুত্রীক পৌরসঙ্ঘ এবং মাগধ জানপদসঙ্ঘ কুমার রামগুপ্তকে সম্রাটরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।"

চন্দ্রগুপ্ত—"নগরশ্রেষ্ঠী, শপথ যে করে ফেলেছি।"

জয়নাগ—"শপথ ভঙ্গ করতে হবে, কুমার। চিরশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববরণীয় পাটলিপুত্রীক পৌরসঙ্ঘের আদেশ, কুমার রামগুপ্ত

দণ্ডধারণের অযোগ্য এবং আপনিই সাম্রাজ্যের উপযুক্ত সম্রাট।”

চন্দ্রগুপ্ত—“শোন নাগরিকগণ, আর্য্য পৌরসঙ্ঘ পূজনীয়, কিন্তু, আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, পিতার সম্মুখে যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এইমাত্র মাতৃদেহ স্পর্শ করে যে শপথ করেছি, তা ভঙ্গ করা চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সম্ভব নয়। ভ্রাতা, সিংহাসন তোমার, আমি ভিক্ষা করে খাব। তুমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতৃসংকারের যথার্থ অধিকারী—এইবার চল।”

দত্তদেবী—“নিশ্চিতমনে চল, রামগুপ্ত। আমরা মাতাপুত্রে তোমার প্রাসাদ থেকে বাহির হয়ে যাচ্ছি, আর ফিরব না।”

রুচিপতি—“এইবার যাওয়া যেতে পারে, রামচন্দ্র।”

এতক্ষণে পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের সংকারের উপায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাধবসেনা

মাধবসেনা নৃত্যগীতের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে এখন গৃহহীন ও অন্নহীন চন্দ্রগুপ্তের জন্য তাহা মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে লাগিল। দত্তদেবী ও চন্দ্রগুপ্তকে প্রাসাদ হইতে তাড়াইতে রামগুপ্ত বা রুচিপতি ভরসা করে

নাই। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের শ্রাদ্ধের পরেই দত্তদেবী স্বেচ্ছায় পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে এক জীর্ণ শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুমার চন্দ্রগুপ্তকে মাধবসেনা নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের গৃহে লইয়া গিয়াছিল। নূতন রাজা রামগুপ্ত ও তাহার নূতন মন্ত্রী রুচিপতি যখন উল্লাসে উন্মত্ত, তখন তাহাদের ভয়ে পৌরসঙ্ঘের শত শত সশস্ত্র নাগরিক দিবারাত্র মাধবসেনার গৃহ রক্ষা করিত। তাহাদিগের ভয়ে রুচিপতি বা তাহার অনুচরবর্গ নটী বাথিতে আসিত না।

মাধবসেনা দিবারাত্র কুমার চন্দ্রগুপ্তের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিত। নৃত্য, গীত, সমাজ প্রভৃতি নিত্য উৎসবে তাহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনরাশি ব্যয় হইতে লাগিল। কিন্তু গভীর চিন্তার কুটিল রেখা চন্দ্রগুপ্তের ললাট পরিত্যাগ করিল না। মাধবসেনা মধ্যে মধ্যে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিত, "কুমার, কি হয়েছে?" তখন চন্দ্রগুপ্তের মুখের কোণে ম্লান হাসির রেখা দেখা দিত। তিনি বলিতেন, "কিছুই না, মাধবসেনা।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ের কোণ হইতে প্রবাহিত হইত তাহাতে সেই ঈষৎ হাসির ক্ষীণ রেখা, সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়া পড়িত। মাধবসেনা বৈদ্য, সন্ন্যাসী, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি বহুজনের পরামর্শ লইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধা নটী আসিয়া বলিল, "মাধবী, তুই কুমারকে মদ ধরা, তা'হলে সব সেরে যাবে"।

মাধবসেনা আশায় বুক বাঁধিয়া চন্দ্রগুপ্তের কাছে প্রস্তাবটা উঠাইল। সে ভাবিয়াছিল যে কুমার কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাপান করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু কুমার এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন, "কি বললে মাধবী, ভোলা যায়? সত্য বলছ? আমায় শপথ করে বলছ? সত্য বল, ভোলা যায়? কি অসহ্য যাতনা, তুমি বোঝ না মাধবী। তোমরা ভাব চন্দ্রগুপ্ত বিশাল পিতৃরাজ্যলোভে পাগল। বোঝ না, জান না, বড় ভুল কর। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—যে দিন অসি ধারণ করব, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। তা নয়, তা নয় মাধবী, এ স্মৃতি ধ্রুবার। মুছে দাও, ধুয়ে দাও, অসহ্য যন্ত্রণা! মদ খাব, ক্ষতি কি? সমুদ্রগুপ্তের পুত্র পাটলিপুত্রের নটীবীথিতে, নটীর অন্নে দেহ পুষ্ট করছে, মদ্যপান কি তার চেয়ে হেয়? মাধবী, আন বিষ আন, এ যন্ত্রণার চাইতে হলাহলও মধুর।"

গৌড়ী, মাধ্বী, কাদম্বী প্রভৃতি বহুবিধ সুরা কাঁচ ও চর্ম্মপাত্রে আসিল। সুবর্ণ ও রজতের পানপাত্র বহুমূল্য আস্তরণের উপর ছড়াইয়া পড়িল। রূপসী ও প্রধানা নটীরা নৃত্য ও গীতে পাটলিপুত্রের নটীবীথি দিবারাত্র উৎসবময় করিয়া রাখিল। কিছুদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ এক রাত্রিশেষে চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "আর ভাল লাগছে না, মাধবী।"

"আমি শ্রীচরণের দাসী, দেব, অনুমতি করুন।"

চন্দ্রগুপ্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাধবী, তুমি মিথ্যাবাদিনী। ভোলা যায় না। কিছুতেই ভোলা যায়

না। হৃদয়ের গভীর কোণে, ক্ষুদ্রতম কথাও, কি গভীর ঝঙ্কারের সূত্রপাত করে দেয়—তা তুমি জান না, মাধবী। সে দিন, সেই শেষ দিন, যুথিকাবিতানে, তার কবরীতে শত শত কদম্ব ফুটেছিল। সেই একদিন, আর এই একদিন। যে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত নিশীথ রাত্রির গভীর অন্ধকারে নটীপল্লীতে পদার্পণ করতেও লজ্জাবোধ করত, সেই চন্দ্রগুপ্তই আজ নটীর দুয়ারে ভিখারী!"

মাধবসেনা চন্দ্রগুপ্তের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "ছি ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই। তুমি যে আমার মহারাজ প্রভু, তুমি যে আমার রাজাধিরাজ, আর আমি তোমার চরণযুগলের দাসী।"

চন্দ্রগুপ্ত শুনিতে পাইলেন না। তিনি সুখাসনে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন। তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একজন গায়িকা গান আরম্ভ করিয়াছিল। সে চন্দ্রগুপ্তের ভাব দেখিয়া গান বন্ধ করিয়া বলিল, "মাধবসেনা, কুমারের বোধ হয় নেশা হয়েছে। আজকার মত গানবাজনা বন্ধ হোক্।"

কথাটা চন্দ্রগুপ্তের কানে পৌছিল। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "না মাতাল হই নি। মদ খাচ্ছি বটে, কিন্তু মাতাল ত হ'তে পারছি না। মাধবী, কোথায় তুমি?"

মাধবী নিকটে আসিলে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কই ভোলা ত গেল না, তুমি যে বলেছিলে আমার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবে? যন্ত্রণা না ভুলে তীব্র হতে তীব্রতর করে

তুলছে। তার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ, কদম্বমালায় বিজড়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি, তার প্রফুল্ল কমলের মত মুখখানি ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায়!”

“যুবরাজ, আমরা মনে করেছিলাম তুমি সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ হলে তুমি এতদিন ভুলতে পারতে। তাহলে তুমি মাতাল হতে। কিন্তু যুবরাজ, বিধি তোমায় সাধারণ মানুষ করে গড়েন নি। কুমার, ভগবান কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছেন। আমি সামান্যা স্ত্রীলোক, আমি সে কথা কি করে বুঝব?”

একজন দাসী আসিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। মাধবসেনা তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। দাসী তাহার বিরক্তি দেখিয়া বলিল, “মা, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আসতাম না। একজন অতি গোপনীয় সংবাদ দিয়ে গেল।”

“এমন কি গোপনীয় সংবাদ, বল।”

“পৌরসঙ্ঘের মুখ্য জয়কেশী বলে গেল যে মহানায়ক মহাপ্রতিহারী রুদ্রদেব ধ্রুবা দেবীকে বিবাহের পূর্ব্বেই রুচিপতির হুকুমে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

চন্দ্রগুপ্তের মত্ততা দূর হইল। দুশ্চিন্তায় অবসন্ন দেহে সহসা অযুত হস্তীর বলসঞ্চার হইল। চন্দ্রগুপ্ত সুখাসন হইতে একলম্ফে মাধবসেনার নিকটে গিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি, কি বললি?”

দাসী ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া পলায়ন করিল।

মাধবসেনা বহু চেষ্টায় চন্দ্রগুপ্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, দাসীকে আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জয়কেশী কি ব'লে গেল ঠিক করে বল, তোর কোন ভয় নেই। ধ্রুবাদেবী যুবরাজের পরমাত্মীয়া কিনা, তাই যুবরাজ অত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তুই ঠাণ্ডা হয়ে সকল কথা বল।"

দাসী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "জয়কেশী বলে গেল যে পাছে নূতন মহারাজ আর কাউকে বিয়ে করে ফেলেন, এই ভয়ে বিয়ের আগেই মহানায়ক রুদ্রধর ধ্রুবাদেবীকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নূতন মন্ত্রী রুচিপতি ঠাকুর রুদ্রধরকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, নূতন মহারাজের আশেপাশে থাকলে ধ্রুবাদেবীর উপর মহারাজের মন পড়তে পারে, তাহলে বিয়েটা শীঘ্র হয়ে যাবে।"

চন্দ্রগুপ্ত দাসীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, "মাধবী, আমার অসিবর্ম্ম?"

মাধবসেনা দৃঢ়মুষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কোথায় যাবে, প্রভু? এ অসময়ে এ অনর্থপাত ক'রো না। স্থির হও, বিবেচনা কর।"

"তুমি বুঝতে পারছ না, মাধবী, বৃদ্ধ রুদ্রধর লোভে পড়ে কি সর্বনাশ করছে। সিংহাসন পাছে তার হস্তচ্যুত হয়, সেই ভয়ে ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার রুচিপতির পরামর্শে সে ধ্রুবাকে একাকিনী প্রাসাদে পাঠিয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ না মাধবী, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ধ্রুবা ব্যাকুল হয়ে আমাকে ডাকছে। অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও, আর আমায় পাগল ক'রো না, পথ ছাড়।"

মাধবসেনা বলপূর্ব্বক কুমারকে সুখাসনে বসাইল এবং অতি ধীরে কহিল, "কুমার, সত্যই তুমি পাগলের মত ব্যবহার করছ। সহস্র সহস্র রক্ষী-পরিবৃত প্রাসাদে তুমি একা একখানা অসি নিয়ে কি করবে?"

"ধ্রুবাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে পারব ত?"

"এ পাগলের কথা যুবরাজ, কুমার চন্দ্রগুপ্তের মুখে শোভা পায় না।"

"কিন্তু মাধবী, অসহায়া ধ্রুবা রুচিপতির হাতে? ছেড়ে দাও, পথ ছাড়!"

"শোন, ব'সো তুমি একা কিছুই করতে পারবে না। যদি বেঁচে থাক, পরে উপায় হ'তে পারবে।"

"আমি ত কোন উপায় দেখছি না, মাধবী।"

"এখন তুমি কিছুতেই দেখতে পাবে না। এখনও প্রাসাদে দত্তদেবীর অন্নে প্রতিপালিত শত শত দাসী আছে। এখনও শত শত রাজভৃত্য তোমার নাম করে চোখের জল ফেলে। তাদের দিয়ে কাজ হবে। আমি যাচ্ছি।"

"তুমি যাবে মাধবী, একাকিনী, ব্যাঘ্র-গহ্বরে?"

"কেন যাব না, যুবরাজ? মাধবীকে কি দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করেছ, তা কি এর মধ্যে ভুলে গেলে? জেনে রাখ যে মাধবী জীবিত থাকতে তোমার ধ্রুবাদেবীর পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধবে না।"

"মাধবী, আজ গুপ্ত-সাম্রাজ্যে আমার বলতে আর কেউ নেই।"

"আছে, সহস্র সহস্র আছে। বাতায়ন-পথে চেয়ে দেখ পৌরসঙ্ঘের শত নাগরিক তোমাকে দিবারাত্র রক্ষা করছে। যুবরাজ, আর সময় নষ্ট করব না, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ আর তুমি রাজপথে বেরিও না।"

প্রণাম করিয়া মাধবসেনা চলিয়া গেল। তখন যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় একাকী সেই কক্ষে দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রুদ্রধরের প্রায়শ্চিত্ত

যে রাজদণ্ড আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা শিথিলমুষ্টিতে ধৃত হইলেও প্রজা তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বাহিরের প্রচ্ছন্ন শত্রু সহসা প্রবল হইয়া উঠিল। মথুরায় কণিষ্কের বংশধরেরা তখনও রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রবল সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখে অনবত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সৌরসেন, মালব, লাট ও সৌরাষ্ট্র জনপদ তখনও শক রাজাদিগের অধিকারভুক্ত। রামগুপ্তের সিংহাসন লাভের একমাসের মধ্যে তিনদিক হইতে শকগণ গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করিল। মহারাজ রামগুপ্তের ব্যবহারে অতিশয়

বিরক্ত হইয়া সমুদ্রগুপ্তের পুরাতন কর্ম্মচারিবর্গ একে একে হয় তীর্থবাস করিয়াছিলেন, না হয় সত্বর পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। নূতন সেনাপতি নয়নাগ নটী চন্দনার ভ্রাতা। তিনি অসি অপেক্ষা বীণা ধারণে অধিক পটু। সুতরাং বিনা বাধায় দক্ষিণে কৌশাম্বী এবং উত্তরে কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া শকগণ প্রয়াগের দিকে অগ্রসর হইল। ভারতবাসীর প্রতি শকের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা তখনও মধ্যদেশবাসী ভোলে নাই। সুতরাং গুপ্ত সাম্রাজ্যের নগরে নগরে আবার আর্ত্তনাদ উঠিল। শত শত উপরিক বা রাজপ্রতিনিধি নিত্য সাহায্যের জন্য অশ্বপৃষ্ঠে দূত পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা রাজধানীতে আসিয়া সম্রাট, মহামন্ত্রী অথবা সেনাপতি, কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। কারণ সম্রাট সতত উদ্যানে। মহামন্ত্রী তাঁহার চিরসঙ্গী এবং নূতন বলাধিকৃত বা প্রধান সেনাপতি অদৃশ্য।

সে দিনও সম্রাট উদ্যানে, চম্পকবিতানে সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে সুখাসনে নূতন মহামন্ত্রী। চারিদিকে সুরাভাণ্ডা ও পাত্রহস্তে অর্দ্ধ বিবসনা সুন্দরী দাসী। মহামন্ত্রী বলিতেছেন, "যুদ্ধ করা সেনাপতির কাজ, নইলে বেটারা বেতন ভোগ করে কেন? রাজাই যদি যুদ্ধ করতে যাবে, তবে সেনাপতি কি করবে?"

বিষণ্ণ বদনে রামগুপ্ত কহিলেন, ঠিক বলেছ বটে রুচি কিন্তু দেবগুপ্ত কর্ম্মত্যাগ করেছে এবং তখন থেকে সেনাদলের সমস্ত বিভাগে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে।"

রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "ওসব কিছু না। নয়নাগের বেতন বৃদ্ধি করে দাও, রামচন্দ্র, তাহলে সে স্বচ্ছন্দে মথুরা জয় করে আসবে।"

এই সময় একজন দণ্ডধর আসিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজাধিরাজের জয়! মহাসামন্তাধিপতি মহানায়ক মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর দেব দুয়ারে উপস্থিত।"

রামগুপ্ত—"রুচি, বুড়ো বেটা আবার এসেছে হে!"

রুচি —"বিয়েটা করে ফেল না, ভাই?"

রামগুপ্ত "হাঃ, বেটার বামুনে বুদ্ধি কিনা? সে বেটি প্রেমালাপ করতে গেলেই বলে,—'তুমি স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃসম।' যেন ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক। একটা প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে মেয়ে বিয়ে করে, সারাটা জীবন জ্বলে মরি আর কি? তার উপর কাল রাত্রে চন্দনার মাথা ছুঁয়ে দিব্য করেছি যে তাকে পট্টমহিষী করব। ধ্রুবাটা দেখতে শুনতে নিতান্ত মন্দ নয়, তাই তাকে হাতছাড়া করি নি। তার উপর তার বাপ যখন উপযাচক হয়ে তাকে প্রাসাদে দিয়ে গেছে, তখন মা বেটী আবার অধর্ম্ম হবে বলে ভয় দেখায়। একে মায়ের মুখে ধর্ম্মের কাহিনী শুনতে শুনতে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তার উপর যদি ধ্রুবার মত স্ত্রী জোটে, তাহলে এখনই গলায় দড়ি দিতে হবে।"

রুচিপতি—"বল কি রামচন্দ্র, চন্দনা হবে তোমার মহিষী? তোমার ছাতিটা চওড়া বটে। প্রথমতঃ চন্দনা নটী। তার উপর সে তোমার চাইতে বেশ কিছু বয়সে বড়।

এহেন চন্দনাকে যদি সমুদ্রগুপ্তের আর্য্যপট্টে বসাতে পার, তা'হলে একটা নূতন কাজ করবে বটে। আর্য্যাবর্ত্তে বা দক্ষিণাপথে এতখানি সাহস কোন রাজপুত্র দেখাতে পারে নি।"

দণ্ডধর—"মহারাজাধিরাজ !"

রামগুপ্ত—"জ্বালাতন করলে বেটা, যা বুড়োকে ডেকে নিয়ে আয়।"

দণ্ডধর চলিয়া গেল। রামগুপ্ত রুচিপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়ো বেটাকে কি বলি, ভাই? ঠিক বাবার মত লম্বা লম্বা কথা কয়। আর মেয়েটিও বাপের উপযুক্ত। কথা শুনলে মনে হয় যেন জুতিয়ে দিচ্ছে।"

রুচিপতি বললে, "বলবে আর কি? বল, হচ্ছে—হবে—তাড়াতাড়ি কি? এখন সময়টা বড় গরম। আবার বসন্ত কাল ফিরে না এলে শুভকার্য্য কি করে সম্পন্ন হয়?"

এই সময় দণ্ডধর মহানায়ক রুদ্রধরের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। রামগুপ্ত সুখাসনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "মহানায়ক, আমার শরীরটা বড় অসুস্থ। কি বলতে এসেছেন, শীঘ্র করে বলে ফেলুন।"

রুচিপতি বলিল, "মহানায়ক, আসন গ্রহণ করুন।"

রুদ্রধর দূরে দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজের জয়, মহারাজ বড়ই বিপন্ন হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি। এমন অবস্থায় না পড়লে, প্রভাতে অসময়ে কখনও আপনাকে বিরক্ত করতে ভরসা করতাম না।"

"ব্রাহ্মণ, এ গৃহের স্বামী রাজা, আপনি ন'ন। রাজা অনুমতি না করলে কেমন করে আসন গ্রহণ করি। মহারাজ, বাগ্‌দত্তা কুমারী কন্যা, বড় আশায় স্বেচ্ছায় প্রাসাদে এনে দিয়েছি। সে তিন মাস এখানে বাস করছে। তার বিবাহ না দিলে, জনসমাজে আর মুখ দেখাতে পারছি না, মহারাজ। মন্দ লোকে মন্দ কথা বলতে আরম্ভ করেছে। আত্মীয়-স্বজন আমাকে অস্থির করে তুলেছে।"

রামগুপ্ত—"মহানায়ক, পিতার মৃত্যুর পর থেকে শরীরটা বড়ই অস্থির হয়ে পড়েছে। তার উপর এখন ভীষণ গরম।"

রুচিপতি—"তা ত বটেই, তা ত বটেই। রাজ্যেশ্বরের বিবাহ, তার উপর এই প্রথম বিবাহ।"

রুদ্রধর—"মহারাজাধিরাজ, ধর বংশ সাম্রাজ্যে সম্ভ্রান্ত। কুলমর্য্যাদায় ধরকুল গুপ্তকুল হ'তে হীন নয়। আবহমানকাল এই ধর বংশ রোহিতাশ্ব দুর্গে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা করে এসেছে। ধ্রুবা আমার একমাত্র কন্যা—স্বর্গগত মহারাজাধিরাজ তাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবেন মনস্থ করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর কন্যাকে আপনার আদেশে প্রাসাদে এনে দিয়েছি।"

রামগুপ্ত—"একটু সংক্ষেপে বলুন না, আমার শরীরটা বড় অসুস্থ।"

রুচিপতি—"হাঁ, হাঁ, বক্তৃতা করেন কেন?"

রুদ্রধর—"ক্ষমা করুন, মহারাজ। বৃদ্ধের বাচালতা মার্জ্জনা করুন। লোকনিন্দা শুনে ব্যাকুল হয়ে আপনার

পদপ্রান্তে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। পাটলিপুত্রের দুষ্ট নাগরিক পথে পথে বলে বেড়াচ্ছে যে রুদ্রধরের কন্যা মহারাজাধিরাজের রক্ষিতা। ধ্রুবা নিত্য সন্ধ্যায় রামগুপ্তের সঙ্গে উদ্যান বিহারে যায়। মহারাজাধিরাজ, কুমারী কন্যার কলঙ্ক অপেক্ষা মরণ শ্রেয়। বাগ্‌দত্তা কন্যা, অন্যপূর্ব্বা, কোন কুলপুত্র তাকে গ্রহণ করবে না। আপনি তাকে বিবাহ করুন,—তারপরে উদ্যানে নিয়ে যান, যা খুশী করুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।”

রামগুপ্ত—“আপনার কন্যা যদি সহজে উদ্যানে যেতে চাইত, তাহলে কোন গোলই থাকত না।”

রুচিপতি—“মহানায়কের কন্যাটি যে বিদ্যাবাচস্পতি বলে, আমি কুলকন্যা, গণিকার সঙ্গে উদ্যানে যাব না।”

রুদ্রধর—“সাবধান ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। মহারাজাধিরাজ, বৃদ্ধের প্রতি দয়া করুন। বৃদ্ধের কুল রক্ষা করুন, লোকনিন্দা হ'তে পরিত্রাণ করুন। (জানু পাতিয়া) রামগুপ্ত, আমি তোমার পিতার বয়স্য, সম্পর্কে পিতৃতুল্য, তথাপি জানু পেতে তোমার সম্মুখে ভিক্ষা চাইছি। আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা কর। দয়া কর, বৃদ্ধকে আত্মঘাতী ক'রো না।”

দুই তিন বার জৃম্ভন করিয়া বিরক্ত হইয়া রামগুপ্ত রুচিপতিকে বলিলেন, “বুড়ো বেটা বড় জ্বালালে রুচি।”

রুচিপতি রুদ্রধরকে বলিল, “মহানায়ক, বেশী ঘ্যানঘ্যান কর কেন? তোমার মেয়েটি যে ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত। কথায় কথায় মহারাজকে বলে, চন্দ্রগুপ্ত তার স্বামী, সুতরাং মহারাজ

তার ভাসুর, পিতৃতুল্য। এমন মেয়ে দুচার দিন উদ্যানবিহারে না গেলে শিষ্ট হবে কেন ?"

সহসা বৃদ্ধের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। দীর্ঘ শুভ্র কেশ যেন দাঁড়াইয়া উঠিল। বৃদ্ধ রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "কর্ণ বধির হও। ভগবান ভবানীপতি, আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের মুখে এই কথা শোনবার জন্যই কি বৃদ্ধ রুদ্রধরকে এতদিন জীবিত রেখেছিলে ?"

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক রহিলেন। পরে রুদ্রধর সহসা রামগুপ্তের দিকে ফিরিয়া করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজাধিরাজ, আমি এখনও সাম্রাজ্যের মহানায়ক। আমি আবেদন করছি, আদেশ করুন।"

রামগুপ্ত ধীরে ধীরে কহিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? দুদিন যাক না ? একটু ঠাণ্ডা পড়ুক।"

সঙ্গে সঙ্গে রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "রাজাদেশ কি এত সহজে বেরোয় বাবা ? দুদিন অপেক্ষা কর। মেয়েটাকে সুমতি দাও। মহারাজাধিরাজের সেবা করুক। দুচারদিন আমি তাকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দিই।"

বৃদ্ধ মহানায়ক আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গন্ধতৈলসিক্ত পুষ্পমাল্য সুশোভিত রুচিপতির দীর্ঘকেশ ধারণ করিয়া তাহাকে সুখাসন হইতে উঠাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তবে রে ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার, আমার কন্যা শিষ্টাচার শিক্ষা করতে তোর সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যাবে ? তুই না ব্রাহ্মণ, তুই না গুপ্তসাম্রাজ্যের অমাত্য ?"

রামগুপ্ত ও রুচিপতি একসঙ্গে "দণ্ডধর, দণ্ডধর, প্রতিহার, প্রতিহার!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতিহার ও দণ্ডধরগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। রামগুপ্ত তাহাদের দেখিয়া সাহস পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রুদ্রধরকে বন্দী কর!" প্রতিহার ও দণ্ডধরগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "এ কার্য্য আমাদের পক্ষে অসম্ভব, মহারাজ।" তাহারা সকলেই এই কয় মাসে মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতিকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিল।

তখন ঘনকৃষ্ণ মেঘান্তরালে দীপ্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় মলিন বসনা এক সুরসুন্দরী দণ্ডধর ও প্রতিহারগণের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নারী ধ্রুবাদেবী। সে একজন দণ্ডধরকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্য, অনুগ্রহ করে বল, এখানে কি আমার পিতা এসেছেন? আমি যেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম?"

দণ্ডধর দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়াছিল এবং সকলকেই চিনিত। লজ্জায় ও ক্রোধে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সে অশ্রুমোচন করিয়া কহিল, "হাঁ মাতা, কিন্তু আপনি দূরে সরে যান।" ধ্রুবা সরিল না। পাষাণ প্রতিমার মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

তখনও রুচিপতি চীৎকার করিতেছিল, "মেরে ফেললে রামচন্দ্র, মেরে ফেল্‌লে। বুড়ো বেটার হাত মাখনের মত নরম।"

রুদ্রধর বলিয়া উঠিলেন, "আর বৃদ্ধের পা শিরীষের মত কোমল। দূর হয়ে যা।"

পদাঘাতে রুচিপতি দূরে গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তখন সিংহের মত রামগুপ্তের সম্মুখে গিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামগুপ্ত, মগধের অদৃষ্টদোষে তুই আজ মহারাজা! তুই ধরবংশের যে অপমান করলি, মগধের অজ্ঞাতকুলশীল পর্য্যন্ত সে অপমান অবনত মস্তকে সহ্য করবে না। আজ এইখানে ধরবংশের পবিত্র রক্তের স্রোত প্রবাহিত করে গেলাম। এই রক্তের প্রতি অণু-পরমাণু ধরবংশের অপমানের প্রতিশোধ নেবে।"

বৃদ্ধ কোষবদ্ধ দীর্ঘ অসি বাহির করিয়া আমূল নিজ বক্ষে বসাইয়া দিলেন। উষ্ণ নর-রক্তের উৎস প্রবাহিত হইল। তাহার তীব্রধারা রামগুপ্তের ও রুচিপতির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধের দেহ সশব্দে ভূমিতে পতিত হইল। তখন সেই মলিনবসনা সুন্দরী সবলে দণ্ডধর ও প্রতিহারগণকে দূরে সরাইয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া শবের উপর আছড়াইয়া পড়িল। রক্তধারায় তাহার মলিন বসন রঞ্জিত হইয়া গেল। রামগুপ্ত ও রুচিপতি সভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। মৃত পিতার বক্ষের উপর পতিতা রক্তরঞ্জিতা ধ্রুবাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডধর ও প্রতিহারদল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্মশানে

রুদ্রধরের আত্মহত্যার সময়ে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণের সম্মুখে বহু নাগরিক একত্র সমবেত হইয়া কোলাহল করিতেছিল। অনেকগুলি দণ্ডধর ও প্রতিহার সেখানে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহারা কেহই কোলাহল নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল না। সকলেই রুদ্রধরের প্রাসাদে আগমনের কথা আলোচনা করিতেছিল। অল্পক্ষণ পরে একজন পরিচারক প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইল। সংবাদ শোনা গেল মহানায়ক রুদ্রধর নিহত হইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া নাগরিকরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রুদ্রধরের দেহ বাহিরে বহন করিয়া আনা হউক। কেহ বা বলিল সম্রাট জীবিত থাকিতে এরূপ কার্য্য রাজবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইবে। কেহ বলিল এখন ত অরাজকতা, রাজা কোথায় যে বিদ্রোহ হইবে?

জনতার ভিতর হইতে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল, "যেমন ক'রে হোক, মহানায়কের সৎকার ত করতে হবে? আমরা চলে গেলে নয়নাগ বৃদ্ধের দেহ পরিখার জলে টেনে ফেলে দেবে।"

এই সময় রক্তবসনা ধ্রুবাদেবীকে প্রাসাদের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল ঐ দেখ রক্তমাখা একটি স্ত্রীলোক ছুটে আসছে।"

একটি অল্পবয়স্ক যুবক জনতার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। নাগরিকের কথা শুনিয়া তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়া গে ততক্ষণে রক্তাক্ত-বসনা ধ্রুবাদেবী তোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ধ্রুবাদেবী করযোড়ে মিনতি করিয়া সকলকে বলিলেন, "দয়া করে পথ ছেড়ে দাও। আমি অশুচি, গঙ্গাতীরে যাব।"

জনসঙ্ঘ উত্তরে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "জয় পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীর জয়।"

উভয় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ধ্রুবাদেবী বলিলেন, "না, না, ও কথা বলো না। আমি পট্টমহাদেবী নই। রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়। মগধের মহাদেবী কখনও বিট ব্রাহ্মণের সঙ্গে উদ্যান-বিহারে গিয়েছে শুনেছ কি? আমি চন্দ্রগুপ্তের ধর্মপত্নী। মহারাজ রামগুপ্ত আমার ভাসুর। তিনি আমাকে রুচিপতির সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যেতে আদেশ করেন।"

একজন বৃদ্ধ নাগরিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ধ্রুবাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষোভে বলিয়া উঠিল "কি সর্ব্বনেশে কথা। মহানায়ক রুদ্রধর কি তবে নিহত হয়েছেন?"

ধ্রুবা—"না, না, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আমার পিতা মহানায়ক রুদ্রধর হৃদয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। তিনি আমাকে কুমার চন্দ্রগুপ্তের বাগদত্তা ধর্ম্মপত্নী জেনেও সিংহাসনে বসাবার আশায় প্রচার করেছিলেন যে আমি সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা পত্নী, কুমার চন্দ্রগুপ্তের নই।

আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে যাতে মহারাজা রামগুপ্ত আমাকে গ্রহণ করেন, সেই আশায় পিতা আমাকে রাজপ্রাসাদে এনে দিয়েছিলেন। এই তার পরিণাম। দয়া কর, পথ ছাড়। দেখতে পাচ্ছ না মহানায়ক মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন? এই দেখ রুদ্রধরের প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন। এই রক্তরাশির প্রতি অণু পরমাণু ধর বংশের প্রবল প্রতিহিংসার তৃষ্ণা চীৎকার করে জানাচ্ছে।"

সেই বৃদ্ধ আবার বলিল, "মহাদেবী—"

কিন্তু ধ্রুবা দেবী তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ওকথা আমাকে আর শুনিও না। ধরবংশের কুলকন্যা আর যেন কখনও গুপ্তবংশের মহাদেবী হ'তে না আসে। ভদ্র, তোমার কি কন্যা নাই? ঘরে কি বধূ নাই? কোন্ মাতা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছিল?"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "ক্ষমা কর, মা! পথ মুক্ত। আদেশ কর। মাধবী, তুই মাতার সঙ্গে যা।"

সেই অল্পবয়স্ক যুবক ধ্রুবা দেবীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ধ্রুবা দেবী কিন্তু পথ পাইয়াও নড়িলেন না। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে বাবা?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমি নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ।"

ধ্রুবা—"যদি পার, পিতার দেহের সৎকার করো।"

জয়নাগ—"অবশ্য করব, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে, মা?"

ধ্রুবা—"দেখতে পাচ্ছ না, জলে যাচ্ছি। সর্ব্বাঙ্গে পিতৃরক্ত। জাহ্নবী জল ভিন্ন এ অনন্ত জ্বালা প্রশমিত হবে না।

ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরি, এখনই কে এসে আমাকে প্রাসাদে ধরে নিয়ে যাবে।”

জয়নাগ সরিয়া গেল। সেই দিবা দ্বিপ্রহরে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া রক্তসিক্ত-বসনা কুলকন্যা জাহ্নবীর দিকে ছুটিল। আর মহানগরী পাটলিপুত্রের শত শত নাগরিক তাহার সঙ্গে চলিল। বাতায়নপথ হইতে অসংখ্য কুলকন্যা সে ভীষণ মুর্ত্তি দেখিয়া শিহরিল। নগরের তোরণ হইতে তোরণ পর্য্যন্ত এই দৃশ্য দেখিয়া পাটলিপুত্রবাসী স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাজপ্রাসাদের তোরণে আর একজন নাগরিক বৃদ্ধ জয়নাগের হাত ধরিয়া বলিল, “নগরশ্রেষ্ঠী, একি পাটলিপুত্র না মহানরক? কুলকন্যা নটী-পল্লীর বিটের সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যাবে?”

জয়নাগ বলিল, “সমস্তই ত শুনতে পাচ্ছ।”

আর একজন নাগরিক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “অসি মুক্ত কর, এ পাপ রাজ্যের অবসান হোক্।”

জয়নাগ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “খানিক অপেক্ষা কর। রাজ্য যে ভাবে চল্‌ছে, তাতে শীঘ্রই এর অবসান হবে।”

উত্তেজিত নাগরিকেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, “জয় মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!”

তখন জয়নাগ বলিল, “এখন মহানায়ক রুদ্রধরের সৎকার কার্য্য আবশ্যক। চল প্রাসাদের ভিতর যাই।”

কতক নাগরিক জয়নাগের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কিন্তু অনেকে তখনও বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

মহানগরী পাটলিপুত্রের প্রান্তে শোন নদ যেখানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইত, তাহার নিকটে অতি পুরাতন পাষাণ-নির্ম্মিত মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া এক সদ্যস্নাতা শুভ্রবসনা বৃদ্ধা পূজা করিতেছেন। আর দূরে দুইজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন। এই দুই বৃদ্ধ রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্ত। রবিগুপ্ত বলিতেছিলেন, "সমুদ্রগুপ্তের পট্টমহিষীর কি এই পরিণাম?"

দেবগুপ্ত—"সাম্রাজ্যের পরিণতি শোনাটা অবশিষ্ট আছে, রবিগুপ্ত। এ পাপ পাটলিপুত্র যত শীঘ্র পরিত্যাগ করি ততই মঙ্গল।"

রবিগুপ্ত—"পরিত্যাগ করতেই ত এসেছি কেবল প্রভুপত্নীর কাছে বিদায় নিতে যা বিলম্ব।"

দেবগুপ্ত—"প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে আবার কি শুনব! আবার কি দেখব। শুনছি আজ প্রভাতে সমুদ্রগৃহে রুদ্রধর আত্মহত্যা করেছে।"

রবিগুপ্ত—"পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, দেবগুপ্ত। আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হই নি। সমুদ্রগুপ্তের চরণ স্পর্শ করে যে রুদ্রধর কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের করে সম্প্রদান করেছিল, সে যেমনই শুন্‌ল যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রামগুপ্ত, তখনই বলে বসল যে তার কন্যা সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা, চন্দ্রগুপ্তের নয়! এ মহাপাপের প্রতিফল ফল্‌বে না?"

দেবগুপ্ত—"শুনেছি নূতন মহারাজাধিরাজ বাগ্‌দত্তা পত্নীকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।"

রবিগুপ্ত—"আর শুনিও না, দেবগুপ্ত। মনে একটা ভীষণ উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। এ পাপ পাটলিপুত্র ত্যাগ করে চল, আর বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। মহাদেবী আর কতক্ষণ বিলম্ব করবেন?"

দেবগুপ্ত—"ঐ যে উঠেছেন।"

বৃদ্ধা পূজা শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শেষ কর হে অনন্ত, হে অন্তর্য্যামী, আমার অন্তরের বেদনা বুঝে, এই অনন্ত বেদনার শেষ কর। আর শুনতে চাই না, আর দেখতে চাই না, কত দিনে মহাশান্তি পাব বলে দাও, প্রভু।"

সঙ্গে সঙ্গে রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "আমরাও আর শুনতে চাই না, মহাদেবী। বিদায় নিতে এসেছি। হরিষেণ গিয়েছে। আমরাও পাটলিপুত্র ত্যাগ করতে চাই।"

বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী দত্তদেবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধদ্বয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবিগুপ্ত? দেবগুপ্ত? তোমরা শ্মশানে কেন?"

তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

দত্তদেবী—"আমার কাছে বিদায়? আমার কাছে কেন?"

রবিগুপ্ত—"আমরা যে পুরাতনের ধারা, মহাদেবী। আমাদের মহারাজাধিরাজ স্বর্গে, মহাদেবী শ্মশানে।"

দেবগুপ্ত—"নূতন পাটলিপুত্রে পুরাতনের স্থানাভাব।"

রবিগুপ্ত—"তাই তীর্থবাসে যাব, মহাদেবী।"

সহসা দত্তদেবী দেখিতে পাইলেন যে, একটি নারী দ্রুত বেগে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্তকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রক্তাক্ত-বসনা ধ্রুবাদেবী গঙ্গাতীরে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা মা, কোন্‌খানে, তোর শ্যামল স্নিগ্ধ ক্রোড়ের কোন্‌খানে আমাকে স্থান দিবি, মা?"

ধ্রুবাদেবী যখন গঙ্গার উচ্চ তীর হইতে জলে লম্ফপ্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন দত্তদেবী তাঁহাকে উভয় হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

উন্মাদিনী বলিয়া উঠিল, "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও।"

দত্তদেবী—"ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা কি হয়েছে?"

ধ্রুবা—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

দত্তদেবী—"ধ্রুবা, তুই যে আর্য্যপট্টের রত্ন, গুপ্তকুলের বধূ—কি হয়েছে মা? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে দত্তদেবী।"

ধ্রুবা—"না, না, আমি চিনতে পারছি না, আমি চিনতে চাই না। তুমি আমার কেউ নও। বড় পিপাসা—আমার নয়, এই পিতৃরক্তের, এই রক্তরাশির প্রতি অণু পরমাণুর। ছেড়ে দাও, গঙ্গায় যাব।

একা ধ্রুবাদেবীকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া দত্তদেবী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "রবিগুপ্ত, দেবগুপ্ত, শীঘ্র

এস, এ নারী উন্মাদিনী নয়, পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবী। সে আত্মহত্যা করতে চায়।"

বৃদ্ধদ্বয় ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদিনীকে ধরিয়া ফেলিলেন। তখন দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধ্রুবার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কেন?"

রবিগুপ্ত বলিলেন, "বুঝতে পারছি না, মা। পট্টমহাদেবী, কি হয়েছে?"

ধ্রুবা সম্বোধন শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আমি পট্টমহাদেবী নই। আমি অতি অধম, নইলে রুচিপতি আমাকে উদ্যান বিহারে নিয়ে যেতে চায়?"

দত্তদেবী—"রবিগুপ্ত, কে এই রুচিপতি? ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা আমার, কি হয়েছে বল। রামগুপ্ত তোকে প্রহার করেছে?"

ধ্রুবাদেবী—"না, না, তিনি যে ভাসুর। তিনি আমাকে স্পর্শ করেন না। কেবল উদ্যান-বিহারে যেতে চাই না বলে রুচিপতি আমাকে প্রহার করতে আসে।"

দত্তদেবী—"তোমরা কিছু বলছ না কেন?"

দেবগুপ্ত—"শুনতে চেও না, মা।"

ধ্রুবা—"মা, সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌ছে। ধরবংশের রক্তরাশির এ অনন্ত পিপাসা। জাহ্নবীর অগাধ জল ভিন্ন শান্ত হবে না। ছেড়ে দাও, মা।"

দত্তদেবী—"স্থির হও, ধ্রুবা। চিনতে পেরেছিস আমি কে? দেবগুপ্ত, কে এই রুচিপতি?"

দেবগুপ্ত—"মুখে বলতে লজ্জা হয় মা, বিট ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গার রুচিপতি আজ গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য।"

দত্তদেবী—"রবিগুপ্ত, সাম্রাজ্যে এখনও বৃদ্ধের প্রয়োজন আছে। তোমাদের তীর্থযাত্রা অসম্ভব।"

রবিগুপ্ত—"এই সকল কথা শুনবার জন্যেই কি আমাদের পাটলিপুত্রে রাখতে চাও?"

এই সময় একজন নাগরিক ও পূর্ব্বোক্ত অল্পবয়স্ক যুবা মন্দিরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিক ইহাদিগকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "নারায়ণ রক্ষা করেছেন। ঐ যে ধ্রুবাদেবী। এ কে? তবে নারায়ণ পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেন নি। চেয়ে দেখ মাধবী, স্বয়ং, রাজমাতা রাজলক্ষ্মীকে উদ্ধার করেছেন।"

দত্তদেবী যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

যুবক উত্তর করিল, "আমি নটীমুখ্যা মাধবসেনা।"

"বলতে পার, আমার পুত্র কোথায়?"

"আমার গৃহে, মহাদেবী!"

"চন্দ্রগুপ্ত নটীর গৃহে?"

"আদেশ হলে দেখিয়ে দিতে পারি।"

এই সময় বহু নাগরিকের সহিত পৌরসঙ্ঘের প্রতিনিধি ইন্দ্রদ্যুতি আসিয়া উপস্থিত হইল। নাগরিকগণ দত্তদেবী, ধ্রুবাদেবী, রবিগুপ্ত ও দেবগুপ্তকে দেখিয়া বার বার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ইন্দ্রদ্যুতি দত্তদেবীর সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিল, "রাজলক্ষ্মী, নগরে ফিরে চল, মা। তুমি যে পাটলিপুত্রের মা। তোমার অভাবে সোনার পাটলিপুত্র নগর শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। অভিমানভরে সন্তানকে ভুলে কতদিন শ্মশানে থাকবে, মা?"

দত্তদেবী—"যাব, ফিরে যাব। মনে করেছিলাম, যাব না, কিন্তু বধূর এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে যাব। দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত, আমার সঙ্গে পাটলিপুত্রে ফিরে চল। যে রাজ্যের নটীপল্লীর বিট পট্টমহাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়, সে রাজ্যে দত্তদেবীর এখনও প্রয়োজন আছে। সে রাজ্য রবিগুপ্ত, দেবগুপ্ত ও বিশ্বরূপ ভিন্ন চলবে না। নাগরিক, সমুদ্রগুপ্ত যখন জীবিত ছিলেন, তখন যেভাবে আমার আদেশ পালন করতে, এখনও কি তাই করবে?

ইন্দ্রদ্যুতি—"একবার পরীক্ষা করে দেখ, মা।"

দত্তদেবী—"তবে তোমরা এখানে থাক। দেবগুপ্ত যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি, ততক্ষণ বধূকে রক্ষা কর। মাধবী, আমাকে তোর গৃহে নিয়ে চল্।"

মাধবী—"আমার গৃহে, মহাদেবী!"

দত্তদেবী—"লজ্জা কি? পাটলিপুত্রের নটী কি সমুদ্রগুপ্তের প্রজা নয়?"

মাধবী—"চলুন, কিন্তু সেখানে যে আপনার পুত্র আছেন?"

দত্তদেবী—"আমাকে গৃহের দ্বারে রেখে তুমি পুত্রকে খবর দিতে যেও।"

মাধবসেনা ও নাগরিকগণের সহিত দত্তদেবী নগরাভিমুখে চলিয়া গেলে দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্ত ধ্রুবাদেবীকে স্নান করাইতে লইয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাধবসেনার গৃহে

মাধবসেনার শূন্যগৃহে শুষ্ক মাল্যপুষ্প, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুমূল্য আস্তরণ, ভগ্ন কাচপাত্র ও সুরাভাণ্ডের মধ্যে চিন্তাকুল কুমার চন্দ্রগুপ্ত পাদচারণ করিতেছিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। তথাপি গৃহের কোণে কোণে ঘৃত ও গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল। দুয়ারে দুয়ারে এক একজন নেপালী ক্রীতদাস দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত ভাবিতেছিলেন সুরা মিথ্যাবাদী! এর সাহায্যে কিছুই ভোলা যায় না। কে বলে সুরা বিস্মৃতি এনে দিতে পারে? সেও মিথ্যাবাদী। সুরা কেবল মত্ততায় নয়ন মুদ্রিত করে দিয়ে অন্তরের কোন গভীর প্রচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে অতীত বিষাদের ছবি মনে ফুটিয়ে তোলে। জাগরণে যে ছবির ছায়া অস্পষ্ট থাকে, অর্দ্ধসুষুপ্তিতে সুরার কৃপায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছুই ভোলা যায় না। ভোলা অসম্ভব। মানুষ ঘুমায়, কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে স্মৃতি দিবারাত্র জেগে থাকে।

বহুমূল্য সুবর্ণমণ্ডিত কাচপাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া কুমার চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "যাও, মিথ্যাবাদী, দূর হও।"

দূরে সোপানের উপর দ্রুত পদধ্বনি শ্রুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ক্রীতদাস কাচপাত্রের শব্দ শুনিয়া ভিতরে আসিল। তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া মাধবসেনা কহিল, "যুবরাজ, আমি।"

জড়িতকণ্ঠে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "কে যুববাজ, আর কে আমি ?"

"যুবরাজ, আমি মাধবসেনা।"

"এসেছ মাধবী ? আজ তোমার সপত্নীকে পরিত্যাগ করেছি। মাধবী, তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব বল ত ?"

মাধবসেনা বলিল, "যুবরাজ অনুগ্রহ করে, যে সম্বোধন ইচ্ছা করেন, তাই করতে পারেন।"

"পারি না, পারি না, ইচ্ছা করলেও পারি না। চেতনে অথবা অচেতনে একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র নটীর গৃহে বাস করে, নটীর অন্নে জীবনধারণ করে, কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসব হতে যখন যায়, তখন সেই শক্তি এসে বলে দেয় যে আমি মানব, তুমি দেবী, আমার অস্পৃশ্যা। কিন্তু তুমি কি বলতে এসেছিলে মাধবী ?"

"যুবরাজ, আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটি মহিলা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"ভাল কথা—আর মদ খাব না, মাধবী। সুরা মিথ্যাবাদী। সুরা বিস্মৃতি আনে না। সুরায় কিছুই ভোলা যায় না। কেবল জাগরণের অস্ফুট ছবি অর্দ্ধসুষুপ্তিতে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।"

"যুবরাজ, মহিলা মহীয়সী কুলকন্যা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত।"

"বেশ, তুমি যখন বলছ, তখন নিয়ে এস।"

মাধবসেনা চলিয়া গেল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত আবার দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবিলেন। তাহার সঙ্গে দেখা করতে চায়, এমন হতভাগিনী কুলনারী পাটলিপুত্রে কে আছে? হয়ত কোন রূপসী কুলবধূ নূতন সম্রাটের অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়া ভাবিয়াছে যে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ভিন্ন কেহ আর তাহাকে রামগুপ্তের অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এমন সময় মাধবসেনা দত্তদেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাঁহার দিকে না চাহিয়াই চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "কে তুমি নারী? নটীর ভিক্ষায় পুষ্ট সমুদ্রগুপ্তের পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন? রামগুপ্ত অত্যাচার করেছে? সে অত্যাচার প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাপ্রতিহারের কাছে যাও, সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধানের কাছে যাও—কিছু না হয় অবশেষে দেবতার দুয়ারে যাও। চন্দ্রগুপ্ত অন্নহীন, বলহীন, গৃহহীন। নারী, তোমায় কোথায় দেখেছি? তোমার ঐ উচ্চশির কখনও মানুষের কাছে নত হয় নি। বুঝতে পারছি, দীর্ঘ জীবনের অশেষ ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করেও ঐ উচ্চশীর্ষ কখনও অবনত হয় নি। যার মস্তক এত উচ্চ, সে কেন নটীর অন্নে প্রতিপালিত চন্দ্রগুপ্তের কাছে আসে?"

শুভ্র বস্ত্রের আবরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া সজল নয়নে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "কেন আসে, চন্দ্র?"

সে কণ্ঠস্বর তীব্র তড়িৎরেখার ন্যায় জড় চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হইল। তিনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন. "মা, মা, এখানে কেন এসেছ, মা? দেশত্যাগ করে চলে যাবে বলে কি পুত্রের কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছ? দেখ, তোমার পুত্রের কি পরিণাম। এই পুত্রকে যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে গিয়েছিলে তখন কি ভেবেছিলে যে তোমার পুত্র নটী মাধবসেনার অঙ্গনে পড়ে থেকে কুক্কুরের মত তার উচ্ছিষ্ট ভোজনে জীবন ধারণ করবে?"

দত্তদেবী—"চন্দ্র, ওঠ, আমি প্রাসাদে ফিরে যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত—"উঠেছি ত মা। কোথায় যাবে? প্রাসাদে? কার প্রাসাদে? তুমি কি পাগল হলে মা?"

দত্তদেবী—"পাগল হই নি চন্দ্র। তুই ভুলে যাচ্ছিস আমি কে? এখনও দত্তা সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী দত্তদেবী। রামগুপ্ত এখনও ধর্ম্মবিবাহ করে নি, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আমি এখনও পট্টমহাদেবী, দ্বাদশ প্রধানের মুখ্য। আমার প্রাসাদে আমি ফিরে যাব, তুই কেবল আমার সঙ্গে আয়।"

চন্দ্রগুপ্ত—"নিতান্তই ফিরে যাবে মা? যাবে চল। কিন্তু মা. যে অধিকার নিজ হাতে জাহ্নবীর জলরাশিতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ, সে অধিকারে আবার কোন্ মুখে ফিরে যাবে?"

দত্তদেবী—"সে কথা আমি বুঝব, চন্দ্র। তুই আমার সঙ্গে আয়। দেখ চন্দ্র, পথের কুক্কুর রুচিপতি গুপ্তবংশের কুলবধূর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়। জয়া নাকি তা শুনেও শোনে

না। মৃত পিতার তপ্তরক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে ধ্রুবা গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল, আমি তাকে নিবারণ করে এসেছি। চন্দ্র, তোর পিতৃকুলগৌরব রক্ষা করতে হবে।”

বজ্রমুষ্টিতে মাতার হস্ত ধারণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি বললে মা? আর একবার বল! ধ্রুবা, ধ্রুবস্বামিনী, মহানায়ক রুদ্রধরের কন্যা? কে তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চায়? রুচিপতি? রামগুপ্ত কি করছে? ধ্রুবা ত রামগুপ্তের স্ত্রী, তার পট্টমহিষী—”

“রামগুপ্তের আদেশে ধ্রুবা রুচিপতির সঙ্গে উদ্যান-বিহারে যেতে চায়নি বলে রামগুপ্ত তাকে গ্রহণ করেনি।”

সহসা চন্দ্রগুপ্তের শুভ্রমুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মস্তকের দীর্ঘ কেশ ফুলিয়া উঠিল। তিনি আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি বললে, মা? আমি যেন কিছু বুঝতে পারছি না। কানের কাছে সহস্র বজ্র নির্ঘোষ হচ্ছে, কোথায় যেতে হবে? কখন যেতে হবে? কোথায় সে রুচিপতি?”

“আমার সঙ্গে এস।”

“মাধবা, আমার অস্ত্র দাও।”

মাধবসেনা চলিয়া গেল। দত্তদেবী চন্দ্রগুপ্তের হাত ধরিয়া বসাইলেন। পুত্রের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “শান্ত হও, স্থির হও, চন্দ্র। তোমার আমার সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। তোর পিতার উপর অভিমান করে বড় ভুল করেছি, মহাপাপ করে ফেলেছি, চন্দ্র। কেমন করে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব, তা ত বুঝতে পারছি না। মহানগরী

পাটলিপুত্র রামগুপ্তের অত্যাচারে শ্মশান হতে বসেছে। সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ, কে যে একে রক্ষা করবে, তাও বুঝতে পারছি না। ধ্রুবার অবস্থা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এখন প্রাসাদে ফিরে যেতেই হবে চন্দ্র। সাম্রাজ্য যে তোর, তোর পিতার, রামগুপ্তের নয়। পাটলিপুত্র যে তাঁর রাজধানী—আমার বক্ষপঞ্জর। বুঝতে পারছি না কেমন করে সেই পাটলিপুত্র ছেড়ে ছিলাম।"

"আমিও বুঝতে পারছি না, মা। যখন ছেড়ে গিয়েছিলে, তখন যে কোন প্রাণে গিয়েছিলে তাও বুঝতে পারি নি। এখনও আমার একমাত্র চিন্তা রুচিপতি, গণিকাপল্লীর বিট। রুচিপতি, সেই রুচিপতি ধ্রুবাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়—মা, মা, অন্য চিন্তা এখন তোমার পুত্রের পক্ষে অসম্ভব।"

এই সময় মাধবসেনা কুমারের অস্ত্র ও বর্ম্ম লইয়া ফিরিল। ক্ষিপ্রহস্তে বর্ম্ম পরিয়া শিরস্ত্রাণ বাঁধিতে বাঁধিতে চন্দ্রগুপ্ত মাধবসেনাকে বলিলেন, "কোনদিন তোমায় ভুলতে পারব না, মাধবী। আবার আসব। উপস্থিত একবার রুচিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। চল, মা।"

মাতা-পুত্র কক্ষ পরিত্যাগ করিবার সময়ে দেখিলেন মাধবসেনা বর্ম্মাবৃতা, তাঁহার কটিবন্ধে ক্ষুদ্র অসি। বিস্মিত চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ, মাধবী?"

মাধবসেনা চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার চরণতলে মাথা রাখিয়া বলিল, যদি অনুমতি কর

প্রভু, সহসা আজ এ গৃহ শূন্য হয়ে গেল, যুবরাজ, আমি যে তোমার কুক্কুরী—',

পায়ের উপর তপ্ত অশ্রুপাতে চন্দ্রগুপ্তের চেতনা ফিরিয়া আসিল। তিনি হাত ধরিয়া মাধবসেনাকে উঠাইয়া বলিলেন, "ছি মাধবী, এ দুর্বলতা তোমার শোভা পায় না। আমি রুচিপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। তার অর্থ কি জান মাধবী ?"

জানি প্রভু। তার অর্থ যুদ্ধ, রক্তপাত, নরহত্যা। কিন্তু প্রভু, প্রভু যখন মৃগয়ায় যায় কুক্কুরী কি তখন গৃহে বসে থাকে ?"

সস্মিত বদনে চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "তবে এস।"

বর্ম্মাবৃত কুমার চন্দ্রগুপ্ত এবং অবগুণ্ঠন-মুক্তা মহাদেবী দত্তদেবীকে দেখিয়া নটীবীথির পথের উপর সহস্র সহস্র নাগরিক তীব্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

দত্তদেবীর প্রত্যাবর্ত্তন

দীর্ঘকালব্যাপী মহোৎসবের পরে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ সহসা নীরব ও নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছে। সকলে ভীত। রাজকর্ম্মচারীরা অনুচ্চস্বরে কথা কহিতেছে। পরিচারক ও রক্ষীরা অতি ধীরে পথ চলিতেছে। সকলেই মনে করিতেছে একটা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত। অথচ তাহার কারণ কেহই জানে না। দত্তদেবী ও কুমার চন্দ্রগুপ্ত যে দিন মাধবসেনার গৃহ পরিত্যাগ করেন, সেই দিন দিবসের দ্বিতীয় প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাসাদের সমুদ্রগৃহের নিকটে মন্ত্রগৃহে তিন জন মানুষ বসিয়াছিল। গৃহটি অতি ক্ষুদ্র এবং তাহার চারদিকে চারিটি দুয়ার। কক্ষের চারিদিকে একটি প্রশস্ত অলিন্দ এবং তাহার চারিদিকে চারিটি দীর্ঘ কক্ষ। বিশেষ গোপনে মন্ত্রণা করিবার জন্য বৃদ্ধ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই মন্ত্রণাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অলিন্দের বাহিরে চারিটি কক্ষে অসংখ্য সশস্ত্র রক্ষী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সম্রাট রামগুপ্তের অনুমতি ব্যতীত কেহই আর মন্ত্রগৃহের দিকে আসিতে পারিতেছিল না। অলিন্দ জনশূন্য কেবল মন্ত্রগৃহের চারিটি দ্বারে চারজন মূক দণ্ডধর দাঁড়াইয়া আছে।

আজ কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির জন্য এত সাবধানতার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রক্ষী ও দণ্ডধরগণ সম্রাটকে মন্ত্রগৃহে বসিতে

দেখিয়া অভ্যাসমত যথানিযুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মন্ত্রগৃহের মধ্যস্থলে একখানা ক্ষুদ্র হস্তিচর্ম্ম নির্ম্মিত সুখাসনে রামগুপ্ত উপবিষ্ট। অদূরে মৃগচর্ম্ম আচ্ছাদিত দ্বিতীয় সুখাসনে নূতন মহামন্ত্রী রুচিপতি, এবং আরও কিঞ্চিৎ দূরে নূতন মহাসেনাপতি ভদ্রিল দণ্ডায়মান।

রামগুপ্ত বিমর্ষ, রুচিপতি চিন্তাকুল এবং ভদ্রিল বিবর্ণ। সম্রাট রামগুপ্ত হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সীমান্ত রক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল?"

ভদ্রিল ত্রস্ত ভাবে উত্তর দিল, "কোন ব্যবস্থাই ত করা হয়নি, মহারাজ।"

"কেন হয়নি? তুমি না মহাসেনাপতি?"

তখন রুচিপতি সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিল, "ভদ্রিল ছেলেমানুষ, ওকি অত কথার উত্তর দিতে পারে? মহারাজ, এতদিন ধরে ত আপনার অভিষেকের উৎসবই চলছে। রাজ্যশাসনের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।"

বিস্মিত হইয়া রামগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "বল কি রুচিপতি? শকেরা মথুরা ছেড়ে এসে কৌশাম্বী অধিকার করলে, প্রয়াগ পর্যন্ত তাদের হস্তগত, আর সে সংবাদ কিনা এই মাত্র রাজধানীতে পৌঁছল? এই ভাবে কি তোমরা রাজ্যশাসন করবে?"

"এইবার হবে, ক্রমশঃ হবে, বুঝলে বাবা, রামচন্দ্র। সোজা কথা বলি। এতদিন ধরে ত কেবল তোমার জন্ত ভাল ভাল— এই কি বলতে কি বলেছিলাম, তোমার সেবায় ব্যস্ত ছিলাম।

রাজ্যশাসন এই ত সবে শিখছি। আমি বলছি কি যে 'স্ত্রীলোকটিকে এবারে শকরাজের দূতকে দিয়ে ফেলা হোক্। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় আদেশ প্রচার করা হোক্ যে, শকেরা যেন তৎক্ষণাৎ প্রয়াগ আর কৌশাম্বী ছেড়ে মথুরায় ফিরে যায়।"

"কিন্তু একি ভীষণ অপমান, রুচিপতি। যে শকরাজ হাত জোড় করে পিতার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকত, সেই শকরাজ কিনা আজ আমাকে আদেশ করে পাঠিয়েছে যে আমি যেন আমার পট্টমহিষীকে তার পদসেবা করতে মথুরায় পাঠিয়ে দিই। এ অপমান অসহ্য।"

"ধ্রুবা ত এখনও তোমার পট্টমহিষী হয় নি।"

"কিন্তু দেশ-বিদেশের লোক জানে যে ধ্রুবা আমার পট্টমহিষী, তা না হলে সে কখনও তার নাম করে ধ্রুবাকে চেয়ে পাঠাত না। সে কেবল আমাকে অপমান করবার জন্য ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় পাঠাতে আদেশ করেছে।"

"বৎস রামভদ্র, এ দেখছি এই সিংহাসনখানার দোষ। ক্রুদ্ধ হও কেন? যত দিন এই দীন ভৃত্য রুচিপতিকে কর্ণধার করে নিশীথ রাত্রিতে অস্থানে অন্ধকারে ভ্রমণ করতে, তত দিন ত এ ভাব ছিল না। যেই আর্য্যপট্টে চড়ে বসেছ, অমনি ক্ষত্রিয়ের বুলি ধরেছ?"

"আমি কি সমুদ্রগুপ্তের পুত্র নহ?"

"কে বলছে নও? একবার, দশবার, শতবার এই বারের শেষ সহস্রবার। কিন্তু বাপধন, আমি ত রবিগুপ্ত নই?

কোন্ সুরার কি স্বাদ তা বলতে পারি, কিন্তু খড়্গ দেখলেই মুর্চ্ছা যাই।”

“তুমি মহামন্ত্রী, যুদ্ধ করা ত তোমার কাজ নয়।”

“কিন্তু বৎস রামভদ্র, তোমার যে মহাসেনাপতি ভদ্রিল সে যে চন্দনার মাসতুতো ভাই! এতদিন ধরে নৃত্যের সময় সে মৃদঙ্গ ও খঞ্জনী বাজিয়ে এসেছে। তার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষে কেহ কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমায় যায় নি। তাকে হঠাৎ শক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালে চলবে কেন? যুদ্ধের সময় চক্রব্যূহ রচনা করতে বললে সে হয়ত বলে বসবে, ত্রেরে কেটে তাক্ ধিন তা ধিন্।”

“ছি ছি রুচিপতি, আমার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে শকরাজার আদেশে মথুরায় পাঠালে উত্তরাপথের রাজন্যসমাজে মুখ দেখাব কি করে?”

“বাপধন, ও চন্দ্রবদন না হয় কিছুদিন নাই দেখালে? অনেক সময় কীল খেয়ে কীল চুরি করতে হয়, রামচন্দ্র। চন্দ্রগুপ্তের বদলে তুমি সিংহাসনে বসেছ দেখে তোমার পিতার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা কর্ম্মত্যাগ করে চলে গেল—আমরা বিশ্বস্ত হলেও নূতন। আমাদের দুর্ব্বলতা বুঝে শকরাজা কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার করে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার পট্টমহিষীকে চেয়ে পাঠাল, এখন উপায় কি বল? ভাগ্যিস্ ধ্রুবাটাকে পট্টমহিষী করা হয় নি, তাহলে ত্রিভুবন চিরকাল তোমার অপযশ ঘোষণা করত। এখন বলা যাবে যে ধ্রুবা ত পট্টমহিষী হয়নি, শকরাজা তাকে ভিক্ষা করেছিল

বলে স্ত্রীলোকটাকে অর্পণ করা হয়েছে। শকরাজার দূতকে বলা যাক যে, আমাদের পট্টমহিষী নেই। তবে তোমাদের রাজা ধ্রুবাদেবীকে চেয়েছেন, নিয়ে যাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৌশাম্বী আর প্রয়াগ ছেড়ে দাও।"

"রুচি, তাহলে চিরদিন ভারতবর্ষের লোক কাপুরুষ রামগুপ্তের অপযশ ঘোষণা করবে।"

"করে করুক না প্রভু, চিরদিন তুমিও থাকবে না, আমিও থাকব না। সুতরাং সে অপযশ আমরা শুনতে আসব না। সুন্দর আছি বাবা, রামচন্দ্র। তোমার রাজ্য রামরাজ্য, সুরার সমুদ্র, নিত্য উদ্যান-বিহার। 'প্যান প্যানে, ঘ্যান ঘ্যানে মেয়ে' মানুষটাকে ছেড়ে দাও না বাবা?"

"রুচি, শকরাজার কথায় পট্টমহাদেবীকে মথুরায় পাঠাচ্ছি শুনলে পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা কি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না?"

ক্ষিপ্রহস্তে ভদ্রিলের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া রুচিপতি রামগুপ্তের সম্মুখে করজোড়ে জানু পাতিয়া বসিল এবং গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিল যে শকরাজা প্রবল শত্রু। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং তাহারা নাগরিকদের প্রতিভূস্বরূপ সম্রাট সকাশে নিবেদন করিতে আসিয়াছে যে সম্রাট যেন পাটলিপুত্রের নাগরিকগণের অনুরোধে ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় প্রেরণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা দূর করেন।

রুচিপতি নিজে উঠিয়া ভদ্রিলকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল এবং বলিল, "এইবার কথা কটা বলে ফেল, বাপধন! বাইরে দাঁড়িয়ে মথুরার দূত বেটা বড় লম্বা চওড়া বচন দিচ্ছে। তাকে বলিগে যা বেটা যা, ধ্রুবাদেবীকে নিয়ে যা।"

রামগুপ্ত সন্দিগ্ধচিত্তে বলিলেন, "রুচি, নাগরিকেরা কি তোমার কথা শুনবে?"

"সে ভার আমার। কিছু পয়সা খরচ করতে পারলে, লোকমত গড়ে তুলতে পারি।"

"তবে তাই কর।"

"জয় হোক্ বাবা, রামভদ্র। প্রজার অনুরোধে ভগবান রামচন্দ্র লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। প্রজার অনুরোধে অনেক রাজাকেই অনেক কুকাজ করতে হয়। তুমি এখন এক কাজ কর। সকাল বেলায় যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত কর। রক্ষী আর দণ্ডধর পাঠিয়ে দিয়ে শিবিকা পাঠিয়ে দাও। ধ্রুবাদেবীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আন। উপস্থিত আমি ভদ্রিলের সঙ্গে নগরে লোকমত গড়ে তুলতে চললুম।"

রুচিপতি ও ভদ্রিল মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলে সম্রাট রামগুপ্ত মূক দণ্ডধরকে ইঙ্গিত করিলেন। সে বাহিরে গিয়া একজন রক্ষীকে ডাকিয়া আনিল। রক্ষীর উপরে আদেশ হইল যে, সে যেন দশ জন প্রতিহার, দশ জন দণ্ডধর, ছত্রধারী, চামরধারী ও সুবর্ণ শিবিকা লইয়া গিয়া মহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে প্রাসাদে ফিরাইয়া আনে।

আদেশ পাইয়াও রক্ষী বাহিরে গেল না। সে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজাধিরাজের জয়! পরমেশ্বরী পরম ভট্টারিকা পট্টমহাদেবী দত্তদেবী মন্ত্রগৃহের দুয়ারে দণ্ডায়মান।"

চমকিয়া উঠিয়া রামগুপ্ত বলিলেন, "কি বললি? দত্তদেবী?"

রক্ষী মিনতি করিয়া বলিল, "পরম ভট্টারক, আমি রাজবংশের পুরাতন ভৃত্য, মিথ্যা বলি নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দ হইতে দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, দণ্ডধর মিথ্যা বলে নি। সত্যসত্যই আমি দত্তদেবী।" বলিতে বলিতে দত্তদেবী ও জয়স্বামিনী মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন।

রামগুপ্ত কম্পিত পদে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলেন এবং ভয়ের ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া দত্তদেবীকে বলিলেন, "এ প্রাসাদে আপনি কার অনুমতির অপেক্ষা করেছিলেন? এ প্রাসাদ আপনার।"

এ কথার উত্তর না দিয়া বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "পুত্র, তুমি সমুদ্রগুপ্তের সন্তান, তোমার এ কি আচরণ?"

জয়স্বামিনী—"বল্‌লে বোঝে না ভাই। আমি এখন বুড়ো হয়েছি। কোন কথা বলতে গেলে হেসে উড়িয়ে দেয়।"

রামগুপ্ত—"অপরাধ ক্ষমা কর মা, ধ্রুবার কথা বলছ! আমি তার প্রতি পশুর মত আচরণ করেছি। কিন্তু মা, আমি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। এই মাত্র প্রতিহার ও

দণ্ডধরদের সঙ্গে শিবিকা দিয়ে পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আন্‌তে পাঠিয়েছি।”

রামগুপ্তের উত্তর শুনিয়া দত্তদেবী চিন্তিতা হইলেন। তাঁর মনে হইল—এ কি ধ্রুবার ভুল, না তাঁহার নিজের ভুল? তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, “রাম, সত্যই কি তুমি ধ্রুবাকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠিয়েছ?”

তখন রামগুপ্তের মস্তিক বিকার দূর হইয়াছে। তিনি দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উভয়পদ ধরিয়া বলিলেন, “তোমার গর্ভে জন্মাইনি বটে, কিন্তু জন্ম অবধি জানি যে, তুমিই আমার মা। তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শ করে বল্‌ছি যে এইমাত্র আমি দশজন দণ্ডধর, দশজন প্রতিহার ও সুবর্ণ শিবিকা ধ্রুবাদেবীর সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছি।”

বিশেষ চিন্তিত হইয়া দত্তদেবী জয়স্বামিনীকে বলিলেন, “জয়া, এ তবে আমারই ভুল। ধ্রুবা আমার অনুমতি না পেলে ফিরবে না। আমি তবে ফিরে যাই।”

রামগুপ্ত সেই অবস্থায় বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মা, অনুগ্রহ করে যদি নিজের প্রাসাদে ফিরে এসেছ তবে মর্য্যাদা আবার ফিরিয়ে নাও। তুমি এখনও পট্টমহাদেবী। তোমার যানবাহন সমস্তই প্রস্তুত আছে।”

“না পুত্র, আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও। আমার আর মর্য্যাদার প্রয়োজন নেই। ধ্রুবাকে পাঠিয়ে দিচ্চি। সে বড় অভিমানিনী। তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক’রো। আয় জয়া, তোর পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বি।”

দত্তদেবী ও জয়স্বামিনীর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীও চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রামগুপ্ত হাসিতে হাসিতে সুখাসনের উপর গড়াইয়া পড়িলেন এবং আপন মনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এমন সময় রুচিপতি কোথায় গেল? কি সুন্দর অভিনয় করলাম! কিছুই দেখতে পেল না।"

তখন কাচপাত্রে কাশ্মীর দেশীয় সুরা আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মথুরা যাত্রা

পট্টমহাদেবী দত্তদেবী যখন মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন অসংখ্য নাগরিক প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দেবগুপ্তের দীর্ঘ শ্মশ্রু ও রবিগুপ্তের শুক্ল কেশ দেখা যাইতেছিল। পাটলিপুত্রের নগরপ্রধান ইন্দ্রদ্যুতি ও নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ এবং পৌরসঙ্ঘের অধিনায়ক জয়কেশী সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তোরণের প্রতিহার ও দণ্ডধরগণ বিদ্রোহের আশঙ্কায় অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন নাগরিকই তাহাদের প্রতি দৃকপাত করিতেছিল না। একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল "আমার নাতি এইমাত্র প্রয়াগ থেকে ফিরে এসেছে। সে বল্‌লে যে "শকসেনা প্রয়াগদুর্গ অধিকার করেছে।"

দ্বিতীয় নাগরিক বলিল, "গুপ্ত সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী শকরাজার পদসেবা করতে মথুরায় যাবেন, এও কানে শুন্‌তে হ'ল? আজ কোথায় সমুদ্রগুপ্ত? তোমার বংশের শেষে এই পরিণাম?"

মনের আবেগে তৃতীয় নাগরিক বলিয়া উঠিল, "এমন সময় যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত কোথায় গেলেন?"

দেবগুপ্ত স্তব্ধ হইয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সমস্তই মিথ্যা কথা। এ সকল কথা যে রটনা করছে, তাব জিহ্বা সমূলে উৎপাটন করে ফেল্‌ব।"

তৃতীয় নাগরিক উত্তরে বলিল, "প্রভু, যে সকল নাগরিক এখানে উপস্থিত আছে, তারা সকলেই একথা শুনেছে। দণ্ডধরেরা বল্‌ছে যে শকরাজের দূত একটু আগে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ধ্রুবাদেবীকে এখনই মথুরায় পাঠাতে আদেশ করে গেছে।'

রবিগুপ্ত স্থির হইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাগরিকগণ, চেন আমি কে? সমুদ্রগুপ্ত গিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষম মায়ায় জড়িত হয়ে আমি এখনও তোমাদের পরিত্যাগ করতে পারি নি। এ সকল কথা নিজের কানে শুনলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। নিশ্চয় এ কোন ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল। সাম্রাজ্যের কোন ভীষণ শত্রু নিজের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করবার জন্য এই সকল মিথ্যা কথা রটাচ্ছে। মহাদেবী ধ্রুবাদেবী প্রাসাদে ফিরে এসেছেন।

মহারাজ রামগুপ্ত যা কিছু অন্যায় করেছিলেন, এইবার তা সমস্তই সংশোধিত হয়ে যাবে।"

জয়নাগ বলিল, "পট্টমহাদেবী দত্তদেবী কিন্তু গঙ্গাদ্বারের পথে প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছেন।"

শুনিয়া বিস্মিত হইয়া দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "সে সংবাদ ত এখনও আমরা জানি না।"

পিছন হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "এই যে নূতন মন্ত্রী আর সেনাপতি এলেন।"

সুবর্ণ দণ্ডধর প্রতিহার পরিবৃত রুচিপতি ও ভদ্রিল প্রাসাদে ফিরিতেছিল। সম্মুখে জনতা দেখিয়া রুচিপতি নগর ঘোষকের মত উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, "নাগরিকগণ, তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মহারাজ রামগুপ্ত অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হলেও শকরাজার অনুরোধে পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও। আর যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই।"

রবিগুপ্ত ক্ষিপ্ত হইয়া রুচিপতির গ্রীবা ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌লি, নরাধম?"

রুচিপতি দেবগুপ্ত ও রবিগুপ্তকে ভাল করিয়াই চিনিত এবং বিষম জনতার মধ্যে তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীতও হইয়াছিল। সে অতি ধীরে বৃদ্ধের হাত ছাড়াইয়া অতি নম্রভাবে বলিল, "ভদ্র, রাজ আদেশ নাগরিকদের জ্ঞাপন করছি মাত্র। আপনি কে তা জানি না, তবে আপনি বয়সে বড়, সুতরাং আপনার কটূ সম্ভাষণ আমার পক্ষে আশীর্ব্বাদ।

আমি রাজভৃত্য মাত্র। রাজ আদেশে এই আনন্দ সংবাদ নগরের পথে পথে জ্ঞাপন করে বেড়াচ্ছি। পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা শকরাজার সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা দেখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। সেই জন্য তাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষী ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় প্রেরণ করতে সম্মত হয়েছেন।"

রুচিপতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নাগরিকগণের মধ্যে ভীষণ কলরব উঠিল। একজন বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা।"

আর একজন বলিয়া উঠিল, "কে বলে পাটলিপুত্রের নাগরিক যুদ্ধে কাতর?"

তৃতীয় জন বলিল, মহারাজের কাছে কে অনুরোধ করতে গিয়েছিল?"

জয়নাগ জিজ্ঞাসা করিল, "সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর পটলিপুত্রের কোন পল্লীর কোন নাগরিক প্রাসাদে নূতন মহারাজের কাছে আবেদন করতে গিয়েছিল?"

কেহ কোন উত্তর দিল না। পশ্চাৎ হইতে একজন নাগরিক বলিয়া উঠিল, "হায়, হায়, এমন সময় যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

ইন্দ্রদ্যুতি তাহাকে বলিল, "তিনি এইমাত্র রুচিপতির সন্ধানে প্রাসাদে এসেছিলেন।"

রুচিপতি ভদ্রিলের দিকে চাহিয়া জনান্তিকে বলিল, "ঠিক সময় বেরিয়ে পড়া গিয়েছে হে।" তাহার পর সামলাইয়া

লইয়া নাগরিকদের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাপ সকল, আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বিশ্বাস করো না। আমি রাজভৃত্য, মহারাজাধিরাজের আদেশ তোমাদেব জানিয়ে গেলাম। এস হে ভদ্রিল।"

রুচিপতি ও ভদ্রিল তোরণের ভিতর গিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তখন দেবগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি রুচিপতি?"

জয়নাগ উত্তর দিল, "হাঁ প্রভু, ইনিই আপনার উত্তরাধিকারী মহানায়ক মহামাত্য রুচিপতি শর্ম্মা।"

রবিগুপ্ত—"চল দেবগুপ্ত, দত্তদেবীর সন্ধানে যাই।"

জয়নাগ –"প্রভু, বলে দিন, এ অবস্থায় আমরা কি করব?"

রবিগুপ্ত—"নূতন সম্রাটের মতিচ্ছন্ন ধরেছে, নগরশ্রেষ্ঠী। প্রতি পল্লীতে নাগরিকগণকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের এত বড বিপদ অনেকদিন হয় নি।"

জয়নাগ—"প্রভু, যে দিন রামগুপ্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, সেইদিন থেকে এই দুর্দিনের আশঙ্কায় কেবল পাটলিপুত্রের পল্লীতে পল্লীতে নয়, সাম্রাজ্যের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে সকলে দিবারাত্রি প্রস্তুত আছে। আজ কিন্তু দেশে নেতার অভাব। মনে করেছ কি যারা তোমার অধীনে অস্ত্র ধরেছে তারা রুচিপতি আর চন্দনার ভ্রাতা ভদ্রিলের অধীনে যুদ্ধ করবে?"

রবিগুপ্ত—"চিন্তা করো না বৃদ্ধ জয়নাগ, ভগবান আছেন। কুমার চন্দ্রগুপ্তের কাছে যাও। আবশ্যক হলে বৃদ্ধ রবিগুপ্তও ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ হবে না।"

নাগরিকগণ চন্দ্রগুপ্তের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ আবার কহিল, "প্রভু, পৌরসঙ্ঘ স্বর্গগত মহারাজের মৃত্যুর পরেই যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেছেন।"

রবিগুপ্ত—"জয়নাগ, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র পিতার আদেশ অমান্য করবে না। কিন্তু পিতৃভূমি রক্ষার জন্য সে দেহের শেষ শোণিত বিন্দু পর্য্যন্ত উল্লাসে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যয় করবে।"

ইন্দ্রদ্যুতি—"প্রভু, আমরা যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা?"

রবিগুপ্ত—"আমরা কি?"

ইন্দ্রদ্যুতি—"আমরা শুনেছি যে মহানায়ক হরিষেণ আর রুদ্রভূতির মত আপনারাও পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।"

রবিগুপ্ত—"মনে করেছিলাম যাব। কিন্তু দত্তদেবীর সাম্রাজ্যে এখনও বৃদ্ধের প্রয়োজন আছে।"

সহসা জয়নাগ রাজপথের ধূলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার দীর্ঘ শুভ্র কেশপাশ রবিগুপ্তের পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত হইল। তাহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে এমন কি রামগুপ্তের দণ্ডধর ও প্রতিহার পর্য্যন্ত ধূলায় বসিয়া মস্তক অবনত করিল। বৃদ্ধ নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে

বলিল, "পিতা, আমাদের রক্ষা কর, পাটলিপুত্র আজ অনাথ। কেবল সাম্রাজ্য নয়, আজ ভরতের ভারতবর্ষের, প্রতি নগর, তোমার মত বৃদ্ধের আশায় পথ চেয়ে আছে।"

বৃদ্ধ সেনাপতিও অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি বলিলেন "না যাব না, যতদিন সমুদ্রগুপ্তের নগর রক্ষার প্রয়োজন আছে, ততদিন, দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করবে না।"

সকলে বৃদ্ধদ্বয়ের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন রবিগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কে আছে?"

ইন্দ্রদ্যুতি উত্তর দিল, "কেবল নটীমুখ্যা মাধবসেনা।"

রবিগুপ্ত—"তোমরা একদল চন্দ্রগুপ্তের শরীর রক্ষায় যাও। ইন্দ্রদ্যুতি, তুমি শত নাগরিক নিয়ে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের নিকট যাও। জয়নাগ, প্রত্যেক পল্লীর সুস্থ নাগরিক, সমস্ত সুস্থ নাগরিক একত্র করে অস্ত্র সংগ্রহ কর। আমরা দুজনে মহাশ্মশানে দত্তদেবীর কাছে যাচ্ছি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রামগুপ্ত

আবার মন্ত্রগৃহ। সিংহাসনে রামগুপ্ত, সম্মুখে রুচিপতি ও ভদ্রিল।

নূতন সম্রাট বলিতেছেন, "দত্তদেবীর সামনে কি সুন্দর অভিনয়টা করলাম, একবার দেখলে না হে?"

রুচিপতি শুষ্কমুখে কহিল, "পিলে চমকে গেছে, বাপধন। এখন কি আর চোখে দেখতে পাচ্ছি? শুনছি চন্দ্রগুপ্ত নগরের ঘরে ঘরে আমার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে,—বল্‌ছে যে ধ্রুবাকে উদ্যানবিহারে নিয়ে যেতে চায় সে, রুচিপতিটা কে? একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। বাপ!"

রামগুপ্ত—"তুমি যে ভয়েই অস্থির হে? এত দণ্ডধর, এত প্রতিহার—এর মধ্যে একা চন্দ্রগুপ্ত এসে তোমার কি করবে? এইবার ঠাকরুণটিকে সটান মথুরায় প্রেরণ। তিনি কোথায়?"

রুচিপতি—"পাশের ঘর বন্ধ।',

রামগুপ্ত—"বিলম্বে প্রয়োজন কি? যাও না হে, ভদ্রিল, তাঁকে এখানে নিয়ে এস না?"

ভদ্রিল বাহির হইয়া গেল। তখন রুচিপতি আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "দেখ মহারাজ, এই চন্দ্রগুপ্তটাকে শীঘ্র পরপারে পাঠাতে না পারলে, রুচিপতির উদ্যান বিহারে অরুচি হয়ে যাবে।"

উত্তরে রামগুপ্ত বলিলেন, "ভয় কি, গুরু? কালই তার ছিন্নমুণ্ড প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণে টাঙিয়ে দেব।"

রুচিপতি—"রামভদ্র, কাজটা যত সহজ মনে করছ, ততটা নয়। পাটলিপুত্রের সমস্ত লোক এখনও চন্দ্রগুপ্তের কথায় মরে বাঁচে।"

এই সময় ভদ্রিল ধ্রুবাদেবীকে সঙ্গে করিয়া মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রুচিপতি সুখাসন ছাড়িয়া বলিল, "মহারাজ, দাম্পত্য প্রেমালাপটা নিভৃতেই ভাল। আমি এখন সরে পড়ি।"

রুচিপতি চলিয়া গেলে রামগুপ্ত ধ্রুবাদেবীর দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "এস প্রাণেশ্বরী, আজ বিষম বিপদে পড়ে তোমাকে মন্ত্রগৃহে ডাকতে বাধ্য হয়েছি।"

ধ্রুবাদেবী প্রণাম করিয়া জানু পাতিয়া করজোড়ে বলিলেন, "আর্য্য, আপনি আমার ভাসুর, সুতরাং পিতৃতুল্য। আমাকে অসংযত সম্বোধন আপনার শোভা পায় না।"

এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া, রামগুপ্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমার অযোগ্য। আমি এতদিন তোমার মূল্য বুঝতে পারি নি। তোমার সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করেছি। প্রিয়তমে, তুমি আমার আঁধার হৃদয়ের পূর্ণচন্দ্র,—"।

এই সময়ে অতিরিক্ত সুরাপানে মহারাজ রামগুপ্তের হিক্কা আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রেম সম্ভাষণের ভয়ে ধ্রুবাদেবী পিছাইয়া গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি

আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাগ্‌দত্তা পত্নী, আপনার কুলবধূ। অসহায়া, অনাথা নারীর প্রতি অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগে ফল কি ?"

রামগুপ্ত—"মহাদেবী, আজ অসহায় হয়ে তোমার শরণাগত হয়েছি।"

ধ্রুবা—"আর্য্য, আমি আপনার কুলবধূ মাত্র, মহাদেবী নই। সুতরাং রাষ্ট্রনীতির কিছুই বুঝি না। যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয় মহাদেবী দত্তদেবী আছেন।"

রামগুপ্ত—"প্রিয়ে, আজ তুমি ভিন্ন রামগুপ্তের অন্য গতি নাই।"

ধ্রুবা—"অনাথা, অবলা নারীর প্রতি অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করে যদি আপনি তৃপ্তিলাভ করেন পিতা, তা হ'লে আমি উপায়হীনা। আমি মহারাজের দাসানুদাসী।"

রামগুপ্ত—"দেবী, পিতার মৃত্যুর পরে শক রাজা সহসা প্রবল হয়ে উঠেছে। সে হঠাৎ কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার করে দূতমুখে বলে পাঠিয়েছে যে গুপ্তসাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় না পাঠালে সে পাটলিপুত্র নগর ধ্বংস করবে।"

অকস্মাৎ ধ্রুবাদেবী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি সোদ্বেগে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, পিতা, আমি মথুরায়—?"

রামগুপ্ত—"প্রিয়তমে, একথা বলতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে যে পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা শকরাজার আক্রমণের

ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। তাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি তোমাকে মথুরায় পাঠাতে অঙ্গীকার করেছি।"

নিরপরাধা অবলা নারীর পায়ের তলা হইতে সহসা যেন মেদিনী সরিয়া গেল। ধ্রুবাদেবী বসিয়া পড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, আমি অবলা নারী, দয়া করুন, ক্ষমা করুন।"

রামগুপ্ত সে কথা কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রেয়সী, পট্টমহাদেবী, সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা। তোমার পতিভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উপরে গুপ্তসাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তুমি যে আমার নয়নের মণি, বক্ষের পঞ্জর। তোমাকে মথুরায় পাঠিয়ে আমি কি আর জীবিত থাকব? কিন্তু উপায় নেই—রাজার কর্ত্তব্য অতি কঠোর—"

অভাগিনী ধ্রুবাদেবী জ্ঞান হারাইয়া সেইখানে লুটাইয়া পড়িলেন। ভদ্রিল গণিকাপুত্র হইলেও রামগুপ্ত বা রুচিপতির মত পশু হইয়া উঠে নাই। ধ্রুবাদেবীকে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, ইনি যে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছেন।"

মহারাজ ইঙ্গিত করিলেন এবং একজন মূক দণ্ডধর বাহিরে চলিয়া গেল। তখন ভদ্রিল আবার কহিল, "এখন আর কিছু না বললেই ভাল হয়।"

ইহার পর মূক দণ্ডধর একজন দাসীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। রামগুপ্তের আদেশে সে ধ্রুবাদেবীর মুখে জল ছিটাইয়া বাতাস করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার

জ্ঞান হইলে, তিনি দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দাসী মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় নাই, দেবী।"

ধ্রুবাদেবী অতি ধীরে বলিলেন, "মহারাজ আমাকে মথুরায় পাঠাচ্ছে। যদি পার আমার স্বামীকে—কুমার চন্দ্রগুপ্তকে সংবাদ দিও।"

এই সময় রামগুপ্ত দাসীকে চলিয়া যাইতে আদেশ করাতে সে উঠিয়া গেল। সে দাসী নটীমুখ্যা মাধবসেনা।

ভদ্রিল কহিল, "ধ্রুবাদেবীর চেতনা ফিরেছে, মহারাজ।"

ধ্রুবাদেবী উঠিয়া বসিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহার মুখ হইতে বায়ুবিক্ষুব্ধ স্রোতরাশির ন্যায় বাক্য বহিল, "মহারাজ, আমি ত আপনার পট্টমহাদেবী নই, তবে কেন আমায় মথুরায় পাঠাচ্ছেন? আমি যে আপনার ভ্রাতৃবধূ! শক রাজার পদসেবা করতে আমাকে মথুরায় পাঠালে, ত্রিভুবন যে যুগযুগান্তর ধরে আপনার অপযশ ঘোষণা করবে! মহারাজ, আপনি রাজা, প্রভু। আপনি পিতৃতুল্য। আপনি যদি বলপ্রয়োগ করে আমাকে মথুরায় পাঠান, তাহ'লে আমার কোনই উপায় নেই। কিন্তু মহারাজ একবার আপনার পিতার নাম স্মরণ করুন, বংশগৌরবের কথা স্মরণ করুন। আপনি যে ক্ষত্রিয়!"

"কি করব, মহাদেবী?"

"কি করবে? তুমি না ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয়ের কাছে যে স্ত্রী, অসি বা অশ্ব কামনা করে, সে যুদ্ধ প্রার্থনা করে। যুদ্ধ

কর, মহারাজ। অসি কোষমুক্ত কর। পাটলিপুত্রের সহস্র সহস্র নাগরিক সানন্দে তোমার সঙ্গে অনন্ত যাত্রা করবে। মথুরা জয় করে পাটলিপুত্রে ফিরে এস।”

রামগুপ্ত—“অসম্ভব, মহাদেবী! রাজ্য বিশৃঙ্খল, ভাণ্ডার অর্থশূন্য, সেনাদল নায়কহান, শকরাজা প্রবল।”

তীব্রবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধ্রুবাদেবী দ্রুত বলিতে আরম্ভ করিলেন, “মহারাজ, একবার নারীর কথা শোন। প্রাসাদের তোরণে দাঁড়িয়ে একবার উচ্চকণ্ঠে বল, ‘পাটলিপুত্রে পুরুষ কে আছ? মগধে মাতার পুত্র কে আছ? আমি আর্য্যনারীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে মথুরায় যাব। তোমরা আমার সঙ্গে এস।’ মগধ জাতিকে তুমি এখনও চেন নি মহারাজ, সহস্র বর্ষ ধরে যে জাতি ভারতবর্ষ শাসন করে এসেছে, সে এখনও নিবীর্য্য হয় নি।”

রামগুপ্ত—“প্রিয়ে, আমি সকল দিক বিবেচনা ক’রে তবে তোমাকে মথুরায় পাঠাতে অঙ্গীকার করেছি। তুমি পাটলিপুত্র নগর রক্ষা কর। আমি একবৎসরের মধ্যে মথুরা জয় করে তোমাকে ফিরিয়ে আনব।”

ধ্রুবাদেবী—“ছি ছি পিতা, একথা তোমার অযোগ্য। তুমি না ক্ষত্রিয়? তুমি না রাজা? তুমি না সমুদ্রগুপ্তের পুত্র? ছিঃ, তুমি এক বৎসরের মধ্যে মথুরা জয় করবে? তুমি রাজা নও, তুমি পুরুষ নামের অযোগ্য, তুমি দাসীপুত্র।”

রামগুপ্ত—“তোর যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা? ভদ্রিল একে বাঁধ।”

ভদ্রিল হাত তুলিবার পূর্ব্বেই দুইজন প্রতিহার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত, রুদ্রভূতি, বিশ্বরূপ প্রভৃতি সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান মহানায়কবর্গ সমুদ্রগৃহের দুয়ারে দণ্ডায়মান।"

রামগুপ্ত অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বল, যে আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। আমার আদেশ ভিন্ন কেহ যেন সমুদ্রগৃহ হ'তে মন্ত্রগৃহে আসতে না পারে।"

প্রতিহারীরা সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। তখন ভদ্রিল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবাদেবী রমণী, আমি কেমন করে তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করব?"

রামগুপ্ত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রতিহার দুইজন আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, অসংখ্য নাগরিক ও পৌরসঙ্ঘের সৈন্য নিয়ে পট্টমহাদেবী দত্তদেবী মন্ত্রগৃহে আসছেন, কেউ তাকে নিবারণ করতে পারছে না।"

এইবার রামগুপ্তের প্রাণে ভয় আসিল। তিনি হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে সিংহাসনে বসিয়া মুকুট ধারণ করিলেই সর্ব্বত্র যথেচ্ছাচার করা যায় না। মুখের শিকার পাছে দত্তদেবী কাড়িয়া লইয়া যান, সেইভয়ে রামগুপ্ত আবার ধ্রুবাদেবীকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। ভদ্রিল দ্বিতীয়বার অস্বীকার করিল। তখন হতাশ হইয়া মহারাজ রামগুপ্ত বলিলেন, "তবে আমিই বাঁধি।"

তখন সাহস পাইয়া ধ্রুবাদেবী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না, মহারাজ। অভাগিনী অবলা নারীর প্রতি মহারাজাধিরাজের যখন এত অসীম দয়া, তখন আমি স্বেচ্ছায় মথুরায় যাব।"

সহসা মন্ত্রগৃহের দ্বারে বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দ হইল "কাকে বাঁধছ, রামগুপ্ত? মহাদেবী ধ্রুবাদেবী কোথায়?"

দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ মহারাজাধিবাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবা ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধা দত্তদেবীর বুকের উপর প'ড়ল। আৰ্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা!"

দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "ধ্রুবা, ধ্রুবা, মা আমার!"

রামগুপ্ত বুঝিলেন, হয়ত বা এই মুহূর্ত্তেই সিংহাসন হইতে গড়াইয়া পড়িতে হইবে। তখন সমুদ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র তীব্র কর্কশ ভাষায় দত্তদেবীকে বলিলেন, "আপনি কার অনুমতিতে মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করেছেন?"

রামগুপ্তকে পিছনে রাখিয়া, সিংহাসনকে অভিবাদন করিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ কি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত জানেন, দত্তদেবী কে?"

"আপনি আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।"

"ওরে কুক্কুর ভুলে গিয়েছিস, কে তোকে ঐ সিংহাসনে বসিয়েছিল? ওরে দাসীপুত্র, কার সিংহাসনে বসে আছিস্ তা জানিস্? জানিস্ আমি তোর মাতার মত সমুদ্রগুপ্তের উপপত্নী নই, আমি পট্টমহাদেবী। আর্য্যপট্ট থেকে নেমে আয়।"

"কে আছিস, এই বুড়িকে বাঁধ।"

সিংহীতুল্যা বৃদ্ধা মহাদেবীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও ভরসা হইল না। তখন দত্তদেবী আদেশ করিলেন, "পাটলিপুত্র মহানগরে পুরুষ কে আছ?"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগণিত সশস্ত্র নাগরিক মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিল এবং সভাকুট্টিম ভরিয়া ফেলিল। আবার আদেশ হইল, "এই কুলাঙ্গারকে আর্য্যপট্ট থেকে নামিয়ে বন্দী কর।"

বৃদ্ধ নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ, ইন্দ্রদ্যুতি ও জয়কেশীর সহিত ধ্রুবাদেবীর সম্মুখে দাঁড়াইল। জয়নাগ এক লম্ফে আর্য্যপট্টে উঠিয়া রামগুপ্তের হাত ধরিয়া কহিল, "নেমে এস, রামগুপ্ত।"

ইন্দ্রদ্যুতি রামগুপ্তের আর এক হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, "ও জায়গাটায় পথ ভুলে উঠেছিলে, ক'মাস বড় জ্বালিয়েছ।"

সহসা ভীষণ জয়ধ্বনিতে পাষাণময় প্রাসাদের সর্ব্বাংশ কাঁপিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়?"

জনতা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মাধবসেনার সহিত চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ধ্রুবাদেবী তখন দত্তদেবীর পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকিয়া উঠিলেন, "ধ্রুবা, ধ্রুবা!"

পশ্চাৎ হইতে মাধবসেনা বলিয়া উঠিল, "যুবরাজ, এই যে ধ্রুবাদেবী, মহাদেবী দত্তদেবীর পিছনে।"

চন্দ্রগুপ্ত আবার বলিয়া উঠিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই।" পরে মাতাকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "এই যে মা! এসেছ?"

মন্ত্রমুগ্ধার মত বৃদ্ধা পট্টমহাদেবী পুত্রকে দেখিতেছিলেন। এতক্ষনে তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চন্দ্র, এই সিংহাসন তোমার। আমি অভিমানভরে বড় ভুল করেছি। এখন সে ভুল সংশোধন করতে চাই। সিংহাসনে উপবেশন করে দণ্ড ধারন কর। শক রাজা প্রয়াগ অধিকার করেছে, তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "তোমার সকল আদেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করব মা, কেবল এই আদেশটি পরিহার কর। তোমার আদেশে সিংহাসনের পথ পরিত্যাগ করেছি। তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, রামগুপ্ত জীবিত থাকতে আর্য্যপট্ট স্পর্শ করব না। সে কথা কি বিস্মৃত হয়েছ, মা? তুমি যে মা আমার সমস্ত জীবনশক্তির মূল। তুমি ভুলে যেতে পার, কিন্তু আমি ত পারি না।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধা দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "জয়নাগ, ইন্দ্রদ্যুতি, রামগুপ্তকে হত্যা কর, সিংহাসনের কণ্টক দূর কর, তা না হলে সাম্রাজ্য রসাতলে যাবে। পাটলিপুত্র ধ্বংস হবে"।

দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া অথচ মুক্ত অসি হস্তে ইন্দ্রদ্যুতির গতিরোধ করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "মা,

হঠাৎ কি ভুলে গেলে যে আমিও সমুদ্রগুপ্তের পুত্র? আমার সামনে একজন সামান্য নাগরিক আমার ভ্রাতাকে হত্যা করবে, আর আমি নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত তাই দাঁড়িয়ে দেখব? এ অসম্ভব আদেশ কেন দিচ্ছ, মা? তার আগে আমাকে হত্যা করতে আদেশ কর।"

অনন্ত আকাশ যদি সমুদ্রগুপ্তের বৃদ্ধা মহিষীর মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও তিনি এত বিস্মিতা হইতেন না। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন গ্রহনও করিবে না এবং সিংহাসনের কণ্টকও দূর করিতে দিবে না। রাজ্য বিশৃঙ্খল, চিরশত্রু শকরাজা সাম্রাজ্যের তোরণে দাঁড়াইয়া পাটলিপুত্রের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। দত্তদেবীর অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল, "তবে কি হবে, চন্দ্র?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "মা, যতদিন রামগুপ্ত জীবিত আছে, সাম্রাজ্য ততদিন তাঁর। সমুদ্রগুপ্তের আদেশ তোমার আদেশে প্রতিষিদ্ধ হতে পারে না। জয়নাগ মহারাজাধিরাজের বন্ধন মোচন কর।"

তখন প্রাণভয়ে কম্পমান রামগুপ্তের দিকে ফিরিয়া কুমার চন্দ্রগুপ্ত অসি ফিরাইয়া তাঁহাকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিলেন। তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে আর্য্যপট্টে বসাইয়া বলিলেন, "মহারাজাধিরাজ, তোমার দীন প্রজার অভিবাদন গ্রহণ কর। স্বচ্ছন্দে এই সিংহাসন উপভোগ কর। কিন্তু মনে রেখ, মহারাজ' যতক্ষণ প্রজার

মঙ্গল বিধান করবে, ততক্ষণ রাজ্য তোমার। অত্যাচারী রাজার পরিণাম মনে রেখ। চলে এস, মা।"

হঠাৎ ধ্রুবাদেবী অগ্রসর হইয়া আসিয়া চন্দ্রগুপ্তকে প্রণাম করিলেন। তারপর বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, অনুমতি কর, রাজ আদেশে মথুরায় যাব।"

ভয়ে ব্যস্ত হইয়া রামগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "এখন আর দরকার হবে না।"

ধ্রুবা আর্য্যপট্টের সম্মুখে নতজানু হইয়া বলিল, "মহারাজ, ধরবংশের কন্যা সহজে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। যখন সিংহাসনের প্রান্তে পড়ে মিনতি করেছি, বলেছি, আমি অসহায়া, অবলা, অনাথার উপর অত্যাচার করো না, তখন শোন নি। বল প্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ছেড়েছ। এখন আমি প্রতিশ্রুতা, সুতরাং নিশ্চয়ই মথুরায় যাব।"

এতক্ষণে যেন চন্দ্রগুপ্তের চমক ভাঙ্গিল। তিনি উভয় হস্তে ধ্রুবাদেবীর স্কন্ধ ধারণ করিয়া তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি বললে? তুমি মথুরায় যাবে? তুমি ধ্রুবা রুদ্রধরের কন্যা, সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী? আমার অনুমতি চাও? ধ্রুবা, আমি অনুমতি দেবার কে?"

ধ্রুবা—"স্বামী, তুমি অনুমতি না দিলে কে দেবে? সত্য করেছি, সত্যরক্ষা কর, প্রভু।"

চন্দ্রগুপ্ত—"সত্য? সমস্ত সত্য ঘোর মিথ্যা। সংসারের মধ্যে পুঞ্জীভূত মিথ্যা, সত্য ও শাস্ত্রের আকার ধরে বেড়ায়।

ধ্রুবা, বিশ্বসংসার জানত যে তুমি আমার। তোমার পিতা বৃদ্ধ মহানায়ক রুদ্রধর ধ্রুবাকে আমাকে দিতে বাগদত্ত হয়েছিলেন, দেবতা সাক্ষী, পাটলিপুত্রের লক্ষ নাগরিক সাক্ষী, আমার প্রাণ সাক্ষী। কিন্তু ধ্রুবা, সংসারে সত্য আর ব্যবহার শাস্ত্র কি বললে জান? বললে, তুমি সাম্রাজ্যের যুবরাজের বাগদত্তা পত্নী, আমার নয়।"

ধ্রুবা—"অসহ্য যন্ত্রনা, নারকীয় ব্যবহার, অশ্লীল ভাষা, সমস্ত সহ্য করেও আমি তোমারই দাসী। রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে ধরে নিয়ে যেতে যায়, তা শুনেও আমি তোমার চরণ ধ্যান করি। কিন্তু ঐ দাসীপুত্র রাজা, আমাকে মথুরায় যেতে অঙ্গীকার করিয়েছে। আমি রুদ্রধরের কন্যা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না।"

চন্দ্রগুপ্ত—"ধ্রুবা, পিতার মর্য্যাদা আর মাতার আদেশ স্মরণ করে রক্তমাংসের হৃৎপিণ্ডটাকে জড় পাষাণ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু স্রোতের মুখে সে পাষাণ ভেসে গেল। ধ্রুবা, তুমি জান, তুমি আমার কে। কিন্তু এখন তুমি মহারাজের বাগ্‌দত্তা পত্নী, আর আমি পথের ভিখারী। কিন্তু পথের ধুলায় কুকুরের মত পড়ে থেকেও নটীর ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করেও ভুলতে পারি নি যে ধ্রুবা আমার।"

সহসা কুমার চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আত্মসম্বরণ করিয়া যখন তিনি মুখ তুলিলেন, তখন দেখিলেন ধ্রুবাদেবীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দত্তদেবী নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন। এক রামগুপ্ত ব্যতীত মন্ত্রগৃহের সকলেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত।

মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, ক্ষমা কর। তোমার আদেশে সুখের ক্রোড়ে লালিত রাজপুত্রের কোমল হৃদয় গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করি। কিন্তু তবু ভুলতে পারি নি যে ধ্রুবা আমার। জীবনে কখনও মদ্যপান করি নি। শেষে ধ্রুবাকে ভোলবার জন্য আকণ্ঠ সুরা পান করেছি, উন্মত্ত হয়েছি। কিন্তু অবশেষে সুরাও বলে দিয়েছে, ভোলা যায় না। নানাপ্রকাব অনাচার করতে গিয়েছি, কিন্তু অশরীরী কুয়াসার মত স্বচ্ছ ব্যবধান আমার সন্মুখে এসে দাঁড়ায়। তা থেকে ধীরে ধীরে ধ্রুবার অস্পষ্ট অপ্রতিম মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। কিন্তু স্পর্শ কবতে গেলে আলোকে মিশিয়ে যায়। সেই ধ্রুবা, সেই আমি। আমি জীবিত থাকতে ধ্রুবা মথুরায় যাবে? অসম্ভব, মা।"

দত্তদেবীর কোলে মুখ লুকাইযা ধ্রুবাদেবী বলিলেন, "কখনও তোমার আদেশ অবহেলা করি নি, প্রভু, কিন্তু তুমি আজ অনুমতি কর, এ পাপ পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করে যাই। দেবতা সাক্ষী, তুমি আমার স্বামী। কিন্তু তুমি ত আমাকে গ্রহণ কর নি, বিপদে রক্ষা কর নি। তোমার জ্যেষ্ঠ, মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত আমার ভাসুর। তিনি নিত্য আমাকে অনাথা অবলা দেখে অযথা প্রেম সম্ভাষণ করেন। তাঁর মন্ত্রী রুচিপতি আমাকে উদ্যান-বিহারে নিয়ে যেতে চায়। পিতা দেহের রক্তে ঐ আর্য্যপট্ট প্লাবিত করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। আমার কাছে এ পাটলিপুত্র নরক। এর তুলনায় মথুরা স্বর্গ। তাই অঙ্গীকার করেছি মথুরায় যাব।"

চন্দ্রগুপ্ত অর্দ্ধক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তীব্রকণ্ঠে রামগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি ধ্রুবাকে মথুরায় যেতে আদেশ করেছেন?"

রামগুপ্ত—"কি করি ভাই? তোমরা কেউ ছিলে না। শকরাজা প্রবল। প্রয়াগ অধিকার করে সে বলে পাঠিয়েছে যে ধ্রুবাদেবীকে না পাঠালে পাটলিপুত্র ধ্বংস করবে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"কি ভীষণ কথা, মহারাজ। এখনই শকরাজার এই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা উচিত।"

রামগুপ্ত—"ভাই, রাজভাণ্ডার অর্থশূন্য, সেনাদল বিশৃঙ্খল, নাগরিকেরা বিদ্রোহী। ধ্রুবাদেবীকে আজই মথুরায় না পাঠালে, পাটলিপুত্রের আর রক্ষা নাই।"

এক লম্ফে আর্য্যপট্টে আরোহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, "ধিক তোকে ক্ষত্র কুলাঙ্গার, ধিক রামগুপ্ত, শত ধিক্! তুই কি ভেবেছিস যে চিরশত্রুর আদেশে কুলনারীকে মথুরায় পাঠিয়ে তুই চিরদিন নিশ্চিন্ত মনে পাটলিপুত্রের আর্য্যপট্টে বসে থাকবি?"

ভয়ে রামগুপ্ত আর্য্যপট্ট হইতে উঠিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেলে প্রাণভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "মেরো না, প্রাণে মেরো না।"

রামগুপ্তকে আবার সিংহাসনে বসাইয়া এবং সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,

"মহারাজাধিরাজের জয়! আমি মহারাজের অতি দীন প্রজা। শ্রীচরণে আমার দু'টি ভিক্ষা আছে।"

রামগুপ্ত—"ভিক্ষা কি, ভাই? তুমি যা বলবে, তাই হবে। সাম্রাজ্য কি তোমারও পিতার সাম্রাজ্য নয়? তোমার আদেশ এখনই নগরে নগরে প্রতিপালিত হবে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"মহারাজ, প্রথম ভিক্ষা এই যে বংশের চিরশত্রুর আদেশে কুলবধূকে অরিপুরে পাঠিয়ে গুপ্ত রাজবংশের উচ্চশির রাজন্যসমাজে অবনত ক'রো না। দ্বিতীয় ভিক্ষা, চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে ধ্রুবার অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রো না। রুদ্রধরের কন্যা অঙ্গীকার করেছে যে রাজাদেশে সে মথুরায় যাবে। সে অঙ্গীকার রক্ষিত হবে কিন্তু আংশিক মাত্র, সম্পূর্ণরূপে নয়। ধ্রুবার বেশ যাবে, কি সে বেশে যাবে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, চন্দ্রগুপ্ত। মহাবাজ, শকরাজার দূতকে বলে দাও যে মহাদেবী ধ্রুবাদেবী সন্ধ্যার অন্ধকারে মথুরায় যাত্রা করবেন। ধ্রুবা, আমার আদেশ, মাতার সঙ্গে যাও। যদি কখনও ফিরে আসি, তবে সাক্ষাৎ হবে। তোমার অঙ্গীকার রক্ষা হবে। তোমার বেশ মথুরায় যাবে, কিন্তু সে বেশে যাবে চন্দ্রগুপ্ত।"

আকস্মিক উত্তেজনা শেষ হইলে ধ্রুবাদেবী দত্তদেবীর কোলে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি হ'ল, মা?"

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত প্রমুখ বৃদ্ধ মহানায়কগণ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই

লক্ষ্য করে নাই। ধ্রুবাদেবীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বাদশ বৃদ্ধ কুমার চন্দ্রগুপ্তকে বেষ্টন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি একাকী মথুরায় যেতে পাবে না। সমুদ্রগুপ্তের অন্নে প্রতিপালিত পাটলিপুত্রের অনেক কুক্কুর তোমার সঙ্গে যাবে।"

দ্বাদশ বৃদ্ধের দ্বাদশ অসি প্রখর সূর্য্যালোকে ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগৃহের প্রত্যেক পুরুষ সামরিক প্রথায় কোষমুক্ত অসি দিয়া বীরের সন্মান প্রদর্শন করিল! সহস্র অসি ফলকের ঝলকে ভীত মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত পলাইতে গিয়া দ্বিতীয় বার সিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন। তখন চন্দ্রগুপ্ত মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, তবে মগধ এখনও মরে নি? মহারাজাধিরাজ, পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবী কি একাকিনী মথুরায় যেতে পারেন? আদেশ করুন পঞ্চশত কুলকামিনী তাঁর সঙ্গে যাবে।"

বৃদ্ধ জয়নাগ নাচিতে নাচিতে বলিল, "পঞ্চশত কুল-কামিনার বেশে পঞ্চশত মাগধ পুরুষ।"

রামগুপ্ত—"যা ইচ্ছা তাই কর ভাই, এ রাজ্য তোমারই।"

চন্দ্রগুপ্ত—"কেবল একজন নারী চাই।"

মাধবসেনা—"কুমার, পুরস্কার প্রার্থনা করি।"

দত্তদেবী—"তুমি, নটী মুখ্যা তুমি?"

মাধবসেনা—"হাঁ, আমি। মহাদেবী নটীকে যদি নারীত্বের অধিকার দাও, তাহলে নটী মাধবসেনা কুক্কুরীর মত প্রভুর সঙ্গে যাবে।"

তখন চন্দ্রগুপ্ত দত্তদেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া মাতৃপদ-যুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অনুমতি কর, মা। যদি মরণ আসে, পিতার মুখ স্মরণ করে একবার হেসো।"

সিংহাসদৃশা বৃদ্ধা মহাদেবীর চক্ষু শুষ্কই রহিল। তিনি অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, জয়ী হও। কুল-গৌরব রক্ষা কর। এমন মা তোকে গর্ভে ধরে নি, চন্দ্র, যে বীরের কার্য্যে পুত্রের বিপদ আশঙ্কা করে বিদায়কালে চোখের জল ফেল্‌বে।"

চন্দ্রগুপ্ত উঠিয়া বলিলেন, "বিদায় মা, বিদায় ধ্রুবা।"

পরে রামগুপ্তকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "বিদায়, মহারাজ।"

সকলে মন্ত্রগৃহ পরিত্যাগ করিলে ধ্রুবাদেবী বলিলেন, "মা আমার উপর স্বামীর আদেশ শুনেছ? মহাশ্মশানে তোমার ভিক্ষালব্ধ অন্নের এক কণা দিও, দাসীর পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

সন্ধ্যায় প্রখর রবিরশ্মিপাত মন্দীভূত হইলে সমুদ্রগুপ্তের লুপ্তগৌরব আসন্ন অন্ধকারের ম্লান ছায়ায় পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিল। ভাস্কর অস্তমিত হইয়া আবার আদিত্যরূপে উদিত হইলেন, কিন্তু সে রামগুপ্তের রাজত্বের অবসানের পরে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শক ধ্বংস

কালিন্দীর কালো জল বিধৌত চরণতল ভীষণদর্শন রক্তাশ্মনির্ম্মিত কুষাণ বংশীয় সম্রাটগণের প্রাসাদে আজ মহা সমারোহ। সম্রাট প্রথম কণিষ্ক শতাব্দীত্রয় পূর্ব্বে যখন চীন বাহিনী বিধ্বংস করিয়া মথুরায় ফিরিতেছিলেন, তখনও এত সমারোহ দেখা যায় নাই। কারণ ধ্রুবাদেবী আসিতেছেন। যে গুপ্তসম্রাটের অঙ্গুলি হেলনে ষাহীষাহানুষাহী দেবপুত্র শকরাজ কম্পিত হইতেন, সেই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র আজ শকরাজের ভয়ে বিবাহিতা পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এতদিনে শকজাতির চিরলুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মথুরায় এমন মহামহোৎসব অতিবৃদ্ধেরও স্মরণাতীত।

পথে শত শত শক-ললনা সুসজ্জিত হইয়া লাজপাত্র হস্তে শ্রেণী বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। শক বালকগণ খেলার ধনুঃশর লইয়া গুপ্তসম্রাট রামগুপ্তকে ক্রীড়াচ্ছলে বধ করিতেছে। কিন্তু মথুরার হিন্দু অধিবাসীদের মুখে কালিমার দীর্ঘ রেখা পড়িয়াছে। কারণ ধ্রুবাদেবীর মথুরায় আগমন আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু জাতির আপমানের সূচনা। ধ্রুবাদেবী গুপ্তবংশের কন্যা নহেন যে শকরাজ তাহার পাণিপীড়ন করিবেন। গুপ্তবংশের সম্রাট রামগুপ্ত তাঁহার পরিণীতা পত্নী ও পট্টমহিষীকে

শকরাজের ভয়ে তাঁহার পদসেবা করিতে মথুরায় পাঠাইয়াছেন।

অতি প্রত্যুষে মহারাজাধিরাজ দেবপুত্র, কুষাণপুত্র ষাহি সপ্তম বাসুদেব ধ্রুবাদেবীর অপেক্ষায় আসন গ্রহণ করিয়াছেন। মালব ও সৌরাষ্ট্র হইতে অগণিত শকরাজা ও শক সেনানীগণ মাগধ যুদ্ধের প্রারম্ভে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সমুদ্রগুপ্তের বংশের এই দারুণ অপমান দেখিবার জন্য সভামণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন। সৌরাষ্ট্রের রাজা মহাক্ষাত্র পৌরস্বামী রুদ্রসিংহ, উজ্জয়িনীর রাজা স্বামী ক্ষত্রপ জয়দাম প্রভৃতি স্বাধীন রাজারা শক জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বহুকাল পরে শক সাম্রাজ্যের রাজধানী মথুরায় আসিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা একজন বাসুদেবের সিংহাসনের বামপার্শ্বে, অপর জন দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন।

বিস্তৃত সভামণ্ডপে অসংখ্য সুখাসনে পঞ্চনদ, সৌরসেন, আনর্ত্ত, কুকুর, অশ্মক, অপরান্ত, মালব প্রভৃতি দেশের শক সামন্তমণ্ডলী উপবিষ্ট। সকলেই বুঝিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক অপহৃতা শক রাজলক্ষ্মী আজ আবার শক রাজপুরে ফিরিয়া আসিতেছেন। সেইজন্য তোরণে তোরণে মঙ্গল বাদ্য। মণ্ডপের পথ গন্ধ বারিসিক্ত ও পুষ্পাচ্ছন্ন। এই মহোৎসবের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারী ও অনুচরেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছে।

সহসা এক শক সৈনিক সিংহাসনের কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ রাজাধিরাজের জয়!

পরমেশ্বরী পরম ভট্টারিকা মগধের পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবী পাঁচশত কুলমহিলা সঙ্গে লইয়া সভামণ্ডপের দুয়ারে উপস্থিত।”

বাসুদেব—“সমুদ্রগুপ্তের পুত্র যে এত সহজে অধীনতা স্বীকার করবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।”

স্বামী রুদ্রসিংহ—“মগধের গুপ্তবংশ যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।”

জয়দাম—“রামগুপ্ত যে এতদূর কাপুরুষ তা কেউ বুঝতে পারে নি। সে নির্ব্বোধ, নিজের পট্টমহিষীকে পাঠিয়ে প্রয়াগ আর কৌশাম্বী ফিরে চেয়ে পাঠিয়েছে।”

দামসেন—“মহারাজ, যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। হিমালয় থেকে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত সমস্ত শকপ্রধান মহারাজের আদেশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নাসীরগণ প্রয়াগে আর কৌশাম্বীতে মহারাজের আদেশের অপেক্ষা করছে।”

বাসুদেব—“আমি আশা করেছিলাম যে পট্টমহাদেবীকে মথুরায় পাঠাতে বললে রামগুপ্ত ক্রোধে অন্ধ হয়ে দূতের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেনা দুই দিক থেকে মগধ আক্রমণ করবে। সমুদ্রগুপ্তের কুলাঙ্গার পুত্র যে আমার আদেশ পাওয়া মাত্র তার ধর্ম্মপত্নীকে মথুরায় দাসীবৃত্তি করতে পাঠিয়ে দেবে, তা কখনও আমার মনে স্থান পায় নি।”

জয়দাম—“মহারাজ, সমুদ্রগুপ্ত না নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিত? এই কি ক্ষত্রিয়ের আচরণ?”

বাসুদেব—"আবহমান কাল থেকে শুনে আসছি যে, ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের কাছ থেকে অসি, অশ্ব ও স্ত্রী কামনা করা যুদ্ধ ঘোষণা করার সমান। রামগুপ্ত যে রাজ্যের ভয়ে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে দাসীবৃত্তি করতে মথুরায় পাঠিয়ে দিয়েছে, এ কথা শুনলে লজ্জায় ভারতের ক্ষত্রিয় সমাজ মস্তক অবনত করবে।"

রুদ্রসিংহ—"মহারাজ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইলেন?"

বাসুদেব—"মহাক্ষত্রপগণ, আমি বিষম বিপদে পড়েছি। আমি ত রামগুপ্তের মহিষীকে অন্তঃপুরে স্থান দেব বলে চেয়ে পাঠাই নি। কেবল রামগুপ্তকে অপমান করবার জন্য এই কথা বলে পাঠিয়েছিলাম। এখন এই বালিকাকে নিয়ে কি করি?"

দাম—"সে যদি সুন্দরী হয়, তাহলে প্রাসাদে নর্ত্তকী হতে পারে।"

জয়দাম—"না, তাহলেও যথেষ্ট অপমান করা হবে না। ধ্রুবাদেবীকে গুরুতর অপমান করে পাটলিপুত্রে ফিরিয়ে দেওয়া যাক্। আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক্।"

বাসু—"যুদ্ধ ঘোষণার আর বাকি কি, জয়দাম? কৌশাম্বী আর প্রয়াগ অধিকার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুর্গ অবরুদ্ধ। তথাপি বেত্রাহত কুক্কুরের মত রামগুপ্ত মহাদেবীকে মথুরায় পাঠিয়ে দিলে। এখন কি করা যায়?"

রুদ্রসিংহ—মহারাজ, বিষধর সর্প দেখলেই মারতে হয়। আপনি রামগুপ্তের কাতরতা দেখে ভুলবেন না। সমুদ্রগুপ্ত মহারাজকে কি ভীষণ অপমান করেছিল, মনে নেই কি?

ভারতবর্ষ থেকে এই অবসরে গুপ্তরাজ্যের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে ফেলতে হবে।”

বাসু—“দেখ রুদ্রসিংহ, শরণাগত বিনাশ রাজধর্ম্ম নয়। যে রাজা আদেশমাত্র নিজের ধর্ম্মপত্নীকে শত্রুপুরে পাঠিয়ে নিজের হাতে কুলকলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নেয়, সে শরণাগত। সৈনিক, তুমি মগধের মহাদেবীকে সিংহাসনের কাছে নিয়ে এস।”

সৈনিক—“মহারাজ, মগধরাজের দণ্ডধর সভা মণ্ডপের দুয়ার পর্য্যন্ত এসেছে।”

বাসু—“দণ্ডধরকে নিয়ে এস।”

সৈনিক চলিয়া গেলে মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রসিংহ উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে জানু পাতিয়া করজোড়ে কহিলেন, “মহারাজ, এ সময়ে দুর্বল হবেন না। অসহায়া, অবলা নারীকে দেখে যদি গুপ্ত বংশ ধ্বংসের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন তা হলে শক রাজবংশ আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।”

পশ্চাৎ হইতে দামসেন বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ, অনুমতি করুন ধ্রুবাদেবী আসবামাত্র তাঁকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।”

এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত সৈনিক মাগধ দণ্ডধরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। মাগধ দণ্ডধর সভামণ্ডপের নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, “মহারাজ, রাজাধিরাজ দেবপুত্র, কুষাণ পুত্র, ষাহীষাহানুষাহী শ্রীশ্রীশ্রীবাসুদেবের জয়! মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক শ্রীরামগুপ্ত দেবের

আদেশে পরমেশ্বরী, পরম বৈষ্ণবী, পরম ভট্টারিকা পট্টমহাদেবী শ্রীমতি ধ্রুবাদেবী মহারাজের চরণ দর্শনে মথুরায় আগমন করেছেন।"

মগধের দণ্ডধর প্রণাম করিলে বাসুদেব বলিলেন, "দামসেন, মগধের পট্টমহাদেবীকে এইখানে নিয়ে এস।"

তখন মগধের দণ্ডধর আবার প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ, মগধের পট্টমহাদেবী রাজ সম্মানের যোগ্যা।"

সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রুদ্রসিংহ বলিয়া উঠিলেন, "রামগুপ্তের স্ত্রী দাসী বৃত্তি করতে মথুরায় এসেছে। মথুরায় দাসীরা রাজসম্মান পায় না।"

মগধের দণ্ডধর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রণাম করিয়া জয়দামের সহিত বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বাসুদেব বলিলেন, "শুন্‌ছি রামগুপ্তের স্ত্রী পাঁচ শত কুলমহিলা নিয়ে এসেছেন। সকলে ত এখানে ধরবে না?"

স্বামী রুদ্রসিংহ বলিলেন, "কতকগুলো আসুক না?"

এই সময়ে জয়দাম ও মগধের দণ্ডধরের সহিত স্ত্রীবেশী চন্দ্রগুপ্ত, দেবগুপ্ত, রবিগুপ্ত প্রমুখ শতাধিক পুরুষ ও মাধবসেনা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সবার সম্মুখে চন্দ্রগুপ্ত ও মাধবসেনা। চন্দ্রগুপ্তকে দেখিয়া বাসুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এর মধ্যে ধ্রুবাদেবী কে?"

তখন চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলেন। জয়দাম একটা কুৎসিত পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহারাজ স্ত্রীলোকটি বড় স্থূলকায়া।"

রুদ্রসিংহ বলিলেন, "রামগুপ্ত কি অন্ধ? দেখে শুনে এমন কুৎসিত স্ত্রীলোককে কি বলে পট্টমহিষী করলে?"

দামসেন—"মহারাজ, রাজাধিরাজের আদেশ?"

বাসুদেব—"এই স্থূলাঙ্গী কুৎসিত স্ত্রীলোকটিকে কিছুতেই অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারা যায় না। বৎস দাম, মগধের পট্টমহিষীকে দাসগৃহে নিয়ে যাও।"

বৎস দাম—"মহারাজ, এই দাসীটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করব কি?"

এই সময় মাধবসেনা বলিয়া উঠিল, "মহারাজ রাজাধিরাজের জয়! পরমেশ্বরী, পরম ভট্টারিকা, পরম বৈষ্ণবী, পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবী কিঞ্চিত স্থূলকায়া বটেন তথাপি তিনি মগধের পট্টমহাদেবী। দাসগৃহ কি তাঁর যোগ্য স্থান?"

রুদ্র—"মহারাজ, রামগুপ্ত যতগুলি স্ত্রীলোক পাঠিয়েছে তার মধ্যে এইটিই প্রাসাদে স্থান পাবার যোগ্য। অবশিষ্ট-গুলিকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।"

মাধবসেনা বলিল, "মহারাজ, ধ্রুবাদেবী রাজচরণে কিছু নিবেদন করতে চান। কি বলবে এগিয়ে এসে বল না, ঠাকরুণ?"

চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি কুলকন্যা, সমুদ্রগুপ্তের পুত্রবধূ, মগধের পট্টমহাদেবী। স্বামীর আদেশে আপনার চরণসেবা করতে এসেছি।"

বৎস দাম—"বাছার যেমন রূপ, তেমনি গলা!"

দাম—"মগধের নারীকণ্ঠের মত অলঙ্কার শিঞ্জনও কি মধুর।"

তখন প্রত্যেক অবগুণ্ঠনের মধ্যে অসি ও বর্ম্ম বাজিয়া উঠিয়াছে।

বাসুদেব—"আর শুনতে চাই না। দামসেন, এই কুৎসিত নারীর কণ্ঠস্বর আমার অসহ্য। তুমি এখনই এদের প্রাসাদ থেকে দূর করে দাও।"

চন্দ্রগুপ্ত—"মগধকুলমহিলা কখনও এ অপমান সহ্য করবে না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সকল মগধবীর অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ করিল। বৃদ্ধ সপ্তম বাসুদেব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিলেন, "বিশ্বাসঘাতকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কে আছ?"

রুদ্রসিংহ চীৎকার করিয়া প্রতিহারদের ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভয়ে জয়দাম, বৎসদাম প্রমুখ শকপ্রধানদের মুখ শুকাইয়া গেল। তখন চন্দ্রগুপ্ত অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ সপ্তম বাসুদেবকে বলিলেন, "সে কি কথা, প্রাণেশ্বর? আমাকে প্রাসাদ থেকে দূর করে দেবে? তোমার বিশাল হৃদয় আলিঙ্গন করবার জন্য আমার অসি যে নৃত্য করছে?"

রবিগুপ্ত—"পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে পেয়েছ, মহারাজ বাসুদেব?"

বাসুদেব—"এ যে মহাবলাধিকৃত রবিগুপ্ত!"

রুদ্রসিংহ—"আর আমাদের গুপ্তচরেরা বললে কি না যে সমুদ্রগুপ্তের পুরাতন কর্ম্মচারীরা সকলেই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করেছে!"

দেবগুপ্ত বলিলেন—"কি বন্ধু, কেমন আছ? যমুনার যুদ্ধ এত শীঘ্র ভুলে গেছ?"

রুদ্রসিংহ—"সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ শৃগাল দেবগুপ্ত! মহানায়ক দেবগুপ্ত, এই কি ক্ষত্রিয়ের আচরণ?"

রবিগুপ্ত—"যুদ্ধ ঘোষণা না করে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ, প্রয়াগ অধিকার, প্রতিষ্ঠান অবরোধ, মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ, এ সমস্তই ক্ষত্রিয়ের আচরণ!"

বাসুদেব—"ক্ষান্ত হও, রুদ্রসিংহ। তোমরা কোন্ সাহসে সভামণ্ডপে প্রবেশ করেছ?"

চন্দ্রগুপ্ত—"যে সাহসে শক কুক্কুর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবীকে প্রার্থনা করেছিল। যে কুক্কুর বার বার লেলিহান জিহ্বা দ্বারা সমুদ্রগুপ্তের পদলেহন করে আত্মরক্ষা করেছিল, তার মুখে এ কথা শোভা পায় না। ওরে শক কুলাঙ্গার, তুই ভেবেছিস যে মগধের অবলা নারী, অসহায় দাসী পরিবৃতা হয়ে তোর চরণসেবা করতে আসছে?"

বাসুদেব—"তুমি কে তা জানি না। যদি ক্ষত্রিয় হও, ক্ষত্রিয়ের আচার রক্ষা কর।"

চন্দ্রগুপ্ত—"বাসুদেব, আমি পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর গর্ভজাত সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। আমি তোমাকে গুপ্তহত্যা করতে আসি নি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে এসেছি।"

তাহার পর কথা শেষ হইয়া গেল। যখন অসির কার্য্যও শেষ হইল, তখন শক প্রধানেরা ধূলিশয্যায়। বৃদ্ধ দেবগুপ্ত প্রস্তাব করিলেন যে এইবার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তখন চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, "তাত, যখন পাটলিপুত্র ছেড়ে এসেছিলে, তখন কি ভেবেছিলে আবার ফিরে যেতে পারবে? আমরা সকলেই বৈষ্ণব। এ মথুরা ভগবানের পুণ্য লীলাক্ষেত্র। মথুরামণ্ডলে এখনও সহস্র সহস্র বৈষ্ণব আছে। তারা বহুশত বৎসর ধরে বর্ব্বর শকের পদতলে পড়ে আছে। তাত, চল একবার মথুরার রাজপথে দাঁড়াই। ভগবান বাসুদেবের নাম করে দেখি সৈন্য সংগ্রহ হয় কিনা। যদি না হয়, তা হ'লে এই কৃষ্ণচরণরেণুপূত মথুরায় এ দেহ পাত করে যাব।"

অশ্রুসিক্ত নয়নে বৃদ্ধ রবিগুপ্ত বলিয়া উঠিল, "ভগবান তোমাকে ব্রতী করেছেন, সুতরাং আমাদের পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। এ দেবকার্য্য। পুত্র, এ ব্রতে তুমি পুরোহিত।"

প্রাসাদের তোরণে দাঁড়াইয়া মাধবসেনা যখন মধুকৈটভারি কৃষ্ণের স্তুতি আরম্ভ করিল, তাহার দশ দণ্ডের মধ্যেই মথুরা মুক্ত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজার অত্যাচার

চন্দ্রগুপ্ত যখন মথুরায়, তখন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাটলিপুত্র নগরের পৌরসঙ্ঘের নায়ক জয়কেশী রাজমার্গের উপরিস্থিত একটি বৃহৎ তোরণের নিম্নে দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা এক সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ "এই যে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। জয়কেশী তাহাকে উঠাইয়া দেখিলেন যে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "সকলের অভাবে তুমি আজ নগরের ঠাকুর। তুমি আমার একটা উপায় কর। আমার জাতি রক্ষা কর। চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে তিনটে গুণ্ডায় ধরে নিয়ে গেল, আর পাড়ার লোকে রাজার ভয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখল। এখনও একটা উপায় কর, এখনও তার জাত আছে।"

জয়কেশী শুষ্কমুখে কহিল, "কি করব বলুন। যে দেশের যেমন রাজা। থাকতেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত, তাহ'লে একবার বুঝে নিতাম। গুণ্ডা ব'লে ধরতে গেলাম, সে রুখে উঠে রাজমুদ্রা দেখালে। মহাপ্রতিহারের কাছে গেলে শুনতে পাওয়া যায় যে. হয় তিনি উদ্যানবিহারে, না হয় প্রাসাদে। ছয় মাসের দণ্ডবিধান বাকি পড়ে আছে। ভদ্রিল আর রুচিপতি এমন সাবধান হয়েছে যে, প্রাসাদে আর নাগরিকদের ঢুকবার উপায় নেই।"

"এখনও সময় আছে, এখনও জাত যায় নি।"

"উপায় করব কাকে দিয়ে, দেশে কি আর মানুষ আছে? যে কয়জন মায়ের বেটা ছিল, প্রয়োজন হলে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারত, 'রাজা তুমি অত্যাচারী', সে কয়জন ত কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মথুরায় গিয়েছে।"

"তবে আমার মেয়েটির কি হবে?"

"বার বার তিন বার হ'ল, ভদ্র। আর ব'লো না। বললে পাগল হয়ে যাব। তুমি কি মনে করেছ আমাদের ঘরে মা, বোন, মেয়ে নেই? তুমি কি ভাবছ যে পাটলিপুত্রে কেবল তোমার ওপরেই অত্যাচার হচ্ছে? মহানগরে লক্ষ লক্ষ নাগরিক আছে। পৌরসঙ্ঘের ভাণ্ডারে কোটি কোটি স্বুবর্ণ আছে। অন্ন বস্ত্রের অভাব নেই। নেই কেবল একটা মানুষ। ভদ্র, তোমার কন্যাকে উদ্ধার কবতে হ'লে প্রাসাদ আক্রমণ করতে হবে। রাজদ্রোহ করতে হবে। রামগুপ্তকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে। কিন্তু মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ, যতদিন শকযুদ্ধ চলবে, ততদিন মগধে গৃহবিবাদ চলবে না। জয়নাগ যুদ্ধে গিয়েছে, সে পরম সুখে আছে। কিন্তু আমি পাটলিপুত্রের নগরনায়ক হয়ে কেবল সারাদিন মাথার চুল ছিঁড়ছি, আর বলছি, 'মধুসূদন, কবে মগধ রসাতলে যাবে, কবে রামগুপ্ত রক্তবমন ক'রে মরবে, কবে রুচিপতিকে শেয়াল কুকুরে টেনে ছিঁড়বে।"

"তবে কি সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যে অনাথের নাথ কেউ নেই? আমার কি কোন উপায়ই হবে না?"

"হতে পারে, যদি মধুসূদন সুপ্রসন্ন হন। তোমার কন্যা উদ্ধার করতে পারে ঐ দীনা ভিখারিণী।"

"তুমি কি উপহাস করছ, নগরনায়ক? তুমি নগরনায়ক পৌরসঙ্ঘের নায়ক হয়ে যে কাজ করতে ভরসা পাচ্ছ না, সে কাজ ঐ দীনা জীর্ণা ভিখারিণী করবে?"

"ভদ্র, ভদ্র, উপহাস করি নি। জেনে রাখ আমিও কুলপুত্র। ঐ দীনা ভিখারিণী পাটলিপুত্রের মা। আমি পালাই, না হ'লে হয়ত মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ লঙ্ঘন করে ফেলব। নাগরিক, ঐ মলিনবসনা ভিখারিণী পট্টমহাদেবী দত্তদেবী। আর কিছু বলো না—আমি পাগল হয়ে উঠেছি।"

রাজপথের শেষে দুইটি রমণী ভিক্ষাপাত্র হস্তে অতি ধীর পদে অগ্রসর হইতেছিলেন। বৃদ্ধা দত্তদেবী, যুবতী ধ্রুবাদেবী।

নাগরিক সন্দিগ্ধমনে দত্তদেবীর দিকে অগ্রসর হইলে তিনি তাহার দিকে ভিক্ষাপাত্র বাড়াইয়া বলিলেন, "ভদ্র, কন্যা দুইদিন উপবাসিনী, দুটি ভিক্ষা দেবে কি?"

নাগরিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তখন দত্তদেবী ধ্রুবাদেবীকে বলিলেন, "এইবার তিন বার হল। ইনি যদি না দেন ধ্রুবা, তবে আজও উপবাস। আমার সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু তোর মুখ দেখলে আর স্থির থাকতে পারি না।"

ধ্রুবা—"আমারও সহ্য হয়ে গেছে, মা। তুমি আর ভিক্ষা ক'রো না। ভুলে গেছ কি মা, তুমি কে? পট্টমহাদেবী, আজ নগরের পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছ।"

দত্ত—"ভুলিনি মা, কিছুই ভুলিনি। এখন যে আমার সংসার হয়েছে। তোমাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি, ধ্রুবা। কর্ত্তব্য যে বড় কঠোর। আর একবার চাই। নাগরিক, কন্যা দুইদিন উপবাসিনী, ভিক্ষা দেবে কি ?"

জয়কেশী—"এই নাগরিক পাগল। তাই তুমি ভিক্ষা চেয়েছ বলে আশ্চর্য্য হয়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। পরমেশ্বরী, ব্রহ্মশাপে কি পাটলিপুত্র পাষাণ হয়ে গেছে? লক্ষ বজ্র কি সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ধ্বংস করেছে? তুমি সমুদ্রগুপ্তের পট্টমহাদেবী, সমুদ্রগুপ্তের পাটলিপুত্রে ভিক্ষায় বেরিয়ে দুবার বিমুখ হয়েছ ?"

দত্ত—"কন্যা দু'দিন উপবাসিনী, তাই বেরিয়েছি।"

জয়কেশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি নেবে মা, বস্ত্র ?"

জয়কেশী মস্তকের উষ্ণীষ ও উত্তরচ্ছদ খুলিয়া দিল। তারপর বলিল, "সঙ্গে মাত্র দুটি সুবর্ণ আছে, তাই নিয়ে তোমার স্বামীর ক্রীতদাসকে ধন্য কর, মা।"

"বস্ত্রে প্রয়োজন নাই। সুবর্ণ স্পর্শ করি না। যদি ভিক্ষা দাও দু মুঠি অন্ন দাও।"

যে নাগরিক অপহৃতা কন্যার উদ্ধারে আসিয়াছিল, সে জয়কেশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, ইনি কে? অমন করে কাতর হয়ে কাকে কি বলছ ?"

"তুমি ভাগ্যবান কিন্তু হতজ্ঞান! নাগরিক, আজ তোমার কন্যার উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একত্র হয়েছেন।

সেই জন্যই পরমেশ্বরী, পরমভট্টারিকা পট্টমহাদেবী দত্তদেবী পথে ভিক্ষায় বেরিয়ে দুবার বিমুখ হয়েছেন।”

তখন নাগরিক রাজপথের ধূলায় পড়িয়া শীর্ণা ভিখারিণীর চরণযুগল জড়াইয়া ধরিল। তাহার আর্ত্তনাদ শেষ হইলে দত্তদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাগরিক, এ কথা কি সত্য?”

“এ কথা পাটলিপুত্রে নিত্য।”

“আমাকে জানাওনি কেন, পুত্র?”

“মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ।”

“মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত!”

“মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত বৈকুণ্ঠবাসী হ'লে, এক মহারাজ চন্দ্রগুপ্তই পাটলিপুত্রের নাগরিকের কাছে রাজা।”

“ধ্রুবা, মন্দিরে ফিরে যা। একা চলতে পারবি ত? যদি না পারিস, জগদ্ধরের কাছে যা।”

ধ্রুবা—“কেন পারব না, মা? স্বামীর আদেশ, তোমার কাছে থাকব। ধর বংশের গৃহে ধ্রুবার আর আশ্রয় নেই।”

জয়কেশী—“ভিক্ষা গ্রহণ করবে না, মা?”

দত্ত—“কন্যাকে নিয়ে যাও, দু মুষ্টি অন্ন দিও। বাছা দু সন্ধ্যা জলগ্রহণ করে নি। নাগরিক, ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমি অভয় দিচ্ছি, আমার সঙ্গে এস। দত্তার জীবন থাকতে, পাটলিপুত্রের কুলকন্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মবিচ্যুতা হবে না।

পথের এক দিক দিয়া দত্তদেবীর সঙ্গে নাগরিক এবং অপর দিক দিয়া জয়কেশীর সঙ্গে ধ্রুবাদেবী চলিয়া গেলেন। তখন পথপার্শ্বে তালগুচ্ছের অন্তরাল হইতে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী

বাহির হইল। বুড়া পথের ধূলায় বসিয়া আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল, "ধর্ম্ম, সত্যই কি ধর্ম্ম তুমি আছ? প্রয়োজনমত ত পরিচয় পাই না। কুমার চন্দ্রগুপ্ত স্ত্রীবেশে অরিপুরে কুলগৌরব রক্ষা করতে গেল। চিরশত্রু শকরাজ তাঁর হাতে নিহত। সেই পাটলিপুত্রের শত শত নাগরিক, সেই চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য লোলুপ হয়ে বেড়াচ্ছে। ধর্ম্ম, সত্যই যদি তুমি থাক, তবে আজ সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর, রক্তের সমুদ্র নিয়ে এস। রামগুপ্তের স্পর্শে কলঙ্কিত আর্য্যপট্ট মাগধ রক্তের প্রবল স্রোতে ধুয়ে দাও।"

দূর হইতে এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক আসিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ স্থির হইল। নূতন ভিক্ষুক তাহাকে দেখিয়াই আপন মনে বকিতে আরম্ভ করিল, "পাটলিপুত্র বলে রাজধানী! এর নাম নাকি মহানগর—ঝাড়ু মারি এমন মহানগরের মুখে। তিন প্রহর বেলা হ'ল এখনও একমুঠো ভিক্ষে পেলাম না। ঘাটে একখানা নৌকা নেই যে পার হয়ে চলে যাব।"

কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুক তখন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ তাহাকে অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শোণ আর গঙ্গার ঘাঁটিতে কি সেনা আছে?"

"রুচিপতি সেই মানুষ? সেনা যথেষ্টই আছে, কিন্তু মগধের লোক একজনও নেই, সব নেপালের।"

তখন দূরে স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এক ভিখারিণী আসিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, হরিমতি না?"

ভিখারিণী নিকটে আসিয়া তালবৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল। তারপর, নূতন গৈরিক বসনের অঞ্চলে মুখ মুছিয়া সে বলিল, "কি রামরাজ্যি বাবা! পথে বেরিয়ে অবধি একটা লোক গান শুনতে চাইলে না। মুখে আগুন, মুখে আগুন! একখানা নৌকো পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যার আগে খোলা হবে না, তাহলেই ধরে ফেলবে।"

"হর হর, বম্ বম্—আদেশ ?"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে কহিল, "নৌকা শোণতীর থেকে ছেড়ে একেবারে গঙ্গাতীরে প্রমোদউদ্যানের ঘাটে আসবে। শোণের পারে তালবৃক্ষের উপর রক্তপতাকা উঠলে, জানবে মহারাজ এসেছেন।"

যথাযোগ্য ভাষায় পাটলিপুত্রের নাগরিকদের কৃপণতা ও ধর্ম্মানুরাগের অভাব বর্ণনা করিতে করিতে ভিক্ষু, ভিখারিণী ও সন্ন্যাসী নানাদিকে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হত্যা

শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গুপ্তরাজবংশের বিস্তৃত প্রমোদ উদ্যান। এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শোণের দুই তিনটি শাখা এই ক্রোশব্যাপী বিস্তীর্ণ উপবনের মধ্যে পড়িয়া কৃত্রিম হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে এই বিশাল উদ্যানের প্রবেশ পথে সর্ব্বদা সশস্ত্র প্রহরী উপস্থিত থাকিত। মহাপ্রতিহার হরিষেণ পাটলিপুত্রের নগরাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেও রাজপ্রাসাদ ও রাজোদ্যান রক্ষার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

যে দিন দ্বিপ্রহরে ভিক্ষুক, ভিখারিণী ও সন্ন্যাসীগণ যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের পাটলিপুত্র প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করিতেছিল, সেই দিন সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্বে একজন পদাতিক সেনা রাজোদ্যানের হ্রদতীরে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত এক সুখাসনের উপর বসিয়া একাকী উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেছিল। তাহার অঙ্গে তখনও বর্ম্ম আছে, কিন্তু অসি, চর্ম্ম ও শূল ভূমিতে নিক্ষিপ্ত। সৈনিক উদ্যানরক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজ-প্রাসাদের প্রভাবে সে তখন সম্রাট রামগুপ্তের সমতুল হইয়া উঠিয়াছিল! সে আপন মনে বলিতেছিল, "এত মদ যে খেয়েই উঠতে পারি না। এমন না হ'লে রামরাজ্য? ধন্য রাজা, পুণ্য দেশ। রাজ` রামগুপ্ত আর অযোধ্যার রামচন্দ্র

সমান। লোকে বলে সমুদ্রগুপ্ত বড় রাজা ছিলেন, কিন্তু আমি ত দেখছি, রাজা বলতে রামগুপ্ত, আর প্রধানমন্ত্রী বলতে রুচিপতি। চাকর বাকরের মদ কিনে খেতে হয় না। রাজপ্রাসাদের মদই ফুরোয় না, তা চাট খাব কখন ?"

সৈনিক শোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া রামগুপ্তের মত্ত-প্রশস্তি গাহিতেছিল, সেই অবসরে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ উপবনের বনানীর অন্তরালে আশ্রয় লইয়া প্রমোদউদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। সৈনিক তাহাকে দেখিতে পাইল না। সে ব্যক্তি তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বনানীর আশ্রয় ছাড়িয়া প্রমোদউদ্যানের প্রকাশ্য পথে আসিল। সে যখন পা টিপিয়া টিপিয়া সৈনিকের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তখনও মাতালের চেতনা হইল না। মূহূর্ত্তের মধ্যে সে সৈনিককে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। তীব্র রাজপ্রসাদের প্রভাবে সৈনিক কোন আপত্তি না করিয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। আগন্তুক তখন বর্ম্মের উপর প্রতিহারের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রতিহারকে লতা-গুল্মের মধ্যে টানিয়া ফেলিয়া দিল। নিজে মৃৎকলস হইতে একপাত্র তীব্র সুরা পান করিয়া সে কৃষ্ণমর্ম্মরের বেদীর উপর শুইয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরেই নিয়মানুসারে এক জন গৌল্মিক প্রতিহার পরিদর্শন করিতে আসিল। সে অসিয়া দেখিল যে, প্রতিহারবেশী আগন্তুক শুইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া গৌল্মিক বলিয়া উঠিল, "এ ব্যক্তিও মাতাল হয়ে পড়েছে।

আর আজ প্রমোদউদ্যানে কারও শাদা চোখ নেই। সে ছদ্মবেশী প্রতিহারকে মৃদু পদাঘাত করিয়া বলিল, "ওরে বেটা ওঠ, মহারাজ আসছেন।"

প্রতিহার বলিল, "আসুক না দেবতা, মহারাজের রাজ্য রামরাজ্য। অফুরন্ত মদ। উঠি কি করে?"

"শীঘ্র ওঠ্, রুচিপতি ঠাকুর এলে তোর কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাবে।"

"খাক্ না, আর একটা কিনে নেব!"

"ওরে, সত্যি সত্যি মহাবাজ আসছেন।"

"আসুক না, গুরু, এত বড় ছনিয়াটায় মহারাজ ব্যাটার জায়গা হচ্ছে না?"

দূরে মহামন্ত্রী রুচিপতিকে প্রবেশ কবিতে দেখিয়া গৌল্মিক সামবিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মহামাত্য মহানায়ক রুচিপতি দেবশর্ম্মা তখন রাজকীয় সুরায় অতীব সানন্দচিত্ত। তিনি দূর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "মাতাল হয়েছে? বেশ হয়েছে। ওকে বক্‌চে কেন? মহারাজ আসছেন। তিনিও ত মাতাল। রাজা মাতাল আর প্রজা মাতালে তফাৎ কি?"

গৌল্মিক অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "যথা আজ্ঞা, দেব।"

তখন দূরে নাগরিকের কন্যার হাত ধরিয়া টলিতে টলিতে মহারাজাধিরাজ রামগুপ্তকে আসিতে দেখিয়া রুচিপতি বলিয়া উঠিল, "আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়!"

রামগুপ্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে রক্তস্রোত নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "রুচি, ভাই, এ বেটী বেজায় শুচি।

কিছুতেই মদ খেতে চায় না। হাতটা কামড়ে ছিড়ে দিয়েছে।”

নাগরিকের কন্যা তখন মাতালের প্রহারে বিকলাঙ্গ। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত, পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন। কিন্তু তথাপি সে অবসর পাইলেই রামগুপ্তকে দংশন করিতেছে, আর বলিতেছে, “হাঁ, আমি সতী, আমি সতী মায়ের সতী মেয়ে। যদি মরি, তবু তোর মত রাজার রক্ত মরবার আগে দেখে যাব!”

কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, কৃষ্ণমর্ম্মরের বেদীর উপর শায়িত নাগরিকের চমক ভাঙ্গিল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যার মুখে মাতাল রামগুপ্ত পদাঘাত করিতেছে। তখন মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের সম্মুখে বিশ্বজগৎ শূন্য হইয়া গেল। রুচিপতি ও গৌল্মিক যেন মেদিনীতে প্রবেশ করিল ও তাহার দীর্ঘ শূল রামগুপ্তের বক্ষে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠ দিয়া নির্গত হইল। তপ্ত রুধির ধারায় রুচিপতি ও গৌল্মিক সিক্ত হইয়া গেল। রামগুপ্ত এতদিনে জননীর মহালোভের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

রুচিপতি রক্তস্রোতের আঘাতে বসিয়া পড়িল! ঠিক এই সময় গৌল্মিকের ছিন্নমুণ্ড তাহার মুখের উপর আঘাত করিল। “কাটামুণ্ড ভূত হবে” বলিয়া মহামাত্য মহানায়ক রুচিপতি দেবশর্ম্মা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। নিহত সম্রাট রামগুপ্ত ও গৌল্মিকের দেহ এবং সংজ্ঞাহীনা কন্যা লইয়া উন্মত্ত নাগরিক ঘোররবে হাসিতে আরম্ভ করিল।

তখন অদূরে শোণতীরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া লাগিল। তাহা হইতে একজন বর্ম্মাবৃত যুবক, একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী ও একজন নাবিক নামিল। নামিয়াই নাগরিক ও তাহার কন্যাকে দেখিয়া তিনজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ শূলবিদ্ধ রামগুপ্তের শব কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন। নাবিক তাঁহার আদেশে নগর তোরণের দিকে ছুটিল। রমণী অবগুণ্ঠনের বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া মাধবসেনারূপে প্রকাশিতা হইল। তখন নগরের পথ দিয়া দত্তদেবী ও ধ্রুবাদেবীর সহিত জনকতক সন্ন্যাসী ও ভিখারী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অপর একজন ভিখারীকে বলিল, "রবি, দেবতার কাজ কি দেবতাই করে গেলেন? আমাদের আর বিদ্রোহী হতে হ'ল না।"

সেই বৃদ্ধ ভিখারী বহিল, "রাজহত্যাও রাজদ্রোহ! হরিষেন এখন থেকে তুমি নগরের ভার গ্রহণ কর। হত্যাকারীকে বন্দী করবার চেষ্টা কর।"

তখন সেই প্রতিহারবেশী নাগরিক ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "ঠাকুর, তোমরা কে তা জানি না। রামগুপ্তের হত্যাকারী আমি।"

তখন সেই বর্ম্মাবৃত পুরুষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নির্ভয়ে বল, কোন কথা গোপন ক'রো না। আমি যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত। তুমি মহারাজকে কেন হত্যা করলে?"

"যুবরাজ, তোমার ভগিনী ছিল না, কন্যা নাই। তুমি হয়ত সহজে বুঝতে পারবে না আমি হঠাৎ কেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্রকে

হত্যা করেছি। তোমার জ্যেষ্ঠ দিবালোকে পাটলিপুত্রের প্রকাশ্য রাজপথে রুচিপতির লোক দিয়ে এই কুমারী যুবতীকে নিয়ে এসেছিল।”

“যুবরাজ, যখন কন্যার পিতা হবে তখন রামগুপ্তের হত্যার কারণ বুঝতে পারবে। আমি তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করেছি। আমার উচ্চশির এই দণ্ডে গ্রহণ কর, হস্তীর পদতলে আমাকে চূর্ণ কর বা জাহ্নবীর জলরাশিতে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেলে দাও —কোনই আপত্তি নেই। বিচার চাই না, দয়ার আশা করি না, চাই কেবল মৃত্যু। একমাত্র অনুরোধ, তোমরাও পাটলিপুত্রের নাগরিক, এই লাঞ্ছিতা মাগধ নারীকে আমার চিতায় জীবন্ত নিক্ষেপ ক’রো।”

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নাগরিকের সম্মুখে গিয়া বলিল, “শোন, নাগরিক, আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করেছেন, কিন্তু আমি এখনও মহানায়ক মহাবলাধিকৃত রবিগুপ্ত।”

“আমি এখনও মহারাজ ভট্টারকপাদীয় মহামাত্য দেবগুপ্ত।”

“আমি এখনও মহাদণ্ডনায়ক হরিগুপ্ত।”

“আমি পাটলিপুত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর শাসনকর্ত্তা নগরাধ্যক্ষ হরিষেন।”

“আর আমি মগধের সীমান্তরক্ষী জাপিলীয় মহানায়ক রুদ্রধরের পুত্র জগদ্ধর।”

দ্বাদশ জন ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “নাগরিক, মহারাজা রামগুপ্ত নিহত। আর্য্যপট্ট শূন্য। দ্বাদশ

প্রধান এখন সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। সাম্রাজ্যের দ্বাদশ প্রধান আমরা ভাগীরথীর তীরে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তোমার প্রাণদণ্ড হয়, তোমার কন্যাকে তোমার চিতায় নিক্ষেপ করব।"

তখন একজন দুইজন করিয়া শত শত সশস্ত্র নাগরিক প্রমোদউদ্যানে প্রবেশ করিয়া রামগুপ্ত ও গৌল্মিকের শব বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ জয়নাগ ও যুবা জয়কেশী চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশ চাহিল। চন্দ্রগুপ্ত নাগরিককে কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। পশ্চাৎ হইতে বৃদ্ধ সচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা ও মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা শবের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথম মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি একটু এখানে দাঁড়াও। আমার একটু কাজ আছে। সেটা সেরে এসে শ্মশানে যাব।"

নারায়ণ শর্ম্মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন অশুচি, চন্দ্র, এখন কোন কাজ তোমার পক্ষে প্রশস্ত নয়।"

সকলে বিস্মিত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল ধ্রুবাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, চল শীঘ্র অন্যত্র চল। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না।"

"জয়নাগ, তুমি দেবীদের সঙ্গে প্রাসাদে যাও। মহামাত্য, মহাবলাধিকৃত, আপনারাও প্রাসাদে যান। আমি সন্ধ্যায় আর্য্যপট্ট গ্রহণ করব।"

বৃদ্ধ জয়নাগ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "মহারাজ যখন আদেশ করছেন তখন যাচ্ছি। কিন্তু আমার

আদেশে পৌরসঙ্ঘের পক্ষে ইন্দ্রদ্যুতি ও দশগুল্ম আপনার সঙ্গে থাকবে।”

চন্দ্রগুপ্ত অগ্রসর হইলে মাধবসেনা তাঁহার সঙ্গে চলিল। তাহা দেখিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাধবী, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?”

মাধবসেনা হাসিয়া কহিল, “মহারাজ, যে কুক্কুরী স্ত্রীবেশী মহারাজের সঙ্গে মথুরায় গিয়েছিল, সে কখনও এখন স্থির থাকতে পারে ?”

দত্তদেবী ও ধ্রুবাদেবী মহানায়কের সহিত প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। নাগরিক ও তাহার কন্যা কারাগারে চলিল। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মাধবসেনা ও ইন্দ্রদ্যুতি প্রমোদউদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিল। কেবল মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা শব স্পর্শ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার সঙ্গীদের অধিক দূর যাইতে হইল না। গঙ্গাতীরে, কৃষ্ণমর্ম্মরের দ্বিতীয় সুখাসনে রুচিপতি এলাইয়া পড়িয়াছে। একজন দণ্ডধর একটি বৃহৎ তালপত্র তাহার মাথার উপর ধরিয়া আছে এবং দুই তিন জন প্রতিহার তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। রুচিপতি বলিতেছে, “রামগুপ্ত ব্যাটা লুকিয়ে লাল মদ খাচ্ছিল, আমরা এতদিন ফাঁকিতে পড়েছি।”

একজন প্রতিহার বলিল, “প্রভু, মহারাজ দেহত্যাগ করেছেন।”

রুচি—“সোজা কথায় বল না বাবা, মরেছেন। রামভদ্র, তবে তুমি মরেছ? প্রমোদউদ্যানে আর যাকে খুশী ধরে

আন্‌বে না—আর আকণ্ঠ সুরাপান করে পাটলিপুত্রের রাজপথে অপমানিত হবে না? তবে আর এ রাজ্যের মজা কি? তবে বানপ্রস্থ অবলম্বন করি—না এখনও বয়স হয় নি। এক রাজা মরে, অন্য রাজা হয়। আমি কেন বা রাজা না হই? মাতাল রামগুপ্তের বদলে পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীশ্রী১০৮ রুচিপতি দেবশর্ম্মা কুশলী! কি সুন্দর! এই প্রতিহার, এখন থেকে আমিই মহারাজাধিরাজ।"

প্রথম প্রতিহার—"যথা আজ্ঞা, দেব।"

রুচি—"দূর ব্যাটা মাতাল, সোজা কথায় বল না কেন, হুঁ।"

প্রথম প্রতিহার—"প্রভু!"

চন্দ্রগুপ্ত ইন্দ্রদ্যুতিকে সঙ্কেত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৌরসঙ্ঘের অগণিত পদাতিক উপস্থিত হইয়া রুচিপতিকে বেষ্টন করিল। মাধবসেনা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভু, মত্ত অবস্থায় কি এর প্রাণদণ্ড হবে?"

চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন—"পাগল হয়েছ? একদিনের জন্যও যখন রুচিপতি আর্য্যপট্টের পাশে বসেছে, তখন এক্ষেত্রেও দ্বাদশ প্রধানের বিচার আবশ্যক।"

রুচিপতি গুপ্তসাম্রাজ্য শাসন করিতে করিতে ডুলিতে চড়িয়া কারাগারে চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্যপূর্ব্বা কন্যা

রামগুপ্তের সৎকারের পরে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও দ্বাদশ প্রধানের উপস্থিতি সত্ত্বেও মহানগর পাটলিপুত্রে অতি ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। নগরের সমস্ত নাগরিক রাজ-প্রাসাদের তিনটি প্রধান অঙ্গন ও অলিন্দগুলিতে সোৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া আছে। সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান অভিজাত কুলপুত্র সভামণ্ডপে সুখাসন গ্রহণ করিয়াছেন। পাটলিপুত্রের পৌরসঙ্ঘের নির্দ্দিষ্ট প্রতিভূগণ আর্য্যপট্ট বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কেবল আর্য্যপট্ট শূন্য। আর্য্যপট্টের নিম্নে দ্বাদশ হস্তীদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসনে দ্বাদশ মহাপ্রধান, সকলেই উপবিষ্ট। কেবল মহাসচিব বিশ্বরূপ শর্ম্মা ও মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা আসনের উপর দণ্ডায়মান। সম্মুখে বিবস্ত্র মস্তকে কুমার চন্দ্রগুপ্ত। আর্য্যপট্টের দক্ষিণে দত্তদেবী ও জয়স্বামিনী এবং বামদিকে বৃদ্ধ জয়নাগের হস্ত ধরিয়া ধ্রুবাদেবী। দত্তদেবী অশ্রু মার্জ্জনা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি হবে ?"

বিশ্বরূপ—"হবে আর কি, ধ্রুবাদেবীর বিবাহ হতে পারে কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বিবাহিতা হয়েছিলেন বলে মহারাজের ধর্ম্মপত্নী হতে পারবেন না।"

ধ্রুবা—"জেনে রাখুন ব্রাহ্মণ, রুদ্রধরের কন্যা ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন আর কিছু হবে না।"

চন্দ্রগুপ্ত—"মহানায়ক বিশ্বরূপ, যে রাজ্যে নিরপরাধা নিষ্কলঙ্কা নারী কেবল জন সমাজের মনস্তুষ্টির জন্য নির্য্যাতিতা হয়, সে রাজ্যের সিংহাসন চন্দ্রগুপ্ত গ্রহণ করে না।"

নারায়ণ—"ধ্রুবাদেবীকে এখন আর কেউ নির্য্যাতন করে নি।"

চন্দ্রগুপ্ত—"উপস্থিত করেছেন আপনারা।"

বিশ্বরূপ—"আমরা ?"

ধ্রুবা—"ব্রাহ্মণমণ্ডলি! আমি কি সত্যই অন্যপূর্ব্বা ? আমাকে কে সম্প্রদান করেছিল ?"

নারায়ণ—"কেন, আপনার পিতা।"

জগদ্ধর—"পিতা কোনদিন ধ্রুবাকে সম্প্রদান করবার অবসর পান নি।"

চন্দ্রগুপ্ত—"তবে ?"

নারায়ণ—"সম্প্রদানের প্রতীক্ষায় মহানায়ক রুদ্রধর কন্যাকে প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেছিলেন। সেটা সম্প্রদান না হলেও সম্প্রদানের আকাঙ্খা।"

চন্দ্রগুপ্ত—"শোন জয়নাগ, শোন ইন্দ্রদ্যুতি, শোন জয়কেশী, ইচ্ছামত সুখে আর্য্যপট্টে অন্য রাজা নির্ব্বাচন করে মাগধ সাম্রাজ্য প্রতিপালন কর। তাহার আর্য্যপট্টে রুদ্রধরের কন্যা উপবেশন করবেন না। চল জগদ্ধর, বিস্তৃত জগতে রাজ্যের অভাব হবে না। এখনও বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

সহসা বৃদ্ধ জয়নাগ আর্য্যপট্টের সম্মুখে কাঁদিয়া পড়িল। সে বলিল, "মহারাজ, শকযুদ্ধ যে এখনও শেষ হয় নি।"

সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের পৌরসজ্ঞের প্রতিভূবর্গ চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে জানু পাতিয়া কহিল, "পিতা ভীষণ বিপদে নগর রক্ষা কর।"

দেবগুপ্ত—"চন্দ্র, কে রাজা হবে? সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে সমুদ্রগুপ্তের বংশধর ভিন্ন কে উপবেশন করতে সাহস করবে?"

চন্দ্রগুপ্ত—"তাত, মনে করুন সে বংশ লুপ্ত।"

দত্ত—"চন্দ্র, তুই আমাকেও এ কথা শোনালি!"

চন্দ্রগুপ্ত—"আমি শোনাইনি মা, শুনিয়েছে তোমার পরম ধার্ম্মিক মগধের প্রজা। একদিন তোমার আদেশে ঐ সিংহাসন ছিন্নকন্থার মত পরিত্যাগ করে গিয়েছিলাম। আবার আজও যাচ্ছি।"

দত্ত—"তবে মথুরায় গিয়েছিলে কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত—"বার বার বলছি মা, তুমি শুনছ কই? আমি রামগুপ্তের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে মথুরায় যাই নি—সমুদ্রগুপ্তের বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করতেও পঞ্চশত বীর নিয়ে নারীবেশে বাসুদেবের সভামণ্ডপে নৃত্য করতে যাই নি। গিয়েছিলাম কেবল ধ্রুবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। ধ্রুবা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে মথুরায় যাবে। তাই তার বেশ ধারণ করে গিয়েছিলাম। আর গিয়েছিলাম কেন জান, মা? দুরাচার বাসুদেব ধ্রুবাকে পরস্ত্রী জেনেও তাকে কামনা করেছিল বলে। সেই ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করে সাম্রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য চাই না।"

বিশ্বরূপ—"যুবরাজ, গুপ্তকুল চিরদিন ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও আচার রক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। তুমি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। তোমার

পিতামহ শকাধিকার নির্ম্মূল করে বৈষ্ণব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুমি অশ্বমেধযাজী বিশ্ববিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। আর্য্যের ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের শাস্ত্র, মগধের দেশাচার তুমি রক্ষা না করলে কে করবে ?”

চন্দ্রগুপ্ত—“হে ব্রাহ্মণ, তুমি অশেষ শাস্ত্র পারদর্শী। তোমার বিদ্যার যশ সমুদ্র হতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর্য্যধর্ম্মে তুমি আমার শিক্ষাগুরু। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি অসহায়া অবলা নারীর নির্য্যাতন কি আর্য্যধর্ম্ম ?”

বিশ্বরূপ—“কখনই না! বিশাল মানব হৃদয়ের গভীরতম প্রেম পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তি।”

চন্দ্রগুপ্ত—“গুরুদেব, যদি তাই হয়, তাহলে কোন্ মুখে ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করতে আদেশ করছ ? ধ্রুবা অবলা। চারিদিক থেকে প্রবল মানব এত দিন তার ওপর অত্যাচার করে এসেছে। যিনি ধ্রুবাকে সংসারে এনেছিলেন, তিনি সাম্রাজ্যের লোভে কুমারী কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বে রামগুপ্তের চরণে নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রামগুপ্ত ধ্রুবার অতুলনীয় রূপরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর পান নি। সুদূর মথুরা থেকে বৃদ্ধ বাসুদেব ধ্রুবার দিকে লালসাময় দৃষ্টিপাত করেছিল। সে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। এখন পাটলিপুত্রের ধার্ম্মিক নাগরিকরা অস্পৃষ্টা পবিত্র কুলকন্যাকে সমাজচ্যুতা করতে চায়। গুরুদেব, তা হবে না। রুদ্রধরের আদেশে ধ্রুবার আশা পরিত্যাগ করেছিলাম। ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুরোধে ধ্রুবার বেশে মথুরায় গিয়েছিলাম।

কিন্তু দেশাচারের অনুরোধে মানবধর্ম্ম বিস্মৃত হতে পারব না।”

বিশ্বরূপ—“মহারাজ, আপনাকে মানবধর্ম্ম বিস্মৃত হতে অনুরোধ করি নি। আপনি একটি নারীর প্রতি দয়ার বশবর্ত্তী হয়ে মগধের লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রতি বিমুখ হচ্ছেন।”

চন্দ্রগুপ্ত—“না আচার্য্য, আমি বিমুখ হই নি। বিমুখ হয়েছে মগধের নরনারী। যোদ্ধার বর্ম্মে সন্ধিস্থল থাকে। শত্রু সেই সন্ধিস্থল সন্ধান করে। আজ মগধের নরনারী আমার শত্রু। ধ্রুবা আমার বর্ম্মের সন্ধিস্থল। আচার্য্য, তুমি ভুলে যাচ্ছ, যে, রাজাও মানুষ। রাজার দেহও রক্তমাংসের দেহ। তারও স্নেহ মমতা আছে। সে রাজ ধর্ম্মানুশাসন প্রতিপালন করে বলে সে লৌহের যন্ত্র নয়—তার হৃদয় পাষাণ নয়। আজ যদি মগধের নরনারী আমার শত্রু না হ'ত—”

জয়নাগ—“এমন কথা মুখে এন না মহারাজ। যে দিন থেকে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তনুত্যাগ করেছেন, সেইদিন থেকে মগধের লোকের কাছে তুমি দেবতা—ছায়ার মত সহস্র সহস্র নাগরিক তোমার অনুসরণ করেছে।”

চন্দ্রগুপ্ত—“সব জানি, সব বুঝি, জয়নাগ। তোমরা যে বুঝেও বুঝছ না। তোমরা কি বলতে চাও যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যের লোভে তার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে জাহ্নবীর জলে ফেলে দিয়ে—পাষাণের প্রতিমা হয়ে—ঐ আর্য্যপট্টে বসে থাকবে? তা হবে না, তা পারব না। আমার ধ্রুবা অসহায়া হয়ে পথে দাঁড়াবে না।”

বিশ্বরূপ—"পুত্র, ধ্রুবাদেবী যে অন্যপূর্ব্বা।"

চন্দ্রগুপ্ত—"আচার্য্য, এই কি আর্য্যের শাস্ত্র? মহনায়ক রুদ্রধর ধ্রুবাদেবীকে কার হস্তে পূর্ব্বে নিক্ষেপ করেছিলেন?"

বিশ্বরূপ—"না, না, না। ধ্রুবা অন্যপূর্ব্বা নয়, বাগ্‌দত্তা।"

চন্দ্রগুপ্ত—"সমস্ত পাটলিপুত্র নগরকে জিজ্ঞাসা কর গুরুদেব, রুদ্রধরের কন্যা কাকে বাক্যদান করেছিল? নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ?"

জয়নাগ—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে।"

চন্দ্রগুপ্ত—"নটীমুখ্যা মাধবসেনা?"

মাধবসেনা—"আপনাকে, প্রভু।"

চন্দ্রগুপ্ত—"তাত রবিগুপ্ত?"

রবিগুপ্ত—"তোমাকে, পুত্র।"

চন্দ্রগুপ্ত—"ধরবংশের নেতা, মহানায়ক জগদ্ধর, তোমার ভগিনীর বাক্যদান সম্বন্ধে তুমি কি বল?"

জগদ্ধর—"চন্দ্র, এই জনসঙ্ঘের সম্মুখে পিতার পাপের কথা পুত্রের মুখে ব্যক্ত করাবে কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত—"জগৎ, আজ এই বিশাল জনসঙ্ঘের সম্মুখে ধর বংশের নেতার মত কি আবশ্যক নহে?"

জগদ্ধর—"তবে শোন, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও তিনজন নাগরিক সাক্ষী রেখে আমার পিতা মহানায়ক রুদ্রধর আমার ভগিনী ধ্রুবাদেবীকে চন্দ্রগুপ্তের করে সমর্পণ করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।"

চন্দ্রগুপ্ত—"আচার্য্য, তবে কি দোষে, কোন পাপে, কোন্ শাস্ত্র অনুসারে ধ্রুবা অন্যে বাগদত্তা, যার জন্য সে সাম্রাজ্যের পট্টমহাদেবী হবার অযোগ্যা? তোমার ঐ চরণতলে অধীত শাস্ত্র নিবেদন করছি। কুলাচার বা দেশাচার মতে অনাঘ্রাত কুসুম যদি দেবপূজার যোগ্য না হয় তা'হলেও সে কুসুম, কীটদষ্ট পত্র নয়। দেশাচার মতে অন্য রাজা নির্ব্বাচন কর। দেবতা সাক্ষী করে সমাজের সম্মুখে যে ধ্রুবাকে মহানায়ক রুদ্রধর আমাকে সম্প্রদান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, সে ধ্রুবা আমার ধর্ম্মপত্নী। সিংহাসনের লোভে সে ধ্রুবাকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। যে সিংহাসন আমার স্ত্রীকে চায় না, সে সিংহাসন আমার নয়। ভয় পেও না আচার্য্য, যদি দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্য করি, মগধে করব না। দূর বনান্তে চলে যাব; তবু ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করতে পারব না।"

সহসা মস্তকের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিয়া দত্তদেবী বলিয়া উঠিলেন, "করিস নি, চলে যা। যেখানে প্রতিপদে প্রাণে ব্যথা পাবি না, যেখানে পাটলিপুত্রের নাগরিকদের মত হিংস্র জন্তু নেই, সেইখানে চলে যা। আর আমি বাধা দেব না।"

তখন পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর মুখ দেখিয়া ত্রস্ত দ্বাদশ প্রধান তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল। তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধ দেবগুপ্ত বলিল, "রক্ষা কর, মা। দুয়ারে প্রবল শত্রু। কেবল তোমার পুত্রের ভয়ে মাথা নত করে আছে। এমন সময় চন্দ্রগুপ্ত মগধ পরিত্যাগ করে গেলে মগধের সর্ব্বনাশ হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরূপ শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, রক্ষা কর মা, এই ভীষণ রোষানলে তুমি আর ঘৃতাহুতি দিও না।"

দত্তদেবী—"সে কথা মগধের নবনারী বুঝুক। আমি আজ ভুল করে প্রাসাদে এসেছিলাম। বিদায় আচার্য্য, পাটলিপুত্রের প্রাসাদে দত্তদেবীর স্থান নাই।"

চন্দ্রগুপ্ত—"চল ধ্রুবা, আর্য্যপট্টের লোভে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি?"

বৃদ্ধ জয়নাগ পাগলের মত চন্দ্রগুপ্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওরে ইন্দ্রদ্যুতি, ছুটে যা, ছুটে যা, নগরে প্রচার করে দে যে, মহারাজ চিরদিনের মত মগধ পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন।"

ইন্দ্রদ্যুতি ও জয়কেশী ছুটিয়া পলাইল।

তখন দেবগুপ্ত, হরিগুপ্ত ও রবিগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কোথা যাবে, মহারাজ?"

সজোরে রূঢ়ভাবে বৃদ্ধত্রয়ের বন্ধন মোচন করিয়া জগদ্ধর বলিয়া উঠিলেন, "না, না, যথেষ্ট শুনিয়েছেন। আমি আর শুনতে পারছি না। চল কুমার, চল ধ্রুবা।"

রবিগুপ্ত—"পাগলের মত কি বলছ, জগদ্ধর?"

জগদ্ধর—"সত্যি বলছি, ভট্টারক। হৃদয় ব্যাকুল হয়ে মুখ থেকে সার কথা বার ক'রে দিচ্ছে।"

বিশ্ব—"ক্ষান্ত হও, জগদ্ধর। শোন চন্দ্রগুপ্ত, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, দেশাচার রসাতলে যাক্। তোমার মন তোমাকে যে সার

সত্য দেখিয়ে দিচ্ছে সেই পথে চল। ধ্রুবাকে গ্রহণ করে আর্য্যপট্টে উপবেশন কর।”

চন্দ্রগুপ্ত—“ক্ষমা করুন, আচার্য্য। আজ মগধের বিপদ, তাই পাটলিপুত্রের নাগরিক আমার অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত। কাল বিপদ মুক্তি হ’লে সেই নাগরিকেরা বলবে যে, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র অপকৃষ্ণা নারীকে সিংহাসনে স্থান দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে রাজধানীর নাগরিক বহুবার এই কাজ করেছে। অযোধ্যার নগরবাসীর অনুরোধে সীতাদেবী কেবল বনবাসে যান নি। শেষটা পাতালে প্রবেশ করলেন। আচার্য্য, রামচন্দ্র দেবতা, কিন্তু আমি মানুষ।”

হঠাৎ জয়নাগ চন্দ্রগুপ্তের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, দাসের শেষ অনুরোধ, ইন্দ্রদ্যুতি যতক্ষণ ফিরে না আসে, ততক্ষণ নগর পরিত্যাগ করবেন না।”

“তাই হোক,” বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবাদেবীর হাত ধরিয়া আর্য্যপট্ট হইতে দূরে উপবেশন করিলেন।

দেবগুপ্ত বলিয়া উঠিলেন, “শূন্য আর্য্যপট্ট আর দেখতে পারছি না।”

রবিগুপ্ত কহিলেন, “তবে চল, আমরাও যাই।”

উত্তরে চন্দ্রগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু তাত, কেউ ত বলতে পারছ না যে, ধ্রুবাকে পরিত্যাগ করা অধর্ম্ম, ধ্রুবাকে অপকৃষ্ণা জ্ঞান করা মহাপাপ। অতি ধীর শান্ত ভাকে পাটলিপুত্রের নাগরিকের অবিচার শুনে যাচ্ছ।”

রবিগুপ্ত—"চন্দ্রগুপ্ত, অবিচার ক'রো না। আমি বলছি, মহাদেবী দত্তদেবী শতবার বলেছেন, যত আপত্তি এই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদলের।"

বিশ্ব—"মহাপাতক করেছি, চন্দ্রগুপ্ত। রুদ্রধরের মত মহাপাতক করেছি, তুষানল আমার প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যদি পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করে যাও তা'হলে বিশ্বরূপের অন্য গতি নাই।"

এই সময় সভামণ্ডপে অলিন্দে রব উঠিল—"পথ ছাড়। শ্রেষ্ঠী স্বার্থবাহকুলিক নিগম উপস্থিত। নাগরিকগণ, কুলপুত্রগণ, অবিলম্বে পথ ছাড়।"

সকলে ব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকেরা মস্তকের উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিয়া চন্দ্রগুপ্তকে বেষ্টন করিয়া জানু পাতিয়া বসিল। তাহাদের পশ্চাৎ হইতে জয়নাগ বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পৌরসঙ্ঘের অর্ঘ্য এনেছি। পিতা, তুমি মগধের পিতা। মাতা, তুমি মগধের জননী। সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর।"

"পৌর সঙ্ঘ, ফিরে যাও। আজ মগধের দুয়ারে শত্রু, তাই ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছ। কাল শত্রু নিবারণ হলে বলে বেড়াবে যে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র অপকৃষ্ণা নারীকে আর্য্যপট্টে বসিয়েছে।"

তখন পৌরসঙ্ঘের সকল প্রধান যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের পদতলে মাথা রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "আর্য্য, মহানগর পাটলিপুত্র মুক্তমস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। বৃদ্ধের বাচালতা ও নারীর প্রগলভতা পৌরসঙ্ঘের বাক্য বলে গ্রহণ ক'রো না।"

তখন ধ্রুবা দেবী দুই হাত পাতিয়া পৌরসঙ্ঘের অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। উচ্চ জয়ধ্বনিতে পাষাণনির্ম্মিত সভামণ্ডপ যেন বিদীর্ণ হইল।

যে নাগরিক রামগুপ্তকে হত্যা করিয়াছিল, সে কন্যার হাত ধরিয়া রুচিপতির সহিত অলিন্দে দাঁড়াইয়াছিল। জয়নাগ তাহাদের আনিয়া আর্য্যপট্টের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "এই তিন জনের বিচার আবশ্যক, দ্বাদশ প্রধান।"

বিশ্বরূপ—"যেখানে মহারাজাধিরাজ উপস্থিত, সেখানে দ্বাদশ প্রধানের বিচার অনাবশ্যক।"

রবিগুপ্ত—"সামান্য নরঘাতক হলে রাজা বিচার করতে পারেন। কিন্তু এ যে রাজঘাতী।"

বিশ্বরূপ—"কন্যা কি করেছে?"

দেব—"আচার্য্য, দ্বাদশ প্রধানের আদেশ ভিন্ন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধিনির্দ্দেশ হতে পারে না।"

বিশ্বরূপ—"মহামাত্য রুচিপতি?"

বৃদ্ধ জয়নাগ হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে ভার পৌরসংঘের।"

রুচিপতি বালকের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

মহাপুরোহিত নারায়ণ শর্ম্মা দ্বাদশ প্রধানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "অনুমতি করুন, আমি রাজঘাতক ও কন্যা সম্বন্ধে নাগরিকগণকে পরীক্ষা করি।"

দেবগুপ্ত—"করুন।"

নাগরিক—"পৌরসংঘ, রুচিপতির আদেশে দুষ্টেরা এই কন্যাকে রামগুপ্তের প্রমোদ-উদ্যানে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এই কন্যা কি ব্যভিচারিণী?"

ইন্দ্র—"না ঠাকুর, আমরা জানি কন্যা পবিত্র।"

বিশ্ব—"এই বিশাল জনসংঘের মধ্যে কে লাঞ্ছিত কন্যাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?"

চন্দ্রগুপ্ত—"পৌরসংঘ, নীরব কেন?"

দত্ত—"কি বিচার করলে, পৌরসংঘ! পাটলিপুত্রে কি আর পুরুষ নাই?"

জগদ্ধর—"মহারাজ, আদেশ কর। মা, অনুমতি দাও। আমি জাপিলীয় মহানায়ক রুদ্রধরের পুত্র মহানায়ক জগদ্ধর। এই অজ্ঞাতনামা নাগরিকের কন্যাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করলুম। সমস্ত পাটলিপুত্রের নিমন্ত্রণ। যদি সকলে এই কন্যার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করে তবেই পাটলিপুত্রে বাস করব।"

রবিগুপ্ত—"জগদ্ধর, এ কন্যা আমি সম্প্রদান করব।"

বিশ্বরূপ—"দ্বাদশ প্রধানের পক্ষ থেকে আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।"

রবিগুপ্ত—"এস মা, আমি তোমাকে সম্প্রদান করি।"

রবিগুপ্ত কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া জগদ্ধরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

তখন জয়স্বামিনী পাষাণপুত্তলিকার মত আর্য্যপট্টে উঠিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "মহানায়কবর্গ, আমি রামগুপ্তের মা।

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমার পুত্রঘাতীকে মুক্ত করে দাও।”

আবার ভীষণ জয়ধ্বনিতে পাষাণ-নির্ম্মিত সভামণ্ডপ কম্পিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ দেবগুপ্ত নিজে আসন পরিত্যাগ করিয়া নাগরিকের বন্ধন মোচন করিলেন।

জয়নাগ তখন রুচিপতিকে দ্বাদশ প্রধানের সম্মুখে আনিয়া বলিয়া উঠিল, “দ্বাদশ প্রধান, অতি প্রাচীন পাটলিপুত্রের প্রাচীনতম রীতি অনুসারে রুচিপতির মত অপরাধীর বিচার কেবল নগর মণ্ডলেই সম্ভব। মহানায়ক রুদ্রধরের গৃহ হ'তে সামান্য কৃষকগৃহ পর্য্যন্ত রুচিপতির অত্যাচারে মাতা, স্ত্রী ও কন্যার অশ্রু ও রক্তে প্লাবিত হয়েছে।”

দ্বাদশ প্রধান সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “একে নিয়ে গিয়ে যথাবিহিত দণ্ডদান কর।”

বিংশতি জন নাগরিক রুচিপতিকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ধ্রুবাদেবীর হাত ধরিয়া বলিলেন, “এস, মহাদেবী।”

উভয়ে আর্য্যপট্টে উপবেশন করিলে নিশীথ রাত্রিতে ঐন্দ্রা মহাভিষেক আরম্ভ হইল।

সমাপ্ত